তপতী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তপতী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নাটকের পাত্র ও পাত্রীগণ

সুমিত্রা	জালন্ধরের রাণী
বিক্রম	" রাজা
নরেশ	বিক্রমের বৈমাত্র্য ভাই
বিপাশা	সুমিত্রার সখী
দেবদত্ত	রাজার সখা
নারায়ণী	দেবদত্তের স্ত্রী
গৌরী	
কালিন্দী	রাজবাড়ির পরিচারিকা
মঞ্জরী	
কুমার	কাশ্মীরের যুবরাজ
চন্দ্রসেন	কুমারের পিতৃব্য
ত্রিবেদী	জালন্ধরের রাজপুরোহিত
ভার্গব	কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড মন্দিরের পুরোহিত

জনতা, তীর্থযাত্রী, প্রভৃতি।

ভূমিকা

রাজা ও রাণী আমার অল্প বয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা।

সুমিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে—সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে-প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হ'লো, এইটেই রাজা ও রাণীর মূল কথা।

রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েচে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে-অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ ক'রেচে তাতে নাট্যের বিষয়টি হ'য়েচে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারেব মৃত্যু দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েচে—এই মৃত্যু আখ্যান-ধারার অনিবার্য্য পরিণাম নয়।

অনেকদিন ধ'রে রাজা ও রাণীর ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েচে। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমান গগনেন্দ্রনাথ যখন এই নাটকটি অভিনয়ের উদ্যোগ করেন তখন এটাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্ত্তিত ক'রে এ'কে অভিনয়-যোগ্য কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছিলুম। দেখ্‌লুম এমনতরো অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। তখনই স্থির ক'রেছিলুম এ নাটক আগাগোড়া নতুন ক'রে না লিখ্‌লে এর সদ্গতি হ'তে পারে না। লিখে এই বইটার সম্বন্ধে আমার সাধ্যমতো দায়িত্ব শোধ ক'রেচি।

পুরানো নাটককে নতুন ক'রে যখন লেখা গেল তখন পুরাতনের মোহ কাটিয়ে তা'র নতুন পরিচয়কে পাকা ক'র্‌তে গেলে অভিনয় ক'রে দেখানো দরকার। সেই চেষ্টা ক'র্‌তে প্রবৃত্ত হ'য়েচি। এই উপলক্ষ্যে নাট্যমঞ্চের আয়োজনের কথা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলা আবশ্যক।

আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ ক'রেচে। ওটা ছেলে-মানুষী। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। কালিদাস মেঘদূত লিখে গেচেন, ঐ কাব্যটি ছন্দোময়

বাক্যের চিত্রশালা। রেখাচিত্রকর তুলি-হাতে এর পাশে পাশে তাঁর রেখাঙ্ক ব্যাখ্যা যদি চালনা করেন তাহ'লে কবির প্রতিও যেমন অবিচার, পাঠকের প্রতিও তেমনি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। নিজের কবিত্বই কবির পক্ষে যথেষ্ট, বাইরের সাহায্য তাঁর পক্ষে সাহায্যই নয়, সে ব্যাঘাত; এবং অনেক স্থলে স্পর্দ্ধা।

শকুন্তলায় তপোবনের একটি ভাব কাব্যকলার আভাসেই আছে। সে-ই পর্য্যাপ্ত! আঁকা-ছবির দ্বারা অত্যন্ত বেশি নির্দ্দিষ্ট না হওয়াতেই দর্শকের মনে অবাধে সে আপন কাজ ক'র্‌তে পারে। নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপরে দাবী রাখে, চিত্র সেই দাবীকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান্‌, প্রাণবান্‌, গতিশীল; দৃশ্যপটটা তা'র বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ ক'রে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সঙ্কীর্ণ ক'রে রাখে। মন যে-জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে ব'সিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হ'য়েচে, পূর্ব্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালা-গানে লোকের ভিড়ে স্থান

সঙ্কীর্ণ হয় বটে কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সঙ্কীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে-নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানুষীকে আমি প্রশ্রয় দিইনে। কারণ বাস্তব সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়।

১৯শে ভাদ্র, ১৩৩৬।
শান্তিনিকেতন।

তপতী

১

জালন্ধরপতি বিক্রম ও সখা দেবদত্ত

দেবদত্ত

মহারাজ, অনঙ্গদেবের পূজা ? এই রুদ্র-ভৈরবদেবের পূজার উদ্যানে ?

বিক্রম

হাঁ, নাগকেশর তলায় বেদী প্রস্তুত।

দেবদত্ত

সাহস তো কম নয়। পঞ্চশর দগ্ধ হ'য়েচেন যাঁর তপোবনে তাঁরি পূজার বনে ?

বিক্রম

কন্দর্প সে-বার এসেছিলেন অপরাধীর মতো লুকিয়ে —এবার তাঁকে ডাকবো প্রকাশ্যে, আস্‌বেন দেবতার যোগ্য নিঃসঙ্কোচে—মাথা তুলে, ধ্বজা উড়িয়ে।

দেবদত্ত

মহারাজ, আদিকাল থেকেই ঐ দুই দেবতার মধ্যে বিরোধ।

বিক্রম

ক্ষতি তাতে মানুষেরি। এক দেবতা আরেক দেবতার প্রসাদ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করেন। ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র মিলিয়ে চিরদিন তোমরা দেব-পূজার ব্যবসা ক'রে এসেচো তাই দেবতার তোমরা কিছুই জানো না।

দেবদত্ত

সে-কথা ঠিক, দেবতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় পুঁথির থেকে। শ্লোকের ভিড় ঠেলে মরি; দক্ষিণা পাই, কিন্তু ওঁদের কাছে ঘেঁষবার সময়ই পাই নে।

বিক্রম

আমার মীনকেতু অশাস্ত্রীয়; অনুষ্টুভ ত্রিষ্টুভের বন্ধন মানে না। রুদ্র-ভৈরবের সঙ্গেই তাঁর অন্তরের মিল—পিণাক ছদ্মবেশ ধ'রেচে তাঁর পুষ্পধনুতে।

দেবদত্ত

শুনে ভয় হয়। কিন্তু যা নিয়ে বিপদ ঘটে তা'র কারণ হ'চ্চে অনঙ্গদেব যে-ঘরকে তাঁর পায়ের ধুলি-লেপনে চিহ্নিত ক'রে নেন, সে-ঘরে অন্য কোনো

দেবতাকে প্রবেশ ক'র্‌তে দেননা। তাতেই পূজনীয়দের মনে ঈর্ষা জন্মায়।

বিক্রম

মনে হ'চ্চে কথাটা আমাকেই লক্ষ্য ক'রে। সাহস বাড়্‌চে।

দেবদত্ত

রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব দুঃসাহসের চরম। ভাগ্যদোষেই রাজার বন্ধু দুর্ম্মুখ। ইচ্ছাক্রমে নয়।

বিক্রম

তবে মুখ খোলো। স্পষ্ট ক'রেই বলো প্রজারা আমার নামে কী ব'ল্‌চে।

দেবদত্ত

তা'রা ব'ল্‌চে অন্তপুরের অবগুণ্ঠনতলে সমস্ত রাজ্যে আজ প্রদোষান্ধকার। রাজ-লক্ষ্মী রাজ্ঞীর ছায়ায় ম্লান।

বিক্রম

দুর্ম্মুখ, প্রজা-রঞ্জনে আরেকবার সীতার নির্ব্বাসন চাই নাকি?

দেবদত্ত

নির্ব্বাসন তো তুমিই দিতে চাও তাঁকে অন্তঃপুরে,

প্রজারা তাঁকে চায় সর্ব্বজনের রাজসিংহাসনে। তাঁর হৃদয়ের সম্পূর্ণ অংশ তো তোমার নয়, এক অংশ প্রজাদের। শুধু কি তিনি রাজবধূ? তিনি-যে লোকমাতা।

বিক্রম

দেবদত্ত, অংশ বিভাগ নিয়েই যত বিরোধ। ঐ নিয়েই কুরুক্ষেত্র। ঐ তিনি আস্‌চেন, রাজবধূর অংশ নিয়ে, না লোকমাতার?

দেবদত্ত

আমি তবে বিদায় হই, মহারাজ।

[প্রস্থান

মহিষী সুমিত্রার প্রবেশ

বিক্রম

দেবী, কোথায় চ'লেচো! শুনে যাও!

সুমিত্রা

কী মহারাজ!

বিক্রম

একটা সুসংবাদ আছে।

সুমিত্রা

কী শুনি।

বিক্রম

লোকনিন্দার পরম গৌরবে আমি ধন্য হ'য়েচি।

সুমিত্রা

নিন্দা কিসের ?

বিক্রম

লোকে ব'ল্চে, তোমার প্রেমে কর্ত্তব্যকেও তুচ্ছ ক'র্তে পেরেচি। এত বড়ো কথা।

সুমিত্রা

যারা বলে তাদের কথা মিথ্যা হোক্।

বিক্রম

অক্ষয় হোক্ এই সত্য, ইতিহাসে বিখ্যাত হোক্, কবিকণ্ঠে আখ্যাত হোক্, রসতত্ত্বে ব্যাখ্যাত হোক্, ইতরলোকের নিন্দা প্রশংসার অতীত হোক্।

সুমিত্রা

মহারাজ, যে-প্রেম রাজকর্ত্তব্যেরও উপরে, সে গ্রহণ করুন দেবতা, সে কি আমি নিতে পারি ?

বিক্রম

দেবতার যা প্রাপ্য তিনি তা নেবেন তোমার মধ্যে

দিয়েই। তোমার মুখে পরমাশ্চর্য্যকে দেখেচি। লজ্জা ক'রোনা, শোনো আমার কথা। যশের লোভে যা'রা দেশ জয় ক'রে বেড়ায় লক্ষ্মীর তা'রা বিদূষক। তাদের আয়ু যায় বৃথায়, কীর্ত্তিও চিরকাল থাকে না, লক্ষ্মী ব'সে ব'সে হাসেন। আমি তাদের দলে নই। কাশ্মীরে গিয়ে যুদ্ধ ক'রেছিলাম তোমারি সাধনায়।

সুমিত্রা

যা চেয়েছিলে সে তো পেয়েচো।

বিক্রম

পেয়েচি বীণাটিকে। সঙ্গীত দিয়ে অধিকার হবে কোন্ শুভক্ষণে? সুর মেলাতে পার্‌চিনে, পেয়েও হার হ'চ্চে পদে পদে।

সুমিত্রা

মুঠোর মধ্যে চেপে রেখে কল্পনা ক'র্‌চো, পাইনি। কিন্তু তোমার কাছে আমারো কিছু চাবার নেই কি?

বিক্রম

সবই চাইতে পারো, কিছু চাওনা ব'লেই আমার রাজ-সম্পদ ব্যর্থ।

সুমিত্রা

আমি চাই আমার রাজাকে।

বিক্রম

পাও নি ?

সুমিত্রা

না, পাইনি। সিংহাসন থেকে তুমি নেমে এসেচো এই নারীর কাছে। আমাকে কেন তুলে নিয়ে যাও না তোমার সিংহাসনের পাশে ?

বিক্রম

হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে তোমার আসন—তাতেও গৌরব নেই ?

সুমিত্রা

মহারাজ, আমাকে নিয়ে অমন ক'রে কথা সাজিয়ো না—এ তোমাকে শোভা পায় না। এতে আমাকেও ছোটো করে। কী হবে আমার স্তুতিবাক্য! আমার অনুরোধ রাখো। আমি এসেচি প্রজাদের হ'য়ে প্রার্থনা জানাতে।

বিক্রম

এই উদ্যানে ? এখানে আজ ঋতুরাজের অধিকার। অন্তত আজ একদিনের জন্যেও সম্পূর্ণ ক'রে তাকে স্বীকার করো।

সুমিত্রা

তোমার আদেশ পালনে ত্রুটি করিনি—উৎসবকে

সুন্দর কর্‌বার আয়োজন ক'রেচি—এখন এই উৎসবকে মহৎ করো তুমি, রাজমহিমা দিয়ে।

বিক্রম

বলো, আমার কী করবার আছে ?

সুমিত্রা

কাশ্মীর থেকে যে-সব লুব্ধের দল তোমার সঙ্গে জালন্ধরে এসেচে আজই সেই পরোপজীবীদের আদেশ করো কাশ্মীরে ফিরে যেতে।

বিক্রম

আমার এই বিদেশী অমাত্যদের 'পরে তোমার মনে ক্রোধ আছে।

সুমিত্রা

তা আছে।

বিক্রম

কাশ্মীর-বিজয়ে ওরা আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলো এই তা'র কারণ।

সুমিত্রা

হাঁ মহারাজ, আমি জানি, বিশ্বাসঘাতকের শত্রুতা ভালো, তাদের মৈত্রী অস্পৃশ্য।

বিক্রম

ওদের ধর্ম্ম ওরা বুঝ্‌বে কিন্তু আমি কৃতঘ্ন হবো কী ক'রে ?

সুমিত্রা

তোমার স্বপক্ষে ওরা পাপ ক'রেচে, ক্ষমা ক'র্‌তে হয় ক'রো, কিন্তু তোমার বিপক্ষে অন্যায় ক'র্‌চে তা'ও কি ক্ষমা ক'র্‌তে হবে ? তোমার ক্ষমার আশ্রয়ে প্রজাদের প্রতি পীড়ন হ'চ্চে, তাতেও বাধা দেবে না ?

বিক্রম

মিথ্যা অপবাদ সৃষ্টি ক'র্‌চে প্রজারা, তাদের ঈর্ষা ওরা বিদেশী ব'লে।

সুমিত্রা

তারো তো বিচার চাই।

বিক্রম

এ সব ব্যাপারে তুমি যখন হস্তক্ষেপ করো, মহারাণী, তখন সুবিচার কঠিন হয়। তুমি স্বয়ং আনো অভিযোগ, কোনো প্রমাণকে আমি কি তা'র উপরে আসন দিতে পারি ? তুমি অনুরোধ করাতে যুধাজিৎকে বিনা বিচারেই পদচ্যুত ক'র্‌তে হ'লো। আরো অমাত্য-বলি চাই তোমার ?

সুমিত্রা

তবে সেই ভালো। বিচার ক'রো না। আমারি প্রার্থনা রাখো। কাশ্মীরের পঙ্গপালগুলো যদি কোনো অপরাধ না ক'রেও থাকে তবু ওরা আমার রাত্রি-দিনের লজ্জা। আমাকে তা'র থেকে বাঁচাও।

বিক্রম

ওরা কলঙ্ক স্বীকার ক'রে বিপদ সাম্‌নে রেখে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলো। তোমার কথাতেও ওদের ত্যাগ ক'র্‌তে পারবো না। দেখো প্রিয়ে, রাজার হৃদয়েই তোমার অধিকার, রাজার কর্ত্তব্যে নয় এই কথা মনে রেখো।

সুমিত্রা

মহারাজ, তোমার বিলাসে আমি সঙ্গিনী, তোমার রাজধর্ম্মে আমি কেউ নই এ-কথা মনে রেখে আমার সুখ নেই!

[প্রস্থান

বিক্রম

শুনে যাও, মহিষী!

সুমিত্রা (ফিরে এসে)

কী বলো।

বিক্রম

তুমি জাগ্‌চো না কেন ? কিসের এই সূক্ষ্ম আবরণ ? সমস্ত আমার রাজার শক্তি নিয়ে এ'কে সরাতে পার্‌লেম না। আপনাকে প্রকাশ করো—দেখা দাও, ধরা দাও। আমাকে এই অত্যন্ত অদৃশ্য বঞ্চনায় বিড়ম্বিত ক'রো না।

সুমিত্রা

আমিও তোমাকে ঐ কথাই ব'ল্‌চি। তুমি রাজা, আমি তোমার সম্পূর্ণ প্রকাশ দেখ্‌তে পাচ্চিনে—তোমার শক্তিকে অন্ধকারে ঢেকে রাখ্‌লে। তুমি জাগো নি। তুমি আমাকে কেড়ে নিয়ে এসেচো কাশ্মীর থেকে—সেই অপমান আমার ঘুচিয়ে দাও—আমাকে রাণীর পদ দিতে হবে।

বিক্রম

আচ্ছা, আচ্ছা, আমার রাজকোষ তোমার পায়ের তলায় সম্পূর্ণ ফেলে দিচ্চি—তুমি প্রজাদের দান ক'র্‌তে চাও, করো দান যত খুসি। তোমার দাক্ষিণ্যের প্লাবন ব'য়ে যাক্ এ রাজ্যে।

সুমিত্রা

ক্ষমা করো মহারাজ, তোমার কোষ তোমারি

থাক্। আমার দেহের অলঙ্কার থাক্ আমার প্রজার জন্যে। অন্যায়ের হাত থেকে প্রজা-রক্ষায় যদি মহিষীর অধিকার আমার না থাকে তবে এ সব তো বন্দিনীর বেশভূষা—এ বইতে পার্‌বো না। মহিষীকে যদি গ্রহণ করো সেবিকাকেও পাবে, নইলে শুধু দাসী! সে আমি নই।

[প্রস্থান

মন্ত্রীর প্রবেশ

বিক্রম

যুধাজিতের নামে রাণীর কাছে কে অভিযোগ ক'রেছিলো? তুমি?

মন্ত্রী

মন্ত্রগৃহের বাইরে আমি মন্ত্রণা করিনে, মহারাজ!

বিক্রম

তবে এ-সব কথা কে তাঁর কানে তুল্‌লে?

মন্ত্রী

যারা দুঃখ পেয়েচে তা'রা স্বয়ং।

বিক্রম

রাণীর সাক্ষাৎ তা'রা পায় কী ক'রে?

মন্ত্রী

করুণার যোগ্য যারা করুণাময়ী স্বয়ং তাদের সন্ধান রাখেন।

বিক্রম

আমাকে অতিক্রম ক'রে যারা রাণীর কাছে আবেদন নিয়ে আসে তা'রা দণ্ডের যোগ্য এ-কথা যেন মনে থাকে।

মন্ত্রী

দণ্ড তা'রা পেয়েচে। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তা'রা তাদের পাকা ফসলের ক্ষেত জ্বালিয়ে দিয়েচে এ-কথা সবাই জানে।

বিক্রম

মন্ত্রী, নানা কৌশলে তুমি এই অমাত্যদের নামে নিন্দা করবার সুযোগ খোঁজো এটা আমি লক্ষ্য ক'রেচি।

মন্ত্রী

নিন্দনীয়দের নিন্দা ক'রে থাকি কিন্তু কৌশল ক'রে নয়।

বিক্রম

এই বিদেশীরা আমার আশ্রিত,তোমাদের ঈর্ষা থেকে তাদের বিশেষভাবে রক্ষা করা আমার রাজ-কর্ত্তব্য।

মন্ত্রী

ওদের সম্বন্ধে নীরব থাকবো। কিন্তু গুরুতর মন্ত্রণার বিষয় আছে। মহারাজ, ক্ষণকালের জন্যে—

বিক্রম

এখন সময় নয়। যাও, বিপাশাকে সংবাদ দাও আজ বকুল-বীথিকায় মধ্যরাত্রে তা'র নৃত্য। ত্রিবেদীকে ব'লো মীনকেতুর পূজায় মন্ত্রোচ্চারণে তা'র কোনো স্খলন সহ্য ক'রবো না।

মন্ত্রী

কাশ্মীরদেশী অমাত্য সবাই উৎসবে আসবেন সংবাদ পাঠিয়েচেন।

বিক্রম

মহারাণীর সঙ্গে কোনোমতে তাদের সাক্ষাৎ না হয় সতর্ক থেকো।

[উভয়ের প্রস্থান

রাজভ্রাতা নরেশ ও সুমিত্রার সহচরী
বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা

মানবোনা ও-কথা! কাশ্মীর জয় ক'রেচো তোমরা! মানবো না।

নরেশ

সুন্দরী, অরসিক ইতিহাস মধুর কণ্ঠের সম্মতির অপেক্ষা রাখে না।

বিপাশা

রাজকুমার, দাম্ভিক কণ্ঠের আস্ফালনের ভাষাও তা'র ভাষা নয়।

নরেশ

কিন্তু তলোয়ারের সাক্ষ্য তো মানতে হবে। যম-রাজকে সামনে রেখে সে কথা কয়। আমাদের মহারাজ কাশ্মীর জয় ক'রেচেন।

বিপাশা

করেন নি। আমাদের যুবরাজ ছিলেন অনুপস্থিত। মানস-সরোবর থেকে অভিষেকের জল আনতে গিয়ে-ছিলেন। তাই যুদ্ধ হয়নি, দস্যুবৃত্তি হ'য়েছিলো।

নরেশ

তাঁর পিতৃব্য চন্দ্রসেন ছিলেন প্রতিনিধি। যুদ্ধ ক'রেছিলেন।

বিপাশা

যুদ্ধের ভান ক'রেছিলেন। লুঠ-করা সিংহাসন হার-মানার ছদ্ম মূল্যে নিজে কিনে নেবার জন্যে।

তোমাদের সভা-কবি এই নিয়ে সাত সর্গ কবিতা লিখেচেন। তোমাদের যুদ্ধ ফাঁকি, তোমাদের ইতিহাস ফাঁকি। চুপ ক'রে হাস্‌চো-যে! লজ্জা নেই!

নরেশ

মহারাণী সুমিত্রা তো ফাঁকি নন্‌। তিনি তো পর্ব্বত থেকে নেমে এসেচেন আমাদের জয়লক্ষ্মীর অনুবর্ত্তিনী হ'য়ে।

বিপাশা

চুপ করো, চুপ করো। দুঃখের কথা মনে করিয়ে দিয়ো না। রাজকন্যা তখন বালিকা, বয়েস ষোলো। খুড়ো মহারাজ এসে ব'ল্‌লেন বিজয়ীর কাছে আত্ম-সমর্পণ ক'র্‌তে হবে, নইলে সন্ধি অসম্ভব। রাজকুমারী আগুন জ্বালিয়ে ঝাঁপ দিয়ে ম'র্‌তে গিয়েছিলেন। পুরবৃদ্ধরা এসে ব'ল্‌লে, মা, রক্ষা করো, যে-পাণি মৃত্যুবর্ষণ ক'র্‌চে তোমার পাণি দিয়ে তাকে অধিকার করো—শান্তি হোক্‌।

নরেশ

কিন্তু সেদিনকার কোনো গ্লানি তো মহারাণীর মনে নেই। প্রসন্ন মহিমায় সিংহাসনে তাঁর আপন স্থান নিয়েচেন।

বিপাশা

মহাদুঃখ ভোলবার মতোই মহাশক্তি তাঁর, তিনি-যে সতী-লক্ষ্মী। মৃত্যুর জন্মে যে-আগুন জ্ব'লেছিলো তাকে সাক্ষী ক'রে তাঁর বিবাহ। তিনদিন কৈলাস-নাথের মন্দিরে ধ্যানে ব'সে উপবাস ক'রে নিজেকে শুদ্ধ ক'রে নিয়েচেন। অসহ্য অপমানকে নিঃশেষে নিজের মধ্যে দগ্ধ ক'রে নিয়ে তবে এলেন তোমাদের ঘরে। বীরাঙ্গনার ক্ষমা যদি না থাকতো তবে আগুন ধ'র্তো তোমাদের সিংহাসনে।

নরেশ

জানো, বিপাশা, ঐ বীরাঙ্গনা আপন মহিমাচ্ছটায় কাশ্মীরের দিকে আমাদের হৃদয়ের একটি দীপ্যমান ছায়াপথ এঁকে দিয়েচেন। জালন্ধরের যুবকদের মন তিনি উদাস ক'রেচেন ঐ কাশ্মীরের মুখে। তিনি তাদের ধ্যানের মধ্যে জাগিয়ে তুলেচেন একটি অপরূপ জ্যোতির্মূর্ত্তি। তুমি জানো না জালন্ধর থেকে কত পাগল গেচে ঐ কাশ্মীরে, খুঁজ্তে তাদের সাধনার ধনকে।

বিপাশা

হায়রে, এ তো যুদ্ধ করা নয়। ওখানে তোমাদের

অস্ত্র চল্‌বার রাস্তা থাকৃতেও পারে কিন্তু হৃদয়-জয়ের পথ ওদিকে বন্ধ ক'রে দিয়েচো তোমাদের বর্ব্বরতা দিয়ে।

নরেশ

সাধনা ক'র্‌তে হবে—তাতেও তো আনন্দ আছে।

বিপাশা

তা করো, কিন্তু সিদ্ধির আশা ছেড়ে দাও।

নরেশ

সিদ্ধি হবেই, আমি এক্‌লাই তা প্রমাণ ক'র্‌বো—কাশ্মীর পর্য্যন্ত না গিয়ে!

বিপাশা

তোমার যত বড়ো অহঙ্কার তত বড়োই হুরাশা।

নরেশ

দুরাশাই আমার, সেই আমার অহঙ্কার। আমার আকাঙ্ক্ষা পর্ব্বতের দুর্গম-শিখর। সেখানে প্রভাতের দুর্লভ তারাকে দেখি—ভোরের স্বপ্নে।

বিপাশা

তোমাদের কবির কাছে পাঠ মুখস্থ ক'রে এলে বুঝি!

নরেশ

প্রয়োজন হয় না। বাইরে যার কাছ থেকে পাই

কঠোর কথা, অন্তরে সেই দেয় বাণীর বর, গোপনে। যদি সাহস দাও তা'র নামটি তোমাকে বলি।

বিপাশা

কাজ নেই অত সাহসে।

নরেশ

তবে থাক্। কিন্তু এই পদ্মের কুঁড়ি, এ'কে নিতে দোষ কি? এও তো মুখ ফুটে কিছু বলে না।

বিপাশা

না, নেবো না।

নরেশ

কাশ্মীরের সরোবর থেকে এর মূল এনেছিলুম। অনেকদিন অনেক দ্বিধার পরে দেখা দিয়েচে তা'র এই কুঁড়িটি। মনে হ'চ্চে আমার সৌভাগ্য তা'র প্রথম নিদর্শন-পত্রটি পাঠিয়েচে—এর মধ্যে একজনের অদৃশ্য স্বাক্ষর আছে। নেবে না? এই রেখে গেলুম তোমার পায়ের কাছে।

(প্রস্থানোদ্যম)

বিপাশা

শোনো, শোনো, আবার ব'লচি তোমরা কাশ্মীর জয় করো নি।

নরেশ

নিশ্চয় ক'রেচি। সেজন্যে রাগ ক'র্‌তে পারো, অবজ্ঞা ক'র্‌তে পার্‌বে না। জয় ক'রেচি।

বিপাশা

ছল ক'রে।

নরেশ

না, যুদ্ধ ক'রে।

বিপাশা

তাকে যুদ্ধ বলে না।

নরেশ

হাঁ, যুদ্ধই বলে।

বিপাশা

সে জয় নয়।

নরেশ

সে জয়ই।

বিপাশা

তবে ফিরিয়ে নিয়ে যাও তোমার পদ্মের কুঁড়ি।

নরেশ

ফিরিয়ে নেবার সাধ্য আমার নেই।

বিপাশা

এ আমি কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌বো !

নরেশ

পারো তো ছিঁড়ে ফেলো—কিন্তু আমি দিয়েচি আর তুমি নিয়েচো, এ-কথা রইলো বিধাতার মনে—চিরদিনের মতো।

[প্রস্থান

সুমিত্রার প্রবেশ

সুমিত্রা

পদ্মের কুঁড়ি-হাতে এক্‌লা দাঁড়িয়ে কী ভাব্‌চিস্‌, বিপাশা ?

বিপাশা

মনে-মনে ফুলের সঙ্গে ক'র্‌চি ঝগড়া।

সুমিত্রা

সংসারে তোর ঝগড়া আর কিছুতেই মিট্‌তে চায় না। কিসের ঝগড়া ?

বিপাশা

ওকে ব'ল্‌চি, তুমি কাশ্মীরের ফুল, এখানেও তোমার মুখ প্রসন্ন কেন ? অপমান এত সহজেই ভুলেচো ?

সুমিত্রা

দেবতার ফুল মানুষের অপরাধ যদি মনে রাখ্‌তো তাহ'লে মরু হ'তো এই পৃথিবী।

বিপাশা

তুমিই সেই দেবতার ফুল, মহারাণী, কিন্তু কাঁটাও দেবতারি সৃষ্টি। সত্যি ক'রে বলো, কাশ্মীরের 'পরে যে-অন্যায় হ'য়েচে সে কখনো তোমার মনে পড়ে না? —চুপ্‌ ক'রে রইলে-যে?—উত্তর দেবেনা? তোমার মাতৃভূমির দোহাই, এর একটা উত্তর দাও!

সুমিত্রা

সেই আমার মাতৃভূমিরই দোহাই, আমাকে কেবল এই একটিমাত্র কথাই মনে রাখ্‌তে দে, যে, আমি জালন্ধরের রাণী।

বিপাশা

আর যা ভুল্‌তে পারো ভুলো, কখনো ভুল্‌তে দেবো না যে, তুমি কাশ্মীরের কন্যা।

সুমিত্রা

ভুলিনে। তাই কাশ্মীরকে স্মরণ ক'রেই কর্ত্তব্যের গৌরব রাখ্‌তে হবে। নইলে এখানে কি দেহে মনে দাসীর কলঙ্ক মাখ্‌বো?

বিপাশা

সে-কথা প্রতিদিন বুঝ্‌তে পার্‌চি, মহারাণী। কাশ্মীরকে জয় ক'রেচো এদের হৃদয়ে। আমি তো কেউ না, তবু তোমার মহিমার আলোতেই এরা আমাকে সুদ্ধ যে-চোখে দেখ্‌চে কাশ্মীরের কারো চোখে তো সে-মোহ লাগেনি।

সুমিত্রা

বিনয় ক'র্‌চিস্‌ বুঝি?

বিপাশা

বিনয় না, মহারাণী। আমি আপনাতে আপনি বিস্মিত। হেসো না তুমি, এরা আমাকে উদ্দেশ ক'রে যে-সব কথা আজকাল ব'লে থাকে কাশ্মীরের ভাষাতে সে-সব কথা আছে ব'লে অন্তত আমার জানা নেই।

সুমিত্রা

যে-ভোর বেলায় এখানে চ'লে এলি তখনো তোর কানে কাশ্মীরের ভাষা সম্পূর্ণ জাগ্‌বার সময় হয় নি। তবু কাকলি একটু আধটু আরম্ভ হ'য়েছিলো, সে-কথা আজ বুঝি স্মরণ নেই? যাই হোক্‌ এখনো-যে উৎসবের সাজ করিস্‌ নি।

বিপাশা

সাজ স্থরু ক'রেছিলেম এমন সময় কে একজন এসে ব'ল্‌লে ওরা কাশ্মীর জয় ক'রেচে। কবরী থেকে ফেলে দিয়েচি মালা, আমার রক্তাংশুক লুটচ্চে শিরীষ বনের পথে।

স্থমিত্রা

সে-জায়গাটাকে তুই বনের পথ বলিস্‌? এখানে আস্‌বার সময় তোর রক্তাংশুক-যে একজনের মাথায় দেখ্‌লুম।

বিপাশা

ঐ দেখো, মহারাণী, লজ্জা নেই, এখানকার যুবক-দের অভ্যাস খারাপ, ওটা চুরি!

স্থমিত্রা

আমার সন্দেহ হ'চ্চে চুরি-বিদ্যা শেখাবার জন্যেই চোরের রাস্তায় তোর রক্তাংশুক প'ড়ে থাকে। শুনেচি তা'র বিদ্যা সম্পূর্ণ হ'য়েচে, এবার তা'র চুরির শেষ পরীক্ষা হবে, তোর উপর দিয়ে।

বিপাশা

রাজার আজ্ঞা না কি?

সুমিত্রা

যাঁর আজ্ঞা তাঁর বেদী সাজাবি চল্। ঐ পদ্মের কুঁড়িটিই তোর প্রথম অর্ঘ্য হোক্।

বিপাশা

তবে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সত্য ক'রে বলো। মকরকেতনের পূজায় আজ রাত্রে যে-উৎসব হবে তাতে তোমার উৎসাহ আছে?

সুমিত্রা

মহারাজের আদেশ।

বিপাশা

সে তো জানি। কিন্তু তোমার নিজের মন কী বলে?—চুপ ক'রে থাক্‌বে?

সুমিত্রা

হাঁ চুপ ক'রেই থাক্‌বো।

বিপাশা

আচ্ছা বেশ। কিন্তু একটা প্রশ্ন এতদিন তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে সাহস করিনি—আজ জিজ্ঞাসা ক'রবোই—চুপ ক'রে থাক্‌লে চ'ল্‌বে না।

সুমিত্রা

কী প্রশ্ন তোর?

বিপাশা

সত্যই কি তুমি মহারাজকে ভালোবাসো? ব'ল্‌তেই হবে আমাকে।

সুমিত্রা

হাঁ, ভালোবাসি। উত্তর শুনে চুপ ক'রে রইলি-যে!

বিপাশা

তবে সত্য কথা বলি তোমাকে। আর কিছুদিন আগে এ প্রশ্নও আমার মনে আস্‌তো না, উত্তর শুন্‌লেও মেনে নিতুম।

সুমিত্রা

আজ নিজের মনের সঙ্গে মনে-মনে মিলিয়ে দেখ্‌চিস্‌ বুঝি!

বিপাশা

তা তোমাকে লুকোবো না, সবই তুমি জানো— মিলিয়ে দেখ্‌চি বই কি, কিন্তু ঠিক মেলাতে পার্‌চিনে।

সুমিত্রা

কী ক'রে বুঝ্‌লে? প্রজা-রক্ষার করুণায় কাশ্মীরের অসম্মান স্বীকার ক'রে যেদিন আমি মহারাজের কাছে আত্ম-সমর্পণ ক'র্‌তে সম্মত হ'য়েছিলুম তখন তিন দিন

ধ'রে কৈলাসনাথের মন্দিরে কিসের জন্যে তপস্যা ক'রেচি ?

বিপাশা

আমি হ'লে জালন্ধরের বিনিপাতের জন্যে তপস্যা ক'র্তুম।

সুমিত্রা

এই শক্তি চেয়েছিলুম, রুদ্রের প্রসাদে আমার বিবাহ যেন ভোগের না হয়। জালন্ধরের রাজগৃহে আমি কোনোদিন কিছুর জন্যেই যেন লোভ না করি ; তবেই আমাকে অপমান স্পর্শ ক'রতে পার্বে না।

বিপাশা

কোনোদিন তোমার মন বিচলিত হয়নি, মহারাণী ?

সুমিত্রা

প্রতিদিন হ'য়েচে—হাজারবার হ'য়েচে।

বিপাশা

মাপ করো, মহারাণী, আমার সন্দেহ হয় তুমি তাঁকে অবজ্ঞা করো।

সুমিত্রা

অবজ্ঞা ! এমন কথা বলিস্‌নে, বিপাশা। ওঁর মধ্যে তুচ্ছ কিছুই নেই। প্রচণ্ড ওঁর শক্তি—সে-শক্তিতে

বিলাসের আবিলতা নেই, আছে উল্লাসের উদ্দামতা। আমি যদি সেই কূল-ভাঙা বন্যার ধারে এসে দাঁড়াতুম, তা হ'লে আমার সমস্ত কোথায় ভেসে যেতো, ধর্ম্ম কর্ম্ম, শিক্ষা দীক্ষা। ঐ শক্তির দুর্জ্জয়তাকে অহরহ ঠেকাতে গিয়েই আমার মন এমন পাষাণ হ'য়ে উঠলো। এত অজস্র দান কোনো নারী পায় না— এই দুর্লভ সৌভাগ্যকে প্রত্যাখান করবার জন্যে নিজের সঙ্গে আমার এমন দুর্ব্বিষহ দ্বন্দ্ব। মহারাজকে যদি অবজ্ঞা ক'র্‌তে পার্‌তুম তাহ'লে তো সমস্তই সহজ হ'তো। অন্তরে বাহিরে আমার দুঃখ-যে কত দুঃসহ তা তিনিই জানেন যাঁর কাছে ব্রত নিয়েছিলুম।

বিপাশা

ব্রত যেন রাখলে, মহারাণী—কিন্তু ভালোবাসা!

সুমিত্রা

কী বলিস্, বিপাশা! এই ব্রতই তো আমার ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রেখেচে—নইলে ধিক্কারের মধ্যে তলিয়ে যেতো সে। প্রেম যদি লজ্জার বিষয় হয় তবে তা'র চেয়ে তা'র বিনাশ কী হ'তে পারে! আমার প্রেমকে বাঁচিয়েচেন তপস্বী মৃত্যুঞ্জয়। বিবাহের

হোমাগ্নি থেকে আমার এ প্রেম গ্রহণ ক'রেচি—আহুতির আর অন্ত নেই।

বিপাশা

নিষ্ঠুর তোমার দেবতা, আমি কিন্তু তাঁকে মান্‌তে পার্‌তুম না।

সুমিত্রা

কী ক'রে জান্‌লি? তিনি ডাক দিলেই তোকেও মান্‌তে হ'তো। কিন্তু বিপাশা, ব্রতের কথা প্রকাশ করা অপরাধ, আজ অন্যায় ক'র্‌লুম, ক্ষমা করুন আমার ব্রত-পতি।—

বিপাশা

আমাকে ক্ষমা করো, মহারাণী। কিন্তু কোথায় চ'লেচো?

সুমিত্রা

দেবদত্ত ঠাকুরের কাছে শুন্‌লুম উৎসব উপলক্ষ্যে দূরের থেকে প্রজারা এসেচে। আজ মন্দিরের বাগানে তা'রা দর্শন পাবে। রাজা সেই সংবাদ পেয়ে শুন্‌চি দ্বার রুদ্ধ কর্‌বার আদেশ ক'রেচেন।

বিপাশা

তুমি কি সে দ্বার খোলাতে পার্‌বে?

সুমিত্রা

হয়তো পার্‌বো না। তবুও দেখ্‌তে যা:বো যদি কোনোখানে তা'র কোনো ফাঁক থাকে।

বিপাশা

দ্বার রোধ কর্‌বার বিদ্যায় এরা এত নিপুণ, যে, তা'র মধ্যে কোনো ত্রুটিই তুমি পাবে না—এ আমি ব'লে দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

রত্নেশ্বরের দ্রুত প্রবেশ

রত্নেশ্বর

ঠাকুর, দেবদত্ত ঠাকুর!

দেবদত্ত

আমাকে ডাক পেড়ে আমাকে শুদ্ধ বিপদে ফেল্‌বে দেখ্‌চি। কেন কী হ'য়েচে।

রত্নেশ্বর

রাজার কাছে অপরাধী। তা'র প্রহরীকে প্রহার ক'রে এখানে এসেচি।

দেবদত্ত

প্রহার ক'রেচো? শুনে শরীর পুলকিত হ'লো। এমন উগ্র পরিহাসের ইচ্ছা হঠাৎ কেন তোমার মনে উদয় হ'লো?

রত্নেশ্বর

উৎসবে রাজার দর্শন মিল্‌বে আশা ক'রেই বহু কষ্টে রাজধানীতে এসেচি। দ্বারী ব'ল্‌লে উৎসবের দ্বার বন্ধ। তাই তাকে মার্‌তে হ'লো। অভিযোগ ক'র্‌তে এলে যদি সাক্ষাৎ না মেলে অপরাধ ক'র্‌লে অন্তত সেই উপলক্ষ্যে তো রাজার সাম্‌নে পৌঁছবো।

দেবদত্ত

কোথাকার মূর্খ তুমি! তুমি কি মনে করো, বুধকোটের গোঁয়ারের হাতে রাজার প্রহরী মার খেয়েচে এ কথা সে ম'রে গেলেও স্বীকার ক'র্‌বে? তা'র স্ত্রী শুন্‌লে-যে ঘরে ঢুক্‌তে দেবে না।

রত্নেশ্বর

ঠাকুর, অনেক দূর থেকে এসেচি।

দেবদত্ত

এখনো অনেক দূরেই আছ। রাজার দর্শন কি সহজে মেলে? যোজন গণনা ক'রেই কি দূরত্ব?

রত্নেশ্বর

গ্রামের মানুষ, রাজদর্শনের রীতিনীতি বুঝিনে সেই জেনেই মহারাজ দয়া ক'র্‌বেন।

দেবদত্ত

নিজের বুদ্ধি থেকে বাহুবলে রাজদর্শনের যে-রীতি তুমি উদ্ভাবন ক'রেচো সেটা রাজধানীতে বা রাজসভায় প্রচলিত নেই। পারিষদ-বর্গের জন্মে দর্শনী কিছু এনেচো কি?

রত্নেশ্বর

আর কিছুই আনিনি আমাব অভিযোগ ছাড়া, কিছু নেইও।

দেবদত্ত

গ্রামের মানুষ তা বুঝতে পার্‌চি।

রত্নেশ্বর

কিসে বুঝ্‌লে ঠাকুর?

দেবদত্ত

এখনো এ শিক্ষা হয়নি যে, রাজা তোমাদের মুখ থেকে শুনতে চান রাজ্যে সমস্তই ভালো চ'ল্‌চে, সত্যযুগ, রাম-রাজত্ব।

রত্নেশ্বর

সমস্তই যদি ভালো না চলে ?

দেবদত্ত

তাহ'লে সেটা গোপন না ক'র্‌লে আরো মন্দ চ'ল্‌বে। রাজাকে অপ্রিয় কথা শোনানো রাজদ্রোহিতা।

রত্নেশ্বর

আমাদের প্রতি যদি উৎপাত হয় ?

দেবদত্ত

হয় যদি তো সে তোমাদের প্রতিই হ'লো। রাজাকে জানাতে গেলে উৎপাত হবে রাজার প্রতি।

রত্নেশ্বর

ঠাকুর, সন্দেহ হ'চ্চে পরিহাস ক'র্‌চো।

দেবদত্ত

পরিহাস করেন ভাগ্য। বর্ত্তমান অবস্থাটা বুঝিয়ে বলি। আজ ফাল্গুনের শুক্লাচতুর্দ্দশী। এখানে চন্দ্রোদয়ের মুহূর্ত্তে কেশর-কুঞ্জে ভগবান মকরকেতনের পূজা, রাজার আদেশ। নাচগান বাজনা অনেক হবে, তা'র সঙ্গে তোমার কণ্ঠস্বর একটুও মিল্‌বে না।

রত্নেশ্বর

না মিলুক, কিন্তু রাজার চরণ মিল্‌বে।

দেবদত্ত

রাজসভায় রাজাকে পাওয়াই হ'চ্চে পাওয়া, অস্থানে তাঁর অরাজকত্ব। অপেক্ষা করো, কাল নিজে তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো।

রত্নেশ্বর

ঠাকুর, তোমাদের সবুর সয়। আমার-যে সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে যাচ্চে, প্রত্যেক মুহূর্ত্ত অসহ্য। আমাদের সব চেয়ে দুর্ভাগ্য এই যে, যম-যন্ত্রণাও যখন পাই, অপমানের শূলের উপর যখন চ'ড়ে থাকি তখনো অপেক্ষা ক'রে থাক্‌তে হয় রাজশাসনের জন্যে, নিজের হাত পঙ্গু। ধিক্ বিধাতাকে।

দেবদত্ত

এখন একটু থামো, ঐ মহারাণী আস্‌চেন। ওঁর কাছে আর্ত্তনাদ ক'রে ধৃষ্টতা ক'রোনা।

রত্নেশ্বর

আমার সৌভাগ্য, আপনি এসেচেন মহারাণী, সমস্ত রাস্তা ওঁরি তো দর্শন কামনা ক'রে এসেচি।

দেবদত্ত

যিনি দুঃখ পা'ন তাঁকেই দুঃখ দিতে চাও তোমরা? জানো না, বিচারের ভার ওঁর 'পরে নেই, রাজ্যশাসন করেন রাজা।

রত্নেশ্বর

মহারাণী মা !

স্থমিত্রার প্রবেশ

স্থমিত্রা

কী বৎস, তুমি কে ?

দেবদত্ত

ও কেউ না, নাম রত্নেশ্বর, এসেচে বুধকোট থেকে ; এর বেশি ওর পরিচয় নেই। পায়ের ধূলো নিয়েই চ'লে যাবে। হ'লো তো দর্শন—চল্‌ এখন ঘরে, আমার ব্রাহ্মণীর প্রসাদ পাবি।

স্থমিত্রা

বুধকোট, সে তো শিলাদিত্যের শাসনে। বলো দেখি তা'র ব্যবহার কী রকম ?

দেবদত্ত

মহারাণী, এ সব প্রশ্ন এখানকার কোকিলের ডাকের মধ্যে ভালো শোনাচ্চে না। আমি ওকে কালই নিজে রাজসভায় নিয়ে যাবো।

রত্নেশ্বর

রাজসভা ! মহারাণী, সেখানে কোনো আশা নেই ব'লেই এই উৎসবের প্রাঙ্গণে অভিযোগ এনেচি।

সুমিত্রা

কেন আশা নেই ?

রত্নেশ্বর

শিলাদিত্য স্বয়ং রাজধানীতে উপস্থিত, আমাদের কান্না চাপা দেবার জন্যে। তিনি বসেন রাজার কানের কাছে, আমরা থাকি দূরে।

সুমিত্রা

কোনো ভয় নেই তোমার, কী ব'ল্‌তে চাও আমার কাছে বলো।

দেবদত্ত

অমন আশ্বাস দিয়ো না ওকে, সমূহ ভয় আছে। এতক্ষণ চেষ্টা ক'রেচি তা'র থেকেই ওকে বাঁচাতে।

সুমিত্রা

না, না, ঠাকুর, ওকে ব'ল্‌তে দাও ?

দেবদত্ত

মহারাণী, অনেক গ্রন্থি পাকিয়েচো আবার আর একটা বাড়াতে চ'ল্‌লে। আচ্ছা, রত্নেশ্বর, ব'লে যাও।

রত্নেশ্বর

সতীতীর্থ ভৃগুকূট পাহাড়ের তলে। আমাদেরই

রাজকুলের মহিষী মহেশ্বরী সেখানে স্বামীর অনুমৃতা হ'য়েছিলেন, সে আজ পাঁচশো বছরের কথা।

সুমিত্রা

সেই সতী-কাহিনী তো ভাটের মুখে শুনেচি আমার বিবাহ দিনে।

রত্নেশ্বর

তাঁরই সিঁদূরের কৌটো সেখানে সমাধিমন্দিরে।

সুমিত্রা

সেই কৌটোর সিঁদূর বিবাহকালে আমিও প'রেচি।

রত্নেশ্বর

আমাদের মেয়েরা তীর্থে যায়, সেই কৌটোর সিঁদূর মাথায় পরে পুণ্য কামনায়। এতকাল কোনো বাধা হয়নি।

সুমিত্রা

এখন কি বাধা ঘ'টেচে ?

রত্নেশ্বর

হাঁ, মহারাণী।

সুমিত্রা

কিসের বাধা ?

রত্নেশ্বর

শিলাদিত্য তীর্থদ্বারে কর ব'সিয়েচে। দরিদ্র মেয়েদের পক্ষে দুঃসাধ্য হ'লো। হাত থেকে তাদের কঙ্কণ কেড়ে নিয়ে কর আদায় হ'চ্চে।

সুমিত্রা

কী ব'ল্‌লে! মহারাজের সম্মতি আছে এতে?

রত্নেশ্বর

রাজকার্য্যের রহস্য জানিনে, মা, কথা কইতে সাহস হয় না।

সুমিত্রা

ঠাকুর, বলো, এতে মহারাজের সম্মতি আছে?

দেবদত্ত

সম্মতির প্রয়োজন হয় না, এতে আয়বৃদ্ধি আছে।

সুমিত্রা

সত্য ক'রে বলো, এই অর্থ রাজকোষ গ্রহণ করে?

দেবদত্ত

সেদিন সভাপণ্ডিত ব্যাখ্যা ক'রে ব'লেছিলেন অগ্নি যা গ্রহণ করেন তাতে মলিনতা থাকে না, রাজার কর সেই অগ্নি।

সুমিত্রা

আমি পণ্ডিতের ব্যাখ্যা শুনতে চাইনে—বলো এই অর্থ রাজকোষে আসে ?

দেবদত্ত

নিয়ম-রক্ষার জন্যে কিছু আসে বই কি, কিন্তু অনিয়মের কবলটা তা'র চেয়ে অনেক বড়ো, বেশির ভাগ তলিয়ে যায় সেই গহ্বরে। মহারাণী, অনেক পাপীর উচ্ছিষ্ট রাজকোষে জমা হয়।

রত্নেশ্বর

মা, এটুকু কথা নিয়ে দুঃখ ক'রো না—আমাদের অন্ন সম্বল অল্প, তা'র কান্না কেঁদে কেঁদে আমাদের স্বর ক্লান্ত। সেই সম্বলকে যখন কেউ স্বল্পতর করে তখন তা নিয়ে অভিযোগ করা আমরা ছেড়ে দিয়েচি। কিন্তু আমাদেরও মর্ম্মস্থান আছে, সেখানে রাজায় প্রজায় ভেদ নেই; সেখানে যদি রাজা হাত দেন সে আমাদের সইবে না।

সুমিত্রা

বলো সব কথা। ভয় ক'রো না।

রত্নেশ্বর

আমরা অত্যন্ত ভীরু, মহারাণী, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখে আমাদেরও ভয় ভেঙে যায়। সেই জন্যেই এমন ক'রে

চ'লে আসতে পেরেচি। গ্লানি বিপদ সাংঘাতিক কিন্তু বিপদের চেয়ে যেখানে গ্লানি দুঃসহ সেখানে আমাদের মতো দুর্ব্বলও বিপদকে গ্রাহ্য করে না। না খেয়ে মরার দুঃখ কম নয় কিন্তু এমন অবস্থা আছে যখন বেঁচে থাকার মতো দুঃখ আর নেই।

সুমিত্রা

সে-কথা আমিও বুঝি। যা তোমার বলবার আছে সব তুমি আমার কাছে বলো।

রত্নেশ্বর

তীর্থদ্বারে কর সংগ্রহের জন্যে রাজার অনুচর নিযুক্ত, সুন্দরী মেয়েদের বিপদ ঘ'ট্‌চে প্রতিদিন।

সুমিত্রা

সর্ব্বনাশ! সত্য ব'ল্‌চো?

রত্নেশ্বর

যে-কথা নিয়ে মানুষ ম'র্‌তে প্রস্তুত হয়, আমি সেই কথা শুধু মুখে ব'ল্‌তে এসেচি মহারাণী, এই আমার লজ্জা। আমার ছোটো বোন গিয়েছিলো তীর্থে, হতভাগিনী আজো ফেরেনি।

সুমিত্রা

এও তুমি সহ্য ক'রেচো?

রত্নেশ্বর

সহ্য ক'র্‌বো না, সেই পণ ক'রেই বেরিয়েচি। নিজের হাতেই দণ্ড তুল্‌তে হবে কিন্তু তা'র আগে রাজদণ্ডের শেষ দোহাই পেড়ে যাবো। তা'র পরে ধর্ম্মই জানেন, আর আমিই জানি!

সুমিত্রা

এই সমস্ত কি শিলাদিত্যের জ্ঞাতসারে?

রত্নেশ্বর

তাঁরি ইচ্ছাক্রমে।

সুমিত্রা

ঠাকুর, সত্য ক'রে বলো, রাজার কানে এ-কথা কি আজো ওঠেনি?

দেবদত্ত

তোমার কাছে কোনোদিন মিথ্যা বলিনি, আজো ব'ল্‌বো না। রত্নেশ্বর, তোমার আবেদন হ'লো, এখন যাও, ঐ আমার কুটীর দেখা যাচ্চে।

[রত্নেশ্বরের প্রস্থান

সুমিত্রা

ঠাকুর, রাজার কাছে এই অভিযোগ আসেনি?

দেবদত্ত

হাঁ এসেচে। মন্ত্রী দ্বিধা ক'রেছিলেন, আমি স্বয়ং জানিয়েচি।

সুমিত্রা

ফল কী হ'লো?

দেবদত্ত

শুনে লাভ নেই। রাজারা যখন অন্যায় করেন তখন তা'র সমর্থনের জন্যে অতি ভীষণ হ'য়ে ওঠেন।

সুমিত্রা

ঠাকুর, ভীষণতা অন্যায়ের ছদ্মবেশ; ভয় ক'রে তাকে যেন সম্মান না করি। অন্যায়কারীকে ক্ষুদ্র ব'লেই জানতে হবে—অতি ক্ষুদ্র—তা'র হাতে যত বড়ো একটা দণ্ড থাক্। তাকে যদি ভয় করি তবে তা'র চেয়েও ক্ষুদ্র হ'তে হবে। শিলাদিত্য উৎসবের নিমন্ত্রণে রাজধানীতে এসেচে?

দেবদত্ত

হাঁ, এসেচে।

সুমিত্রা

মন্ত্রীকে আদেশ করো তা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে চাই।

দেবদত্ত

মহারাণী!

সুমিত্রা

তুমি যা ব'ল্‌বে আমি তা সব জানি, সমস্ত জেনেই ব'ল্‌চি আজ তা'র সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হওয়া চাই!

দেবদত্ত

আগে উৎসব সমাধা হোক্!

সুমিত্রা

এ পাপের বিচার না হ'লে আজ উৎসব হ'তেই পার্‌বে না।

দেবদত্ত

মহারাণী, সাবধান হবার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে।

সুমিত্রা

আমাকে নিবৃত্ত ক'রো না। একদিন আগুনে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলুম, সুবিজ্ঞের পরামর্শে নিবৃত্ত হ'য়েচি। তখনি সঙ্কল্প রক্ষা ক'র্‌লে এত অমঙ্গল ঘ'ট্‌তো না এ জগতে। শিলাদিত্যের বিচার যদি না হয় তাহ'লে এ রাজত্বে রাণী হবার লজ্জা আমি সইবো না। ঐ-যে গর্জ্জন শুন্‌তে পাচ্চি দ্বারের বাইরে।

দেবদত্ত

দয়ামযী, কতটুকুই বা শুনলে! সবটা কানে উঠ্‌লে কান বধির হ'য়ে যেতো। যে-নিঃসহায়দের সাম্‌নে সকল দ্বার রুদ্ধ তাদের কণ্ঠও রুদ্ধ থাকে তাইতো আছি আমরা আরামে। বাধা আজ অল্প-একটু বুঝি স'রেচে—তাই গুম্‌রে-ওঠা দুঃখ-সমুদ্রের ধ্বনি সামান্য-একটু শোনা গেল।

সুমিত্রা

ঠাকুর, বাধা আছে তো আছে—কিন্তু তা'র সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আর্ত্তনাদ ক'র্‌চে কেন, ভীরু সব! বিধাতা যাদের অবজ্ঞা করেন তাদের দয়া করেন না তাও কি এরা জানে না? দ্বার ভেঙে ফেলুক্ না। বিচার ভয়ে-ভয়ে চায় ব'লেই তো ওরা বিচার পায় না। রাজা যত বড়ো জোরের সঙ্গে ওদের কাছে কর দাবি করে, তত বড়ো জোরের সঙ্গেই ওদের বিচার চা'বার অধিকার। ধর্ম্মের বিধান মানুষের অনুগ্রহের দান নয়। আমাকে নিয়ে চলো, ঠাকুর, ওদের মাঝখানে।

দেবদত্ত

মহারাণী, তোমার নিজের জায়গায় থাক্‌লেই ওদের

বাঁচাতে পারবে ; তোমার আসন যেখানে তোমার শক্তি সেইখানেই।

সুমিত্রা

আমার আসন ! আমার আসন আমি পাইনি। অহর্নিশি সেই শূন্যতা সইতে পারচি নে। মন কেবলি ব'ল্‌চে, রুদ্র-ভৈরবের পায়ের কাছেই আমার স্থান,—দেখিয়ে দিন্ তিনি পথ, ভেঙে দিন্ তিনি বিঘ্ন, ব্যর্থতার অপমান থেকে সেবিকাকে উদ্ধার করুন।

[উভয়ের প্রস্থান

নরেশ ও বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা

রাজকুমার, এত উত্তেজনা কিসের ?

নরেশ

শান্তি নেই, বিপাশা, শান্তি নেই।

বিপাশা

কেন, কী হ'লো ?

নরেশ

কুক্ষণে মহারাজ কাশ্মীর জয় ক'র্‌তে গিয়েছিলেন।

পাপ-গ্রহকে অভ্যর্থনা ক'রে এনেচেন রাজ্যের মধ্যে, পাপের নৈবেদ্যে তাকেই পুষ্ট ক'রে তুলেচেন। আজ মনে যতই সংশয় আসচে ততই সেটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় সর্ব্বনাশের আগুনে হাওয়া জোগাচ্চেন।

বিপাশা

সত্যি কথা ব'ল্‌বো! তোমাদের দুর্গতি যতই এগচ্চে ততই আমি খুসি হ'চ্চি।

নরেশ

এমন কথা কী ক'রে ব'ল্‌তে পার্‌লে, বিপাশা!

বিপাশা

এই জন্যে পার্‌লুম যে, জানি দুর্য্যোগের আয়োজন যখন সম্পূর্ণ হবে তখন একা আমাদেরি মহারাণীর শক্তি আছে তা'র থেকে তোমাদের রাজ্যকে বাঁচাতে। সেইটে দেখে খুব একটা উচ্চহাসি হেসে তবে আমি কাশ্মীরে ফির্‌বো। তা'র আগে চলো, দেখ্‌বে তোমাদের মীনকেতুর বেদী-সজ্জা, আমার নিজের হাতের রচনা।

নরেশ

বিপাশা, তোমার কাছে গোপন ক'র্‌বো না— বিপদের জাল চারিদিকে ঘিরে আস্‌চে, গ্রন্থির পর গ্রন্থি,

তারি মাঝখানে নিশ্চিন্ত ব'সে আছেন আমাদের স্বেচ্ছান্ধ-মহারাজ,—প্রস্তুত হ'তে হবে আমাদেরি—আর সময় নেই।

বিপাশা

অতএব ?

নরেশ

অতএব এই বেলা তোমার মুখে একটা গান শুনে নিতে চাই।

বিপাশা

আমার গান, বিপদের ভূমিকায় ?

নরেশ

বাঁশির স্বরে সাপের জড়তা ঘোচে, তোমার গানে আমার তরবারি জেগে উঠ্‌বে।

বিপাশা

যুদ্ধের গান চাই ?

নরেশ

না, সে-গান আমার অস্থিমজ্জায় আছে, আমি ক্ষত্রিয়।

বিপাশা

তবে ?

নরেশ

তুমি জানো কোন্ গানটা আমি ভালোবাসি।

বিপাশা

উৎসবের সময় তো গাইতেই হবে, তখন শুনো।

নরেশ

সেই তখনটা ধরা দেবে কিনা জানিনে, হাতে আছে কেবল এই এখন—এইটুকুর 'পরে নামুক্ তোমার সুধা-কণ্ঠের প্রসাদ।

বিপাশার গান

মন-যে বলে, চিনি চিনি
যে-গন্ধ বয় এই সমীরে।
কে ওরে কয় বিদেশিনী
চৈত্র রাতের চামেলীরে ?
রক্তে রেখে গেছে ভাষা
স্বপ্নে ছিল যাওয়া-আসা
কোন্ যুগে কোন্ হাওয়ার পথে
কোন্ বনে কোন্ সিন্ধুতীরে।

এই সুদূরে পরবাসে
ওর বাঁশি আজ প্রাণে আসে।
মোর পুরাতন দিনের পাখী
ডাক শুনে তা'র উঠ্‌লো ডাকি',
চিত্ততলে জাগিয়ে তোলে
. অশ্রুজলের ভৈরবীরে।

নরেশ

বিপাশা, একটা কথা শুন্‌তে চাই।

বিপাশা

ঐ তো তোমার লুব্ধ স্বভাব। ব'ল্‌লে, একটি গান শুন্‌তে চাই, যেম্‌নি গান শেষ হ'লো রব উঠেচে একটি কথা শুন্‌তে চাই। একটি কথা থেকে দুটি কথা হবে, তা'র পর আমার কাজের বেলা যাবে চ'লে। আমি যাই।

নরেশ

শোনো, শোনো, একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও। ঐ-যে গাইলে ওটা কি সত্য? প্রবাসে বাঁশি কি বেজেচে?

বিপাশা

অরসিক, কথা দিয়ে যার কাছে গান ব্যাখ্যা ক'র্‌তে হয় তাকে গান না শোনানোই ভালো। তুমি-যে অলঙ্কার শাস্ত্রের ছাত্রদেরও ছাড়িয়ে উঠ্‌লে।

নরেশ

তবে থাক্ ব্যাখ্যা, গানই আমার যথেষ্ট।

বিপাশা

কিসের ঐ কোলাহল ?

নরেশ

দ্বারীরা উদ্যানের বাইরে জনতাকে ঠেকিয়েচে।

বিপাশা

উৎসবে তাদের অধিকার নেই ?

নরেশ

মহারাজের নিষেধ।

বিপাশা

রাজার সঙ্গে প্রজার বিচ্ছেদ, আজ কি এই নিয়েই উৎসব ?

নরেশ

মকরকেতুর উৎসবের ঐটেই হ'লো প্রধান অঙ্গ।

বিপাশা

আচ্ছা, রাজা তো প্রজার সঙ্গ ছাড়্‌লেন, কিন্তু রাজা কি ভাব্‌চেন তাঁর রাণীকে সঙ্গিনী পাবেন ?

নরেশ

না পেলে মনের ক্ষোভে কন্দর্প-দহনের পালা অভিনয় ক'র্‌বেন। আমি চল্লুম ঐ দিকে—ওখানে একটা কী সঙ্কটের সৃষ্টি হ'চ্চে।

[উভয়ের প্রস্থান

বিক্রম ও রাজপুরাঙ্গনা কালিন্দীর প্রবেশ

বিক্রম

কালিন্দী !

কালিন্দী

কী মহারাজ।

বিক্রম

কবি যে-স্তবটা লিখে দিয়েচেন অভ্যাস হ'লো ?

কালিন্দী

মহারাজের পরিতোষ হ'লে তবেই বুঝ্‌বো অভ্যাস সম্পূর্ণ হ'য়েচে।

বিক্রম

একটা কথা মনে রেখো কালিন্দী, এর আবৃত্তিতে তেজ চাই। লেখাটার ভিতরে একটা ভাব আছে সেটা তোমার বোঝা চাই।

কালিন্দী

বুঝিয়ে দিন্, মহারাজ!

বিক্রম

মহেশ্বর কন্দর্পকে ভস্ম ক'রেছিলেন, তা'র থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে তুল্‌বে মানুষ। বাঁচাতে গেলে বীর্য্য চাই। আচ্ছা, প্রথম শ্লোকটা তুমি পড়ো, আমি শুনি।

কালিন্দী

ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু,
রুদ্র অগ্নি হ'তে লহো জ্বলদর্চ্চি তনু!
যাহা মরণীয় যাক্ ম'রে,
জাগো চির-স্মরণীয় ধ্যানমূর্ত্তি ধ'রে।
যাহা স্থূল, যাহা ক্লান্ত তব,
অঙ্গ সাথে দগ্ধ হোক্, হও নিত্য-নব!
মৃত্যু হ'তে জাগো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু॥

বিক্রম

আবৃত্তিতে আরো তেজ চাই।

কালিন্দী

মহারাজ, এ কাব্য পুরুষ-কণ্ঠের যোগ্য। নারীর স্বরের সঙ্গে এর সুর মিল্‌চে না।

বিক্রম

সত্য কথা ব'লেচো, কালিন্দী। নারীই নিজের লালিত্যের ছাঁদে মীনকেতুকে দুর্ব্বল ক'রে দিয়েচে। পুরুষ যদি ওকে শক্তি না দেয় তবে সুর-সমাজে ও লজ্জিত হ'য়ে থাক্‌বে।

কালিন্দী

হাঁ মহারাজ, কন্দর্পের উৎসব পুরুষেরই—নারীর উৎসব রুদ্রভৈরবের প্রাঙ্গণে।

বিক্রম

কালিন্দী, তোমার কথাটার মধ্যে গভীর অর্থ আছে। সতী-বিরহে রুদ্র হ'য়েচেন ব্যর্থ, নারীর কাছে তিনি পূর্ণতা চান। আর রতি-বিলাপের অশ্রুজলে অভিষিক্ত কন্দর্পের চিত্ত ক্লিন্ন, তাতেও আন্‌চে ব্যর্থতা। তাকে তা'র পৌরুষ স্মরণ করিয়ে দিতে পুরুষকেই চাই। দ্বিতীয় শ্লোকটা পড়ো।

কালিন্দী

বন্ধু তব দৈত্যজয়ী দেব বজ্রপাণি,
পুষ্পচ্ছলে তাঁরি অগ্নি দাও তুমি আনি'।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ
অন্তরে করুক্ ক্ষুব্ধ দুঃখের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক্ প্রখর,
বিচ্ছেদেরে ক'রে দিক্ দুঃসহ সুন্দর।
মৃত্যু হ'তে ওঠো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু॥

না মহারাজ, ভুল ব'লেছিলুম, কে বলে এ-উৎসব পুরুষের? বীরের প্রেমের জন্যে তপস্যা, সে নারীরই। কন্দর্পের দক্ষিণ বাহুতে আমরা লতার ভঙ্গিমা দেখ্‌তে চাইনে, আমরা তাতে কিণাঙ্ক খুঁজি। মূর্চ্ছাবিষ্ট মদন পুরুষের বীর্য্যবলে জাগ্রত হোক্। নারীর হৃদয়কে সে মুগ্ধ না করুক, করুক জয়! তৃতীয় শ্লোকটা তুমিই পড়ো, মহারাজ, আমার কণ্ঠে ওর ধ্বনি নেই।

বিক্রম

সঙ্কট-বন্ধুর তব দীর্ঘ রাজপথ—
সে-দুর্গমে চলুক্ প্রেমের জয়রথ।

তিমির তোরণ রজনীর
স্পন্দিবে আহ্বানে মোর নির্ঘোষ-গম্ভীর।
যাক্ দূরে দ্বিধা লজ্জা ত্রাস—
আয় বক্ষে সর্ব্বনাশা প্রচণ্ড উল্লাস।
মৃত্যু হ'তে ওঠো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু॥

কালিন্দী, তোমার সখীদের সংগ্রহ ক'রে নাও—এর ধূয়োটা সকলে মিলে অভ্যাস ক'রো। আমি যাই পুরুষ-পাঠকদের প্রস্তুত করি গে।

[বিক্রমের প্রস্থান।

(কালিন্দীর আপন-মনে আবৃত্তি)

মঞ্জরী, গৌরীর প্রবেশ

গৌরী

একা-একা কার সঙ্গে আলাপ চ'ল্‌চে? বনদেবতার সঙ্গে?

কালিন্দী

না গো, মনোদেবতার সঙ্গে। মন্মথর স্তব কণ্ঠস্থ ক'র্‌চি। রাজার আদেশ।

গৌরী

ওটা হৃদয়স্থ থাকলেই হয়, কণ্ঠে আনবার দরকার কী ?

কালিন্দী

হৃদয়ের পদচারণার পথ কণ্ঠে।

গৌরী

ওগো জালন্ধরিণী, এতদিন আছি, তোমাদের ধরণ-ধারণ আজো বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

কালিন্দী

আশ্চর্য্য নেই গো, কাশ্মীরিণী, বুঝতে বুদ্ধির দরকার করে। কোনখানটা দুর্ব্বোধ ঠেক্‌চে, শুনি না।

গৌরী

বেদে অগ্নি সূর্য্য ইন্দ্র বরুণ অনেক দেবতারই স্তব আছে, কিন্তু তোমাদের এই দেবতাটির তো নামও শোনা যায় না।

কালিন্দী

সত্যযুগের ঋষিমুনিরা এঁকে যত সাবধানে এড়িয়ে চ'ল্‌তেন ততই অসাবধানে প'ড়্‌তেন বিপদে। মুখে তাঁর নাম ক'র্‌তেন না তাই মা'র খেয়ে ম'র্‌তেন অন্তরে। পুরাণগুলো পড়ো নি বুঝি ?

গৌরী

মূর্খ আছি সেই ভালো, বিদুষী। সত্যযুগের কলঙ্ককাহিনী কলিযুগে টেনে আন্‌বার মতো এত বিদ্যেয় দরকার কী ভাই? কলিযুগের পাপের ভরা যথেষ্ট ভারী আছে।

কালিন্দী

বড়ো লজ্জা দিলে! মূর্খ ব'লে অহঙ্কার ক'র্‌তে পার্‌লুম না—ওখানে কাশ্মীরেরই জিৎ রইলো।

মঞ্জরী

ভাই, তোর কালিন্দী-কলকল্লোল একটুখানি থামা। ত্রিবেদী ঠাকুর বলেন, কালিন্দীর রসনা তা'র প্রতিবেশী দশন-পংক্তির কাছ থেকে দংশন কর্‌বার বিদ্যেটা শিখে নিয়েচে। কেবল সেই বিদ্যেটা ফলাবার জন্যেই যে-দেবতাকে মানিস্‌নে তাকে নিয়ে তর্ক তুলেচিস্। নতুন দেবতাকে ভক্তি কর্‌বার আগে তোর ইষ্টদেবতার সাধনা সারা হোক্।

কালিন্দী

তা'র পরে আছেন অনিষ্ট দেবতাটি। একটু চুপ কর্, ভাই, স্তবটা আর একবার আউড়ে নিই! দেবতা ত্রুটি মার্জ্জনা করেন, কিন্তু আমাদের সভা-কবি

তাঁর রচনার আবৃত্তিতে একটু ভুল পেলে কাঁদিয়ে ছাড়েন।

মঞ্জরী

ঐ আসচেন ত্রিবেদী ঠাকুর, ওঁর কাছে আজ সন্দেহ মিটিয়ে নিই।

আবৃত্তি ক'রতে ক'রতে ত্রিবেদীর প্রবেশ—

কর্পূর ইব দগ্ধোঽপি শক্তিমান্যো জনে জনে—
নমোঽস্ত্ববার্য্যবীর্য্যায় তস্মৈ মকরকেতবে।

মঞ্জরী

আপন-মনে কী ব'কচো, ঠাকুর?

ত্রিবেদী

গোলমাল ক'রো না, মুখস্থ ক'রচি।

মঞ্জরী

কী মুখস্থ ক'রচো?

ত্রিবেদী

মকরকেতুর স্তব। রাজার আদেশ।

কালিন্দী

তোমারও এই দশা?

ত্রিবেদী

দেখ্‌চো না, মধুকরের গুঞ্জন আর শোনা যাচ্চে না। সংস্কৃত শৌরসেনী মাগধী অর্দ্ধমাগধী মহারাষ্ট্রী পারসিক যাবনিক নানা ভাষায় আজ অভ্যাস চ'ল্‌চে। এর থেকে বোঝা যাচ্চে মকরকেতুর সকল দেশের সকল ভাষাতেই পাণ্ডিত্য।

কালিন্দী

কিন্তু অনুচ্চারিত ভাষাই তিনি সব চেয়ে ভালো বোঝেন। দাদা ঠাকুর, একটা কথার উত্তর দাও। মকরকেতুর পূজার বিধান পেয়েচো কোন্ বেদে ?

ত্রিবেদী

চুপ্, চুপ্! কী কণ্ঠস্বরই পেয়েচো তোমরা পুরাঙ্গনারা ?

কালিন্দী

অরসিক, বয়স হ'য়েচে ব'লে কি কণ্ঠস্বরের বিচার-বুদ্ধিটাও খোওয়াতে হবে ? তোমাদের কবি-যে কোকিলের সঙ্গে এই কণ্ঠের তুলনা করেন।

ত্রিবেদী

অন্যায় করেন না। কোনো কথা গোপনে বল্‌বার অভ্যাস ঐ পাখীটার নেই।

কালিন্দী

দাদাঠাকুর, তোমার সঙ্গে গোপন কথা ব'ল্‌বার মতো মনের ভাব আমার নয়। শাস্ত্রের বিচার চাই। এরা ব'ল্‌ছিলো পুরাণে অতনুর নেই তনু, আবার বেদে নেই তা'র নাম গন্ধ—বাকি রইলো কী? তাহ'লে পূজাটা হবে কা'কে নিয়ে?

ত্রিবেদী

আরে চুপ্ চুপ্—স্বরটাকে আরেক সপ্তক নামিয়ে আনো।

মঞ্জরী

কেন, ঠাকুর, ভয় কা'কে?

ত্রিবেদী

যারা নতুন দেবতার পূজা চালাতে চায় তা'রা ভক্তির জোরের চেয়ে গায়ের জোরটা বেশি ব্যবহার করে। আমি ভালোমানুষ, দেবতার চেয়ে এই দেবতা-ভক্তদের ভয় করি অনেক বেশি।

গৌরী

ঠাকুর, আমি ব'ল্‌ছিলুম এই সব হঠাৎ-দেবতার আবার পূজা কিসের?

ত্রিবেদী

মূঢ়ে, যারা বনেদী দেবতা তাদের এত উগ্রতা নেই। সংসারে হঠাৎ-দেবতারাই সাংঘাতিক। তাদের পূজা করায় ব্যর্থতা, না-পূজা করায় সর্ব্বনাশ। অতএব ছাড়ো তর্ক, পরো মঞ্জীর, আনো বীণা, গাঁথো মালা—পঞ্চশরের শরগুলোকে শাণ দেও গে।

কালিন্দী

কিন্তু তোমার মন্ত্রটি পেলে কোথা থেকে, ঠাকুর ?

ত্রিবেদী

যিনি পূজা প্রচার ক'র্‌চেন পূজার মন্ত্ররচনা তাঁরই। আমি সেটাকে শ্রুতির দ্বারা গ্রহণ ক'রে স্মৃতির দ্বারা ব্যক্ত ক'র্‌বো। দেখে নিয়ো, রাজসভার শ্রুতিভূষণ ব'ল্‌বেন, সাধু, স্মৃতিরত্নাকর ব'ল্‌বেন, অহো কিমাশ্চর্য্যম্‌!

মঞ্জরী

ওকি ও, ভাই, বাইরে-যে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনি শোনা গেল!

কালিন্দী

হয়তো ওটা সত্যকার নয়। হয়তো উৎসবের একটা কোনো পালার অভ্যাস চ'ল্‌চে।

গৌরী

ত্রিবেদী ঠাকুর, এও বুঝি তোমাদের জালন্ধরের সৃষ্টিছাড়া কীর্ত্তি? মীনকেতুর উৎসবে রক্তপাতের পালা?

ত্রিবেদী

সুন্দরী, জগতে এ পালা বার বার অভিনয় হ'য়ে গেচে। ত্রেতাযুগে এই পালায় একবার রাক্ষসে বানরে মিলে অগ্নিকাণ্ড ক'রেছিলো। কলিযুগে তাদের বংশ বেড়েচে বই কমে নি। যাই হোক্ শব্দটা ভালো লাগ্‌চে না—যাও তোমরা মন্দিরে আশ্রয় লও গে।

[সকলের প্রস্থান।

২

সুমিত্রা ও প্রতিহারীর প্রবেশ

সুমিত্রা

সেই প্রজাকে চাই, রত্নেশ্বর তা'র নাম।

প্রতিহারী

তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্চে না, মহারাণী।

সুমিত্রা

এই কিছুক্ষণ আগেই ছিল।

প্রতিহারী

কিন্তু কারো কাছে তা'র সন্ধান পাচ্চিনে।

সুমিত্রা

দেবদত্ত ঠাকুরের ঘরে কি নেই ?

প্রতিহারী

ঠাকরুণ বল্লেন সেখানে কেউ আসেনি, ঐ-যে ঠাকুর স্বয়ং আস্‌চেন।

[প্রস্থান

দেবদত্তের প্রবেশ

সুমিত্রা

রত্নেশ্বর কোথায়?

দেবদত্ত

তাকেই খুঁজ্‌তে এসেচি!

সুমিত্রা

তাকে-যে নিতান্তই পাওয়া চাই।

দেবদত্ত

সেই কারণেই তাকে পাওয়া নিতান্তই কঠিন হবে। হতভাগ্যকে ব'লেছিলুম আমার ঘরে আশ্রয় নিতে।

সুমিত্রা

তুমি কি তবে সন্দেহ ক'র্‌চো—

দেবদত্ত

সন্দেহ ক'র্‌চি কিন্তু নাম ক'র্‌চিনে।

সুমিত্রা

এও কি সহ্য ক'র্‌তে হবে?

দেবদত্ত

হবে বই কি। প্রমাণ নেই-যে।

স্থমিত্রা

তাই ব'লে পাপিষ্ঠকে নিষ্কৃতি দেবে ?

দেবদত্ত

নিষ্কৃতির সদুপায় পাপিষ্ঠ নিজেই জানে, আমাদের কিছুই ক'র্‌তে হবে না।

স্থমিত্রা

ঠাকুর, তবে কিছুই ক'র্‌বে না ?

দেবদত্ত

যদি সম্ভব হ'তো নিজের অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরি ক'রে ওর মাথায় ভেঙে প'ড়্‌তুম।

স্থমিত্রা

তুমি ব'ল্‌তে চাও কিছুই কর্‌বার নেই ? চুপ ক'রে রইলে কেন, ঠাকুর, লজ্জায় ? পাছে কিছু ক'র্‌তে হয় সেই ভয়ে ? আমি তো ধৈর্য্য রাখ্‌তে পার্‌চিনে। বিপাশা, কী ক'র্‌চিস্‌ এখানে ?

বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা

অনঙ্গদেবের পূজায় মহারাণীর জন্যে অর্ঘ্য সাজিয়ে এনেচি।

সুমিত্রা

ফেলে দে, ফেলে দে, দূর ক'রে ফেলে দে সব। আমি যাবো রুদ্রভৈরবের মন্দিরে, ঠাকুর, পূজা প্রস্তুত করো।

দেবদত্ত

পুরোহিত ত্রিবেদীকে মহারাজ তাঁর কাজে আজ নিযুক্ত ক'রেচেন।

সুমিত্রা

তুমি হবে আমার পুরোহিত।

দেবদত্ত

আমি পুরোহিত ?

সুমিত্রা

হাঁ তুমি। নীরব যে, মনে কি ভয় আছে ?

দেবদত্ত

ভয় দেবতাকে। মুখে মন্ত্র প'ড়্‌তে পারি, কিন্তু অন্তরের কথা-যে অন্তর্যামী জানেন।

নারায়ণীর প্রবেশ

নারায়ণী

কথা বল্‌বার আছে, মহারাণী, ক্ষমা ক'র্‌তে হবে।

দেবদত্ত

ব্রাহ্মণী, ক্ষমার কোনো প্রয়োজনই হয় না যদি কথা না বলো।

নারায়ণী

তুমি একটু চুপ করো।—মহারাণী, আমার স্বামী তোমার সঙ্গে রাজনীতির চর্চ্চা করেন মহারাজের এই বিশ্বাস।

দেবদত্ত

এ-বিশ্বাস অমূলক নয়।

নারায়ণী

একটু থামো, কথাটা ব'ল্‌তে দাও। যেখানে যত অপ্রিয় সংবাদ সমস্তই উনি সংগ্রহ ক'রে আনেন তোমার কাছে। রাজ-ভাণ্ডার থেকে মহাপণ্ডিত বৃত্তি পেয়ে থাকেন কি এই জন্যে ?

সুমিত্রা

ঠাকরুণ, অপরাধ আমারি, সংবাদ আমিই ওঁর কাছ থেকে সন্ধান নিই।

নারায়ণী

তাতে তোমার শাস্তি ওঁরি ঘাড়ে গিয়ে পড়ে, আর ওঁর নিজেরটা তো আছেই।

সুমিত্রা

দুঃখ দূর ক'র্‌তে গিয়ে দুঃখ বাড়িয়ে তুলি, বিপদকে ছড়িয়ে দিই, এ কথা আজ বুঝেচি। আজ থেকে আমি একলা। বিপাশা, মহারাজ কোথায় জানিস্‌?

বিপাশা

কেশরকাননে মালাকরকে দিয়ে পুষ্পধনু রচনা করাচ্ছিলেন। আমাকে এখানে অপেক্ষা ক'র্‌তে ব'লেচেন, উৎসবের মন্ত্রণা করবেন।

নারায়ণী

ওগো, তুমি এই বেলা চলো ঘরে। আমার ভালো ঠেক্‌চে না। নড়োনা-যে দেখি। রাজ্যের যত চুপি চুপি কথা সব তোমার কানে পৌঁছয়, আমি গলা ভেঙে ম'লেও শুন্‌তে পাওনা।

দেবদত্ত

ঘরে টান্‌বার জন্যে অধিক জোরে ডাক পাড়্‌তে হয় না, ঠাকরুণ।

সুমিত্রা

ঠাকুর, তোমাকে প্রয়োজন নেই, তুমি ঘরে যাও।

দেবদত্ত

আছে প্রয়োজন। রুদ্র-ভৈরবের পূজায় আমাকে পুরোহিত ক'রেচো। তা'র সময় হ'য়ে এলো।

নারায়ণী

তুমি পুরোহিত? এ পদ কে দিলে?

দেবদত্ত

আমাদের মহারাণী। তোমার মতো আমাকে তিনি এত বেশি জানেন না, তাই ব্রাহ্মণকে এখনো শ্রদ্ধা করেন।

নারায়ণী

রাজার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে তুলেচো, তা'র পরে ত্রিবেদী ঠাকুরের অভিসম্পাত কুড়তে চাও? এ ভার ওঁর 'পরে দিয়ো না, মহারাণী।

সুমিত্রা

কেবল আজ একদিনের মতো।

নারায়ণী

আজই প্রয়োজন?

সুমিত্রা

হাঁ আজই।

নারায়ণী

কেন প্রয়োজন ?

সুমিত্রা

দুর্ব্বল মন, শক্তি চাই।

নারায়ণী

শক্তির দরকার যার সে তোমার নয়, সে মহারাজের। যে-অসামান্য রূপ নিয়ে এসেচো সংসারে তা'র কাছে রাজলক্ষ্মী হার মেনেচেন—সে-জন্যে দোষ দেবো কা'কে ? যদি ক্ষমা করো তো বলি, দোষ তোমারি।

সুমিত্রা

বুঝিয়ে বলো।

নারায়ণী

ঐ-যে কাশ্মীরের নরাধমদের রাজ্যের হৃৎপিণ্ডের উপর বসিয়েচেন রাজা, তা'র কারণ শুন্‌বে ? রাগ ক'র্‌বে না ?

সুমিত্রা

কারণ শুন্‌তেই চাই আমি।

নারায়ণী

প্রেমের গৌরব খুব প্রকাণ্ড ক'রে জানাতে

চেয়েছিলেন রাজা, খুব দুর্ম্মূল্য দান দুঃসাহসের সঙ্গে দিতে পার্‌লে তিনি বাঁচতেন। এই সামান্য কথাটা তুমি বুঝ্‌তে পারোনি?

সুমিত্রা

আমি তো কোনো বাধা দিই নি?

নারায়ণী

দাওনি বাধা? ঐ ভুবনমোহন রূপ নিয়ে কোথায় সুদূরে দাঁড়িয়ে রইলে তুমি? কিছু চাইলে না, কিছু নিলে না, এ কী নিষ্ঠুর নিরাসক্তি! তুমি রাজহংসীর মতো, রাজার তরঙ্গিত কামনা-সাগরের জলে তোমার পাখা সিক্ত হ'তে চায় না, রাজবৈভবের জালে পার্‌লে না তোমাকে একটুও বাঁধ্‌তে, তুমি যত রইলে মুক্ত, রাজা ততই হ'লেন বন্দী। শেষে একদিন আপন রাজ্যটাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে ছড়িয়ে ফেলে দিলেন ঐ কাশ্মীরী কুটুম্বদের হাতে—মনে ক'র্‌লেন তোমাকেই দেওয়া হ'লো।

সুমিত্রা

আমি তা'র কিছুই জান্‌তেম না।

নারায়ণী

তা জানি, রাজা ভেবেছিলেন নিজের দাক্ষিণ্যের

উন্মত্ততায় তোমাকে বিস্মিত ক'রে দেবেন। তখনো তোমাকে চেনেন নি। কিন্তু কত বড়ো দুর্ভাগা—রাজসিংহাসনের উপরে ব'সে ছট্‌ফট্‌ ক'রে ম'র্‌চে; দিতে চায় দিতে পারে না, নিতে চায় নেবার যোগ্যতা নেই। ব্যর্থ নির্ব্বুদ্ধিতার ধিক্কারে আজ সকলেরি উপর রেগে রেগে উঠ্‌চেন। তা'র মধ্যে তুমিও আছ। মহারাণী, ভাবচো কথাগুলো নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের বাচালতা। জিজ্ঞাসা করোনা তোমার ঐ পুরোহিত ঠাকুরকে,—এ-সব কথা ওঁর মুখ থেকেই পেয়েচি।

সুমিত্রা

ঠাকুর, এখনো ভালো ক'রে বুঝ্‌লুম না, আমার অপরাধটা কোথায় ?

দেবদত্ত

মহারাণী, কলিকে কখন কোথায় নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলি সব সময়ে ভেবে পাইনে।

বিপাশা

ঠাকুর, ভেবে পেয়েচো তুমি, ব'ল্‌তে চাও না। কিন্তু আমি ব'ল্‌বো। আমি ভয় করিনে কাউকে। মহারাণীর সঙ্গে মহারাজের সম্বন্ধ অন্যায় দিয়ে আরম্ভ হ'য়েচে সেই পাপের ছিদ্র দিয়েই কলির প্রবেশ।

সুমিত্রা

বিপাশা, চুপ্ কর্ তুই।

বিপাশা

কেন চুপ ক'র্বো? কাশ্মীর জয় ক'রে এরা তোমাকে অধিকার ক'রেচে এই মিথ্যে কথাটাই ব'লে বেড়াতে হবে? আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই তোমার ধৈর্য্য দেখে, মহারাণী। পাপকে জয় ক'রেচো পুণ্য দিয়ে। কিন্তু সেই পুণ্যের দান কি মহারাজ গ্রহণ ক'র্তে পার্লেন?

সুমিত্রা

চুপ্ কর্, চুপ্ কর্, বিপাশা।

বিপাশা

চুপ্ করিয়ো না। যে-কথা অন্তরের মধ্যে জানো সে-কথা বাইরে থেকেও শোনা ভালো।

নারায়ণী

ঐ রাজা আস্চেন। আমি যাই। থাক্তে পার্বো না, শেষে কী ব'ল্তে কী ব'লে ফেল্বো।

[প্রস্থান

বিক্রমের প্রবেশ

বিক্রম

মহারাণী, দেবদত্তকে নিয়ে কী গূঢ় পরামর্শ চ'ল্‌চে ?

সুমিত্রা

আজ ভৈরব-মন্দিরে পূজা ক'র্‌বো, ওঁকে পুরোহিত ক'রেচি।

বিক্রম

আজ ভৈরবের পূজা ? এ কি হ'তে পারে ?

সুমিত্রা

পাপের মূর্ত্তি দেখে ভয় পেয়েচি, যিনি সকল ভয়ের ভয় তাঁর স্মরণ নেবো।

বিক্রম

পাপের মূর্ত্তি কী দেখ্‌লে।

সুমিত্রা

সতী-তীর্থে সতী-ধর্ম্মের অবমাননা, অথচ এ-রাজ্যে তা'র কোনো প্রতিকার নেই এ-সংবাদ শুনে উৎসব ক'র্‌তে আমি সাহস করিনি।

বিক্রম

এ-সংবাদ কে দিলে ? দেবদত্ত ?

সুমিত্রা

যারা অত্যাচারে মর্ম্মান্তিক পীড়িত তাদেরি একজন।

বিক্রম

মহারাণী, অন্তঃপুরে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বিচারশালা স্থাপন ক'রেচো? আমার অধিকার হরণ ক'র্‌তে চাও? দেবদত্ত, কে অভিযোগ এনেচে? কার নামে অভিযোগ?

দেবদত্ত

বুধকোট থেকে প্রজা এসেচে, নাম রত্নেশ্বর, শিলাদিত্যের নামে অভিযোগ।

বিক্রম

আমাকে লঙ্ঘন ক'রে রাণীর কাছে কেন এই অভিযোগ?

দেবদত্ত

প্রশ্ন যখন ক'র্‌লে তখন সত্য কথা ব'ল্‌বো: তোমার কাছে পূর্ব্বেই অভিযোগ হ'য়েচে।

বিক্রম

আমি কি কান দিই নি?

দেবদত্ত

কান দিয়েছিলে, ব'লেছিলে বিশ্বাস করোনা।

বিক্রম

সেই তো বিচার।

দেবদত্ত

অন্তরে বিশ্বাস করো। আমিই তাদের তোমার কাছে নিয়ে গেচি। মন্ত্রী সাহস করেনি। সেদিন দেখিনি কি বিচার-কালে ক্ষণে ক্ষণে তোমার ভ্রূকুটি? দণ্ড তোমার কতবার উদ্যত হ'য়েও দুর্ব্বল দ্বিধায় নিরস্ত হ'য়েচে সে-কথা স্বীকার ক'র্‌বে না?

বিক্রম

সাবধান! আমি দুর্ব্বল! কিসের ভয়ে দুর্ব্বল!

দেবদত্ত

শিলাদিত্যকে যে-শক্তি নিজে দিয়েচো আজ তা'র প্রতিরোধ করা তোমার নিজের পক্ষেও দুঃসাধ্য—এই কারণেই দ্বিধা। তুমি ওদের ভয় ক'র্‌তে আরম্ভ ক'রেচো—আমাদের ভয় সেইখানেই।

বিক্রম

অসহ্য তোমার স্পর্দ্ধা! অনুতাপের দিন তোমার আসন্ন।

সুমিত্রা

আর্য্যপুত্র, আমাদের দণ্ড দেওয়া সহজ কথা—

সে জন্যে রাজ-শক্তির প্রয়োজন হবে না। কিন্তু শিলাদিত্যের বিচার আজই করা চাই।

বিক্রম

অভিযোগ যার সে কই ?

সুমিত্রা

সে আমি।

বিক্রম

তুমি ?

সুমিত্রা

যে-হতভাগা এসেছিলো তাকে পাওয়া যাচ্চে না।

বিক্রম

নিজের মিথ্যার ভয়ে সে পালিয়েচে।

সুমিত্রা

মহারাজ, তুমি নিশ্চয় জানো কে তাকে হরণ ক'রেচে।

বিক্রম

মহারাণী, অন্ধ দয়া আর অস্পষ্ট অনুমানের দ্বারা বিচার হয় না।

রত্নেশ্বরকে নিয়ে নরেশের প্রবেশ

নরেশ

শিলাদিত্যের লোক এ'কে বলপূর্ব্বক ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিলো রাজ-দ্বারের সম্মুখ দিয়ে। আমার নিষেধ শুন্‌লে না। তলোয়ার খুল্‌তে হ'লো রাজা আছেন এই কথা এদের স্মরণ করিয়ে দিতে।

বিক্রম

কেন ওকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিলো ?

নরেশ

ব'ল্‌লে শিলাদিত্যের আদেশ। সে-আদেশের উপরে তোমার আদেশ কী, সেইটে শোন্‌বার জন্যে অপেক্ষা ক'র্‌চি।

রত্নেশ্বর

মহারাণী, আমার রক্ষা নেই সে আমি জানি—কিন্তু বিচার চাই—সে-বিচার আজই যেন হয়, তোমার সাম্‌নেই যেন হয়, দোহাই তোমার।

সুমিত্রা

মূঢ়, ঐ-যে মহারাজ আছেন, ওঁকে জানাও তোমার অভিযোগ।

রত্নেশ্বর

মহারাজ, মর্ম্মঘাতী দুঃখ আমাদের—সে-দুঃখ বাধা মান্‌বে না, বিলম্ব সইবে না, মৃত্যু-যন্ত্রণার চেয়ে সে প্রবল।

বিক্রম

চুপ কর্! দেবদত্ত, কে এদের এমন ক'রে প্রশ্রয় দিচ্চে? এরা বলপূর্ব্বক আমার কাছ থেকে বিচার কেড়ে নিতে চায়? দ্বারী কোথায়?

দ্বারীর প্রবেশ

দ্বারী

কী মহারাজ?

বিক্রম

এ'কে প্রহরী-শালায় নিয়ে রাখো। কাল বিচার হবে।

দ্বারী

যে-আদেশ।

রত্নেশ্বর

মহারাণী, আমার আজকের দিন গেল, কালকের দিনকে বিশ্বাস নেই। বাঁচি আর মরি আমার যা-হয়

হোক্—কিন্তু প্রজার অভিযোগ তোমার পায়ে রেখে গেলুম, তোমাকে সে তুলে নিতে হবে। আমি বিদায় নিলুম।

সুমিত্রা

মনে রইলো রত্নেশ্বর।

[দ্বারী ও রত্নেশ্বরের প্রস্থান

নরেশ

মহারাজ, মন্ত্রী আমাকে দিয়ে কিছু সংবাদ পাঠিয়েচেন—আশু মন্ত্রণার আবশ্যক।

বিক্রম

তোমরা একটার পর আরেকটা উৎপাত নিজে সাজিয়ে আন্‌চো।

নরেশ

উৎপাত সৃষ্টি ক'র্‌তে পারি এত শক্তি আমাদের আছে?

বিক্রম

সৃষ্টি কর্‌বার দরকার নেই। সত্যযুগেও রাজ্যে উৎপাতের অভাব ছিলো না। কিন্তু উৎপাত ছড়িয়ে থাকে দেশে ও কালে। তোমরা তাদের আজই

একদিনের মধ্যে পুঞ্জিত ক'রে সাজিয়েচো। যে-সমস্ত প্রমাণ তোমাদের মিত্রদের বেলায় থাকে বিক্ষিপ্ত, তোমাদের শত্রুদের বেলা আজ তোমরা সেইগুলোকে সংহত ক'রে কালো ক'রে আমার সাম্‌নে ধ'রতে চাও—আজ উৎসব-দিনের আলোর উপরে এই কালীমূর্ত্তিকে দাঁড় করিয়ে কেবল এই কথাটা ব'ল্‌তে চাও, যে, তোমাদেরি জিৎ হ'লো। তোমাদের এই সাজিয়ে-তোলা বিভীষিকার কাছে আমি হার মানবো না এ-কথা নিশ্চয় জেনো। উৎপাতের সংবাদ আছে, থাক্ না, নিশ্চয়ই সে আগামী কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'র্‌তে পারে।

নরেশ

অপেক্ষা ক'র্‌তে নিশ্চয় পারে, মহারাজ, কিন্তু আজ যা সংবাদ আছে কাল তা সঙ্কট হ'য়ে দাঁড়ায়। তবে যাই. মন্ত্রীকে জানাইগে।

বিক্রম

ওরা আমার প্রিয়পাত্র, ওদের প্রতি আমার পক্ষপাত, ওদের বিচার আমি ক'র্‌তে পারিনে, ওদের শাস্তি দিতে আমি অক্ষম—তোমাদের এ-সব কথা মিথ্যা, মিথ্যা। দণ্ডের যাঁরা যোগ্য তাদের যখন দণ্ড

দেবো তখন ভয়ে স্তব্ধ হ'য়ে যাবে। ক্ষীণ দুর্ব্বল তোমরাই, কর্ত্তব্যের তোমরা কী জানো! ক্ষমায় দয়ায় অশ্রুজলে তোমাদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি পঙ্কিল—তোমরা বিচার কর্‌বার স্পর্দ্ধা করো! সময় আসবে, বিচার ক'র্‌বো, কিন্তু তোমাদের ঐ কান্না শুনে নয়। মহারাণী, তুমি কোথায় চ'লেচো? যেয়ো না, থামো।

সুমিত্রা

এমন আদেশ ক'রো না। চলো, রাজকুমার ঐ লতা-বিতানে—মন্ত্রী কী সংবাদ পাঠিয়েচেন শুনতে চাই।

বিক্রম

মহারাণী, তোমার এই প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা আমার কর্ত্তব্যকে আরো অসাধ্য ক'রে তুল্‌চে। শুনে যাও,—আমি আদেশ ক'র্‌চি! ফিরে এসো!

সুমিত্রা

কী, বলো।

বিক্রম

তুমি আমাকে চিন্‌তে পার্‌লে না—তোমার হৃদয় নেই, নারী! শঙ্করের তাণ্ডবকে উপেক্ষা ক'র্‌তে পারো কি? সে তো অপ্সরার নৃত্য নয়। আমার

প্রেম, এ প্রকাণ্ড, এ প্রচণ্ড, এতে আছে আমার শৌর্য্য—আমার রাজপ্রতাপের চেয়ে এ ছোটো নয়। তুমি যদি এর মহিমাকে স্বীকার ক'র্‌তে পার্‌তে তাহ'লে সব সহজ হ'তো। ধর্ম্মশাস্ত্র প'ড়েচো তুমি, ধর্ম্মভীরু,—কর্ম্মদাসের কাঁধের উপর কর্ত্তব্যের বোঝা চাপানোকেই মহৎ ব'লে গণ্য করা তোমার গুরুর শিক্ষা! ভুলে যাও, তোমার ঐ কানে মন্ত্রগুলো! যে-আদিশক্তির বন্যার উপরে ফেনিয়ে চ'লেচে সৃষ্টির বুদ্বুদ—সেই শক্তির বিপুল তরঙ্গ আমার প্রেমে—তাকে দেখো, তাকে প্রণাম করো, তা'র কাছে তোমার কর্ম্ম অকর্ম্ম দ্বিধাদ্বন্দ্ব সমস্ত ভাসিয়ে দাও—এ'কেই বলে মুক্তি, এ'কেই বলে প্রলয়, এতেই আনে জীবনে যুগান্তর।

সুমিত্রা

সাহস নেই, মহারাজ, সাহস নেই! তোমার প্রেম তোমার প্রেমের পাত্রকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেচে—আমি তা'র কাছে অত্যন্ত ছোটো। তোমার চিত্তসমুদ্রে যে-তুফান উঠেচে তাতে পাড়ি দেবার মতো আমার এ তরী নয়—উন্মত্ত হ'য়ে যদি ভাসিয়ে দিই তবে মুহূর্ত্তে এ যাবে তলিয়ে। আমার স্থিতি তোমার প্রজাদের

কল্যাণলক্ষ্মীর দ্বারে—সেখানকার ধূলির 'পরেও যদি আসন দিতে, আমার লজ্জা দূর হ'তো। তোমার নিজের তরঙ্গ-গর্জ্জনে তোমার কর্ণ বধির, কেমন ক'রে জান্‌বে কী নিদারুণ দুঃখ তোমার চারদিকে! কত মর্ম্মভেদী কান্নার প্রতিধ্বনি দিনরাত্রি আমার চিত্তকুহরে ক্ষুব্ধ হ'য়ে বেড়াচ্চে তোমাকে তা বোঝাবার আশা ছেড়ে দিয়েচি। যখন চারদিকেই সবাই বঞ্চিত তখন আমাকে তুমি যত বড়ো সম্পদই দাও, তাতে আমার রুচি হয় না। চলো রাজকুমার, মন্ত্রী কী আবেদন ক'র্‌চেন আমাকে ব'ল্‌বে চলো!

বিক্রম

শোনো নরেশ, কী সংবাদ এনেচো বলো আমাকে!

নরেশ

মহারাজ যুধাজিৎকে পদত্যাগের আদেশ ক'রেছিলেন সে তা একেবারেই শোনেনি। এদের পরস্পরের মধ্যে একটা যোগ হ'য়েচে ব'লে বোধ হ'চ্চে।

বিক্রম

কিসে বোধ হ'লো?

নরেশ

শিলাদিত্যকে যে-মুহূর্ত্তে মহারাণী আহ্বান ক'রে

পাঠালেন তা'র পর-মুহূর্ত্তেই সে রাজধানী থেকে চ'লে গেলো। মহারাণীর আদেশ গ্রাহ্যই ক'র্‌লে না।

বিক্রম

আবার সঙ্কট বাধিয়েচো? রাজকার্য্যে কেন হাত দিতে গেলে, মহারাণী?

সুমিত্রা

রাজকার্য্য নয়, আত্মীয়ের কর্ত্তব্য। জালন্ধরের কিছুতে আমার অধিকার না যদি থাকে কাশ্মীরের দায়িত্ব আছে আমার।

বিক্রম

সম্মানী লোকের অভিমানে আঘাত ক'রে অসম্মান যদি ফিরে পেয়ে থাকো কা'কে দোষ দেবে?

সুমিত্রা

আত্মীয় যদি আত্মীয়ের অমর্য্যাদা ক'রে থাকে তা নিয়ে আমার অভিযোগ নেই। তবে যে-অপরাধ রাজার বিরুদ্ধে, তোমার প্রজার হ'য়ে তারি বিচার আমি চাই।

বিক্রম

বিচার যদি চাও তবে প্রথমে যুদ্ধ ক'র্‌তে হবে।

সুমিত্রা

হাঁ যুদ্ধই ক'র্‌তে হবে।

বিক্রম

যুদ্ধ! সে তো নারীর মুখের কথা নয়।

সুমিত্রা

নারীর বাহুর সাহায্য যদি চাও তো প্রস্তুত আছি।

বিক্রম

দেখো প্রিয়ে, জয়ের অভিপ্রায়েই যুদ্ধ, আস্ফালনের জন্যে নয়। এতে সময় এবং সুযোগের অপেক্ষা আছে।

সুমিত্রা

রাজকুমার নরেশ, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, দুর্বৃত্তদের হাত থেকে প্রজাদের বাঁচাবার কোনো পথই নেই?

বিক্রম

মহারাণী, মনে রেখো দয়ার অবিচারেও অন্যায় আছে। প্রজাদের 'পরে অত্যাচার হ'চ্চে এও যেমন অত্যুক্তি, অন্যায়কারীদের শাসন আমার পক্ষে অসাধ্য এও তেমনি অশ্রদ্ধেয়। এ-সব কথা তোমার সঙ্গেও নয় এবং আজও নয়। দেবদত্ত, পৌরোহিত্য তুমি রাজার কাছ থেকে পাওনি—ত্রিবেদী পুরোহিত। আজ তা'র অবকাশ নেই, পূজা কাল হবে। রাজার কার্য্যে বা

পূজার কার্য্যে যদি অনধিকার হস্তক্ষেপ করো তবে তোমার 'পরে রাজার হস্তক্ষেপ প্রীতিকর হবে না। মহারাণী, উৎসবের বেশ তুমি এখনো পরোনি। যাও, রাজার আদেশ, এখনি বেশ পরিবর্ত্তন করো গে।

সুমিত্রা

তাই ক'র্‌বো, মহারাজ, তাই ক'র্‌বো, বেশ পরিবর্ত্তন ক'র্‌বো। ধিক্ এই রাজ্য! ধিক্ আমি এ-রাজ্যের রাণী!

[দেবদত্ত ও বিক্রম ছাড়া আর সকলের প্রস্থান

দেবদত্ত

মহারাজ, আমিও যাচ্চি। কিন্তু একটা অপ্রিয় কথা ব'লে যাবো। নির্ব্বিচারে যেদিন ঐ কাশ্মীরীদের হাতে ক্ষমতা দিলে সেদিন রাজ্যে বিদ্রোহের সূচনা হ'য়েছিলো। কত লোকের প্রাণদণ্ড হ'লো, কত লোকের নির্ব্বাসন। কত অভিজাত বংশের সম্মানী লোক অন্য রাজ্যে আশ্রয় নিলে। এত বাধা পেয়েছিলে ব'লেই, আত্মাভিমানের তাড়নায় তোমার নির্ব্বন্ধ এমন দুর্দ্ধর্ষ হ'য়েছিলো।

বিক্রম

দেবদত্ত, এই ইতিবৃত্ত আবৃত্তি কর্‌বার কী প্রয়োজন হ'য়েচে ?

দেবদত্ত

মহারাজ, আমার আর কিছু সাধ্য নেই, আমি কেবল পারি বিপদ সাম্‌নে রেখে অপ্রিয় কথা তোমাকে শোনাতে। একদিন কেবলমাত্র অস্ত্রের যুক্তিতে প্রমাণ ক'র্‌তে চেয়েছিলে যে, এ রাজ্যে সকলেই ভুল ক'রচে কেবল তুমি ছাড়া। বহু কণ্ঠ ছেদন ক'রে রাজ্যের কণ্ঠরোধ ক'রেছিলে। এত বড়ো প্রকাশ্য অহঙ্কারের প্রমাদ-সংশোধন পরিশেষে তোমার পক্ষে দুঃসাধ্য হবে এ আমি জানি। সুতরাং স্বয়ং বিধাতাকে নিতে হ'লো সেই ভার।

বিক্রম

এ-কথার সহজ অর্থ, তোমরা বিদ্রোহ ক'র্‌বে ?

দেবদত্ত

তুমি জানো সে আমার অসাধ্য—দেবতা হ'য়েচেন বিদ্রোহী, রাজ্যে দুর্য্যোগ এলো, কঠিন দুঃখে এর অবসান।

বিক্রম

দেবতার নাম নিচ্চো আমাকে ভয় দেখাতে ?

দেবদত্ত

মহারাজ, তোমাকে ভয় দেখানো কি একটা খেলা ? তোমার ভয় আমাদের পক্ষে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর। তোলো তোমার দণ্ড, প্রথম আঘাত পড়ুক আমাদের 'পরে যারা তোমার একান্ত আপনার। তোমার অন্যায়কে যারা নিজের লজ্জা ক'রে নিয়েচে, তোমার ক্রোধকে দুঃখরূপে নিক্ তা'রা মাথায় ক'রে। দাও দণ্ড আমাকে।

বিক্রম

যদি নাই দিই।

দেবদত্ত

অগ্রসর হ'য়ে নেবো। আজ আমাদের জন্যে আরাম নেই, সম্মান নেই। যাও মহারাজ, তুমি উৎসব করো। আমাকে রুদ্র-ভৈরবের পূজা ক'র্‌তেই হবে। মন্দিরে প্রবেশ ক'র্‌তে নাই দিলে—তাঁর পূজার আহ্বান আজ শুন্‌তে পাচ্চি সর্ব্বত্র এই রাজ্যের বাতাসে।

বিক্রম

স্পষ্ট কথার ছলে আমাকে অপমান ক'র্‌তে চাও, আমার কথাও একদিন অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌বে—বিলম্ব নেই।

[উভয়ের প্রস্থান ।

বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা

শোনো, শোনো, রাজকুমার, শোনো।

নরেশের প্রবেশ

নরেশ

কী বলো।

বিপাশা

এই মালা তোমার, বীরের কণ্ঠের যোগ্য।

নরেশ

পরিচয় পেয়েচো?

বিপাশা

পেয়েচি।

নরেশ

এত সহজে?

বিপাশা

আমি অনাগতকে দেখ্‌তে পাচ্চি।

নরেশ

কী দেখ্‌তে পেলে?

বিপাশা

জালন্ধরের রাণীর সম্মান তুমি উদ্ধার ক'র্‌বে। চুপ ক'রে রইলে কেন কুমার?

নরেশ

কথা বল্‌বার সময় এখনো আসেনি।

বিপাশা

আমি বলি কথা বল্‌বার সময় এখন চ'লে গেচে।

গান

আলোক-চোরা লুকিয়ে এলো ঐ,
তিমির-জয়ী বীর, তোরা আজ কই?
এই কুয়াশা-জয়ের দীক্ষা
কাহার কাছে লই।
মলিন হ'লো শুভ্র বরণ,
অরুণ সোনা ক'র্‌লো হরণ,
লজ্জা পেয়ে নীরব হ'লো
ঊষা জ্যোতির্ম্ময়ী।
সুপ্তি সাগর তীর বেয়ে সে
এসেচে মুখ ঢেকে,
অঙ্গে কালী মেখে।

রবির রশ্মি, কইগো তোরা,
কোথায় আঁধার-ছেদন ছোরা,
উদয়-শৈল-শৃঙ্গ হ'তে
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ ॥

নরেশ

এ গান কোথায় পেলে, বিপাশা ?

বিপাশা

কাশ্মীরে মার্ত্তণ্ডদেবের মন্দিরে আমরা এ গান গাই হেমন্তে গিরিশিখরে যখন আলোকরাজ্যে অরাজকতা আসে।

নরেশ

এ গান আমাকে শোনালে-যে ?

বিপাশা

এখানকার ক্লিষ্ট আকাশে তুমিই আলোকের দূত। যাক্ মীনকেতুর বেদী ভেঙে, সেখানে তোমার আসন ধ'র্‌বে না, রুদ্রভৈরবের নির্ম্মাল্য আন্‌বো তোমার জন্যে। এখানে তিনি ভৈরব কাশ্মীরে তিনিই মার্ত্তণ্ড, সেই দেবতাকে প্রসন্ন করো, বীর। আজ সকালে আর্ত্তত্রাণের জন্যে যে-কৃপাণ খুলেছিলে একবার দাও আমার হাতে। (তলোয়ার কপালে ঠেকিয়ে) রুদ্রের

তৃতীয় চক্ষুতে তুমিই অগ্নি, প্রভাত-মার্ত্তণ্ডের দীপ্ত দৃষ্টিতে তুমিই রৌদ্রচ্ছটা, বীরের হাতে তুমি কৃপাণ, তোমাকে নমস্কার!

জাগো হে রুদ্র জাগো!
সুপ্তি-জড়িত তিমির-জাল
সহে না সহে না গো।
এসো নিরুদ্ধ দ্বারে
বিমুক্ত করো তা'রে,
তনুমনপ্রাণ ধনজনমান
হে মহাভিক্ষু, মাগো॥

রাজকুমার, ঐ দেখো!

নরেশ

সেই আমার পদ্মের কুঁড়ি! এখনো রেখেচো?

বিপাশা

এ আজ কথা ক'য়েচে—কাশ্মীরের হৃদয় জেগেচে এর মধ্যে।

নরেশ

ঐ আস্‌চেন মন্ত্রীর সঙ্গে রাজা। আমাকে হয়তো প্রয়োজন আছে—তুমি মন্দির প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করো।

[বিপাশার প্রস্থান

বিক্রম ও মন্ত্রীর প্রবেশ

বিক্রম

প্রজারা বিদ্রোহী ? কোথায় ?

মন্ত্রী

বুধ্‌কোটে সিংহগড়ে।

বিক্রম

ক্ষমার কথা ব'লোনা। অক্ষমের স্পর্দ্ধা সব চেয়ে ক্ষমার অযোগ্য।

নরেশ

বস্তুত ওদের বিদ্রোহ বিদেশী সামন্তদের বিরুদ্ধে।

বিক্রম

তা'রা কি আমার প্রতিনিধি নয় ?

নরেশ

তখন নয় যখন তা'রা নিজের স্বার্থ দেখে, প্রজার নয়, রাজার নয়। আমাকে আদেশ করো আমি প্রজাদের শাস্ত ক'রে আসি।

বিক্রম

তুমি ! আমার শাসন আল্‌গা ক'রেচো তোমরাই। প্রজাদের প্রশ্রয়ে মহারাণীর সঙ্গে যোগ দিয়েচো তুমিই,

বিদেশীর প্রতি ঈর্ষা তোমার মতো এমন স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ ক'র্‌তে কেউ সাহস করেনি। প্রতিহারী, মহারাণী কোথায়? আমার আহ্বান এখনি তাঁকে জানাও গে! তিনি শুনুন তাঁর দয়াদৃপ্ত প্রজারা আজ বিদ্রোহ ক'রেচে—ভীরুরা বিদ্রোহ ক'র্‌তে সাহস ক'রেচে তাঁর ভরসায়। কিন্তু তিনি ওদের বাঁচাতে পার্‌বেন? বিচার সর্ব্বাগ্রে তাঁকেই গ্রহণ ক'র্‌তে হবে। এখনি, এখানেই। মন্ত্রী তোমরা অপবাদ দিয়ে এসেচো আমার চিত্ত দুর্ব্বল, রাণীর প্রতি অন্ধ আমার প্রেম। আজ দেখাবো তোমরা ভুল ক'রেচো। তোমাদের মহারাণীরও বিচার হবে। নির্ব্বাসন দিতে পারিনে ভাব্‌চো? আমাদের বংশ রামচন্দ্রের, সূর্য্যবংশ।

মন্ত্রী

মহারাজ।

বিক্রম

কী বলো। স্তব্ধ হ'য়ে রইলে কেন?

মন্ত্রী

সামন্তরাজদের সৈন্যদল নিকটবর্ত্তী। শিলাদিত্য তাদের সেনাপতি।

বিক্রম

সিংহাসনের প্রতি লক্ষ্য ?

মন্ত্রী

হাঁ, মহারাজ।

বিক্রম

প্রতিরোধের কী ব্যবস্থা ক'রেচো ?

মন্ত্রী

সৈন্য প্রস্তুত নেই, তাদের সকলকে বিশ্বাস করাও কঠিন।

নরেশ

আমাকে ভার দিন, মহারাজ। দ্বিধা কর্‌বার সময় নেই। আমি সৈন্য প্রস্তুত করিগে।

বিক্রম

প্রতিহারী, মহারাণী কোথায় ?

প্রতিহারী

তিনি অন্তঃপুরে নেই।

বিক্রম

কোথায় তিনি ? ভৈরব-মন্দিরে ?

প্রতিহারী

সেখানে দর্শন পাইনি।

বিক্রম

কোথায় তবে ?

প্রতিহারী

দ্বার-পাল বলে, ঘোড়ায় চ'ড়ে তিনি উত্তরের পথে চ'লে গেচেন।

বিক্রম

অর্থ কী ? রাজকুমার, তুমি নিশ্চয় জানো কোথায় গেচেন তিনি।

নরেশ

কিছুই জানিনে মহারাজ।

বিক্রম

চ'লে গেচেন ? বিদ্রোহী প্রজাদের উত্তেজিত ক'র্‌তে ? ফিরিয়ে নিয়ে এসো, ধ'রে নিয়ে এসো, বেঁধে নিয়ে এসো শৃঙ্খল দিয়ে—স্বৈরিনী !

নরেশ

এমন কথা মুখে আনবেন না। আমরা সইতে পার্‌বো না।

বিক্রম

মুগ্ধ আমি ! ধিক্ আমাকে ! অন্ধ, দেখ্‌তেই পাইনি, সিংহাসনের আড়ালে ব'সে কাশ্মীরের কন্যা

চক্রান্ত ক'রছিলেন। স্ত্রীলোককে বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস নেই। অন্তঃপুরে ওকে কে রাখ্‌বে। কারাগার চাই।

নরেশ

এমন পাপ চিন্তা ক'র্‌বেন না, মহারাজ।

বিক্রম

তোমরা সবাই আছ এর মধ্যে। তুমিও আছ, নিশ্চয় আছ। চ'লে গেচেন। আগে তোমাদের দণ্ড দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ। দেবদত্ত কোথায়? কোথায় সেই বিশ্বাসঘাতক।

মন্ত্রী

বৃথা চঞ্চল হবেন না, মহারাজ। মহারাণী মনকে শান্ত ক'র্‌তে গেচেন, নিশ্চয় আপনিই ফিরে আস্‌বেন। অধীর হ'য়ে তাঁকে অপমান ক'র্‌লে চিরদিনের মতো তাঁকে আমরা হারাবো।

বিক্রম

ফিরে আস্‌বেন সে কি আমি জানিনে? আমাকে কেবল স্পর্দ্ধা দেখিয়ে গেলেন। মনে ক'রেচেন তাঁকে কাকুতি মিনতি ক'রে ফেরাবো। ভুল মনে ক'রেচেন। আমাকে এম্‌নি কাপুরুষ ব'লেই জানেন বটে! আমার পরিচয় পাননি! নিষ্ঠুর হবার প্রচণ্ড শক্তি আমার

আছে। আমাকে ভয় ক'র্‌তে হবে—এইবার তা বুঝ্‌বেন।

দূতের প্রবেশ

দূত

উত্তর-পথ থেকে মহারাণীর এই পত্র।

বিক্রম

(পত্র প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে) রাজকুমার নরেশ, সুমিত্রা এ-সব কী লিখেচেন। এর কী মানে?—"বিবাহের পূর্ব্বে একদিন রুদ্রভৈরবকে আত্মনিবেদন ক'র্‌তে গিয়েছিলেম। তাঁরই বলি ফিরিয়ে নিয়ে এসে দিলেম তোমাকে, তোমার রাজ্যকে। ব্যর্থ হ'লো, তুমিও পেলে না, তোমার রাজ্যও পেতে বাধা পেলো।"

নরেশ

মহারাজ, তুমি তো জানো, মহারাণী আগুনে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলেন—পুরবাসীরা ফিরিয়ে এনে তোমার হাতে দিলেন।

বিক্রম

সেই আগুন-যে সঙ্গে আন্‌লেন, দগ্ধ ক'র্‌লেন আমাকে। এই লও নরেশ, পড়ো, আমার চোখে অক্ষরগুলি নৃত্য ক'র্‌চে, আমি প'ড়্‌তে পার্‌চিনে!

নরেশ

মহারাণী লিখ্‌চেন, "আমি যাঁর কাছে নিবেদিত তাঁকে তাঁর অর্ঘ্য ফিরিয়ে দিতে চ'ল্‌লেম। কাশ্মীরে ধ্রুব-তীর্থে মার্ত্তণ্ডদেব আমাকে গ্রহণ ক'র্‌বেন। রূপ দিয়ে তোমাকে তৃপ্ত ক'র্‌তে পারিনি, শুভকামনা দিয়ে তোমার রাজ্যের অকল্যাণ দূর ক'র্‌তে পার্‌লুম না। যদি আমার তপস্যা সার্থক হয়, যদি দেবতাকে প্রসন্ন করি তবে দূর হ'তে তোমাদের মঙ্গল ক'র্‌তে পার্‌বো। আমাকে কামনা ক'রোনা, এই তোমার কাছে আমার শেষ নিবেদন। আমাকে ত্যাগ করো, তোমাদের শান্তি হোক্।"

বিক্রম

দেননি, তিনি কিছুই দেননি, সমস্ত ফাঁকি! নারী যে-সুধা এনেচে আমার দীনতম প্রজারও ঘরে, আমি রাজ্যেশ্বর তা'র কণাও পাইনি—আমার দিন রাত্রি তৃষ্ণায় শুকিয়ে গেচে, সুধাসমুদ্রের তীরে ব'সে। নরেশ, আজ আমাকে কী ক'র্‌তে হবে বলো, আমি মন স্থির ক'র্‌তে পারচিনে।

নরেশ

মহারাজ, আমার কথা যদি শোনো তাঁকে ফিরিয়ে আন্‌বার চেষ্টা ক'রোনা।

বিক্রম

কী ব'ল্‌লে! ক'র্‌বো না চেষ্টা! বিশ্বের সাম্‌নে আমার পৌরুষ ধিক্কৃত হবে! আনো আগে তাঁকে ফিরিয়ে, তা'র পর সর্ব্বসমক্ষে তাঁকে ত্যাগ ক'র্‌বো! রাষ্ট্রপালকে বলো তাঁকে আনুক্‌ বন্দী ক'রে।

নরেশ

হবে না, মহারাজ, সে হবে না, আমার প্রাণ থাক্‌তে সে হ'তে দেবো না।

বিক্রম

বিদ্রোহ?

নরেশ

হাঁ বিদ্রোহ! তুমি আত্মবিস্মৃত, তোমার অনুমোদন ক'রে তোমার অবমাননা ক'র্‌তে পার্‌বো না। তোমার রাজ্যসীমা অতিক্রম ক'র্‌তে এখনো তাঁর তিন চার দিন লাগ্‌বে। আমি নিজে যাবো তাঁকে ফিরিয়ে আন্‌তে।

বিক্রম

যাও, তবে এখনি যাও, শীঘ্র যাও। (নরেশের প্রস্থান) মন্ত্রী, তুমি ভাব্‌চো, তাঁকে ক্ষমা ক'রে ফিরিয়ে আনচি! একেবারেই নয়। রাজবিদ্রোহিণী তিনি,

আমি নিজেই দিতেম তাঁকে নির্ব্বাসন। আমার দণ্ড এড়িয়ে তিনি পালাচ্চেন, এই আমার ক্ষোভ।

মন্ত্রী

মহারাজ, তাঁকে দণ্ড দেবার কথা ব'লে আমাদের সকলকে দুঃখ দিচ্চেন। তিনি কাছে আস্‌লেই দেখ্‌তে পাবেন তাঁকে দণ্ড দেবার সাধ্য আপনার নেই।

বিক্রম

তা হ'তে পারে, আমি মুগ্ধ! এ মোহপাশ যাক্, যাক্ ছিন্ন হ'য়ে, আমি আন্‌বো না তাকে আমার কাছে। প্রতিহারী, রাজকুমার নরেশকে শীঘ্র ফিরিয়ে আনো। যেতে দাও, যেতে দাও, কাশ্মীরের কন্যাকে কাশ্মীরে ফিরে যেতে দাও।

মন্ত্রী

দাসের অনুনয় শুনুন, মহারাজ! রাজকুমার নরেশ তাঁকে ফিরিয়ে আনুন, তা'র পরে আজকের দিনের এই ক্ষত-বেদনা ভুল্‌তে দেরি হবে না।

বিক্রম

মিনতি ক'রে ফিরিয়ে আনা নয়, নয়, কিছুতেই নয়। একদিন যুদ্ধ ক'রে তাঁকে জালন্ধরে এনেচি— পুনর্ব্বার যুদ্ধ ক'রেই তাঁকে জালন্ধরে ফিরিয়ে আন্‌বো!

মন্ত্রী

যুদ্ধ ক'রে ?

বিক্রম

হাঁ যুদ্ধ ক'রেই। কাশ্মীরের অভিমানে কাশ্মীরে চলেচেন—জালন্ধরের অপমান ঘোষণা ক'র্‌বেন। পদানত ধূলি-শায়ী কাশ্মীরের চোখের উপর দিয়ে নিয়ে আস্‌বো তাঁকে বন্দিনী ক'রে, যেমন ক'রে দাসীকে নিয়ে আসে। এই কাশ্মীরের স্পর্দ্ধা মনের মধ্যে গোপনে পোষণ ক'রে এতদিন আমাকে উপেক্ষা ক'রেচেন। এবার তলোয়ার দিয়ে তা'র মূল উৎপাটিত ক'বে তবে আমি শান্তি পাবো। মন্ত্রী, বৃথা তর্কের চেষ্টা ক'রোনা—এই মুহূর্ত্তে সৈন্য প্রস্তুত ক'র্‌তে বলো গে।

মন্ত্রী

মহারাজ, ইতিমধ্যে তবে কি বিনা-বাধায় বিদ্রোহী সামন্ত-রাজদের দেবে রাজ্য অধিকার ক'র্‌তে ?

বিক্রম

না।

মন্ত্রী

তাহ'লে আপাতত এদের সঙ্গে যুদ্ধ সেরে তবে অন্য কথা।

বিক্রম

যুদ্ধ নয়।

মন্ত্রী

তবে ?

বিক্রম

সন্ধি।

মন্ত্রী

মহারাজ কী ব'ল্লেন, সন্ধি ?

বিক্রম

হাঁ। সন্ধি ক'র্‌বো, ওরাই হবে কাশ্মীর-অভিযানে আমার সঙ্গী।

মন্ত্রী

সন্ধি ক'র্‌বে! মহারাজ, ক্ষোভের মুখেই এমন কথা ব'ল্‌চো।

বিক্রম

তোমার মন্ত্রণা দেবার সময় চ'লে গেচে। এখন বিনা বিচারে আমার আদেশ পালন করো।

মন্ত্রী

তবু ব'ল্‌তে হবে। যা সঙ্কল্প ক'রেচো তাতে রাজ্যের সমস্ত প্রজা উন্মত্ত হ'য়ে উঠ্‌বে।

বিক্রম

উন্মত্ততা গোপন থাক্‌লে স্থায়ী হ'য়ে থাকে—উন্মত্ততা প্রকাশ হ'লে তাকে দমন করা সহজ। সেজন্যে আমার কোনো চিন্তা নেই। দূতকে ডেকে পাঠাও!

[উভয়ের প্রস্থান

কন্দর্পের পুষ্পমূর্ত্তি ও পূজোপকরণ নিয়ে
বিপাশা ও তরুণীগণের প্রবেশ

বিপাশার গান

বকুল গন্ধে বন্যা এলো দখিন হাওয়ার স্রোতে।
পুষ্পধনু, ভাসাও তরী নন্দন-তীর হ'তে।

মহারাজা ব'ল্‌ছিলেন এইখান থেকে যাত্রারম্ভ হবে। মাধবী-বিতানে তিনি আমাদের সঙ্গে যাবেন। কই তাঁকে তো দেখ্‌চিনে।

প্রথমা

আমাদের গান শুন্‌তে পেলেই দেখা দেবেন।

গান (অনুবৃত্তি)

পলাশ কলি দিকে দিকে
তোমার আখর দিল লিখে,
চঞ্চলতা জাগিয়ে দিল অরণ্যে পর্ব্বতে।

দ্বিতীয়া

কিন্তু মহারাজ তো এলেন না—গোধূলি-লগ্ন ব'য়ে যাচ্চে। ঐ-তো দিগন্তে চাঁদের রেখা দেখা দিল।

বিপাশা

লগ্ন এলেই কী আর গেলেই কী, আমাদের তাতে কী আসে যায়। গান থামাস্ নে। মহারাজ বলেচেন উৎসবকে জাগিয়ে রাখতে—একটুও যেন ম্রিয়মাণ না হয়।

গান (অনুবৃত্তি)

আকাশ-পারে পেতে আছে একলা আসনখানি,—
নিত্যকালের সেই বিরহীর জাগ্‌লো আশার বাণী।
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে
নবীন প্রাণের পত্র আসে,
পলাশ জবায় কনক-চাঁপায় অশোকে অশ্বথে॥

বিক্রমের প্রবেশ

বিপাশা

মহারাজ, সময় হ'য়েচে।

বিক্রম

হাঁ সময় হ'য়েচে—এবার ফেলে দাও এ-সব—দ'লে ফেলে দাও ধূলোয়।

প্রথমা

মহারাজ কী ক'র্‌লেন, এ-যে দেবতার মূর্ত্তি।

বিক্রম

এমন অক্ষম, এমন ব্যর্থ, এমন মিথ্যা, ওকে বলো দেবতা! বিড়ম্বনা! এই আমি ওকে পায়ের তলায় দ'ল্‌চি! দ্বারী!

দ্বারী

কী মহারাজ।

বিক্রম

নিবিয়ে দিতে ব'লে দাও এই সব আলোর মালা। দ্বারের কাছে বাজিয়ে দাও রণভেরী।

[রাজা ও তরুণীগণের প্রস্থান

নরেশের প্রবেশ

নরেশ

বিপাশা, শুনে যাও।

বিপাশা

কী, বলো।

নরেশ

চ'লে গেলেন।

বিপাশা

কে চ'লে গেলেন ?

নরেশ

আমাদের মহারাণী।

বিপাশা

কোথায় চ'লে গেলেন ?

নরেশ

জানো না তুমি ?

বিপাশা

না।

নরেশ

তিনি গেচেন একলা ঘোড়ায় চ'ড়ে কাশ্মীরের পথে।

বিপাশা

বলো, বলো, সব কথাটা বলো।

নরেশ

পত্র পাঠিয়েচেন তিনি আর ফিরবেন না। ধ্রুব-তীর্থে মার্ত্তণ্ড মন্দিরে আশ্রয় নেবেন।

বিপাশা

আহা, কী আনন্দ! মুক্তি এতদিন পরে!

নরেশ

বিপাশা, তাঁকে তো বাঁধতে কেউ পারেনি!

বিপাশা

শিকল পরাতে পারেনি, খাঁচায় রেখেছিলো। পাখা বাঁধিয়ে দিয়েছিলো সোনা দিয়ে। ধ'রতে গিয়ে তাঁকে হারালো। এই হারানোর কী অপূর্ব্ব মহিমা। সূর্য্যাস্তরশ্মির পশ্চিম যাত্রা! কিন্তু এই অন্ধরা কি এর পুণ্যরূপের ছটা দেখ্‌তে পেলে?

নরেশ

আমরা যাবো তাঁকে ফেরাতে। এতক্ষণে তিনি গেচেন নন্দীগড়ের মাঠের কাছে।

বিপাশা

যেয়ো না যেয়ো না, তিনি তোমাদের নন; তাঁকে পাওনি, পাবেও না। আজ ভাঙা-উৎসবের ভিতর দিয়ে তিনি ছাড়া পেলেন পাষাণের বুক-ফাটা নির্ঝরের মতো।

গান

প্রলয়-নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে
হে নটরাজ, জটার বাঁধন প'ড়লো খুলে।

জাহ্নবী তাই মুক্তধারায়
উন্মাদিনী দিশা হারায়,
সঙ্গীতে তা'র তরঙ্গদল উঠলো দুলে।
রবির আলো সাড়া দিল আকাশপারে।
শুনিয়ে দিল অভয়বাণী ঘর-ছাড়ারে।
আপন স্রোতে আপনি মাতে,
সাথী হ'লো আপন সাথে,
সব-হারা সে সব পেলো তা'র কূলে কূলে ॥

এই গান আমরা পাহাড়ে-গাই বসন্তে যখন বরফ গ'লতে থাকে, ঝর্‌নাগুলো বেরিয়ে পড়ে পথে-পথে। এই তো তা'র সময়—ফাল্গুনের স্পর্শ লেগেচে পাহাড়ের শিখরে শিখরে, হিমালয়ের মৌন গেচে ভেঙে।

নরেশ

খুব খুসি হ'য়েচো, বিপাশা?

বিপাশা

খুব খুসি আমি।

নরেশ

কোনো দুঃখই বাজচে না তোমার মনে?

বিপাশা

এমন সুখ কোথায় পাবো, কুমার, যাতে কোনো দুঃখই নেই ?

নরেশ

বন্ধন তো কাট্‌লো, এখন তুমি কী ক'র্‌বে ?

বিপাশা

যাঁর সঙ্গে ঘরে ছিলাম তাঁর সঙ্গেই পথে বেরবো।

নরেশ

তোমাকেও আর ফেরাতে পার্‌বো না ?

বিপাশা

কী হবে ফিরিয়ে, বন্ধু ! হয়তো বাঁধতে গিয়ে ভুল ক'র্‌বে।

নরেশ

আচ্ছা যাও তুমি। আমার মন ব'ল্‌চে মিলবো একদিন। এখানে আমারো স্থান নেই।

বিপাশা

কেন নেই, কুমার ?

নরেশ

মহারাজ স্থির ক'রেচেন কাশ্মীরে যুদ্ধযাত্রা

ক'র্‌বেন—যুদ্ধে জয় ক'রেই মহারাণীকে ফিরিয়ে আনবেন।

বিপাশা

সেও ভালো। এমনি রাগ ক'রেও যদি রাজার পৌরুষ জাগে তো সেও ভালো।

নরেশ

ভুল ক'র্‌চো বিপাশা। এ পৌরুষ নয়, এ অসংযম,—ক্ষত্রিয়-তেজ এ'কে বলে না। যে-উন্মত্ততায় এতদিন আপনাকে বিস্মৃত হ'তে লজ্জা পাননি এ-ও সেই উন্মাদনারই রূপান্তর। কোনো আকারে মোহ-মাদকতা চাই, নিজেকে ভুলতেই হবে এই তাঁর প্রকৃতি। মীনকেতুরই কেতনে রক্তের রঙ মাখাতে চ'লেচেন— কল্যাণ নেই। আমাকেও যেতে হ'লো কাশ্মীরে।

বিপাশা

লড়াই ক'র্‌তে?

নরেশ

মহারাণীকে এই কথা জানাতে, যে, যারা কাশ্মীরে যুদ্ধ ক'র্‌তে এসেচে তা'রা জালন্ধরের আবর্জ্জনা, তাদের পাপে আমাদের সকলকে যেন তিনি অপরাধী না করেন।

বিপাশা

যাবে তুমি ? সত্যি যাবে ?

নরেশ

হাঁ, সত্যি যাবো।

বিপাশা

তবে আমিও তোমার পথের পথিক।

নরেশ

তা হ'লে এ পথের অবসান যেন কখনো না হয়।

বিপাশা

তুমি আর ফিরবে না ?

নরেশ

ফেরবার দ্বার বন্ধ। রাজা আমাকে সন্দেহ ক'র্‌তে আরম্ভ ক'রেচেন। অন্ধ সংশয়ের হাতে যেখানে রাজদণ্ড, রাজার বন্ধুদের স্থান সেখান হ'তে বহুদূরে।

[উভয়ের প্রস্থান

দেবদত্ত ও নারায়ণী

দেবদত্ত

শোনো, শোনো !

নারায়ণী

অনেক তো শুনেচি। আরো শোনবার বাকি আছে নাকি ?

দেবদত্ত

গোলমাল বেধেচে ।

নারায়ণী

তা বুঝেচি, নইলে অসময়ে আমার সঙ্গে হাসি-তামাসা ক'র্‌তে আসবে কেন ?

দেবদত্ত

ঐ অভ্যাসটা আছে ব'লেই বেঁচে আছি। কলিকে দাবিয়ে রাখ্‌বার প্রধান উপায় তাকে হেসে হেসে হয়রাণ করা। রাজা চ'লেচেন যুদ্ধ ক'র্‌তে।

নারায়ণী

কার সঙ্গে ?

দেবদত্ত

সেটা তিনি ঠিক জানেন না। আমার বোধ হ'চ্চে তাঁর নিজেরি সঙ্গে।

নারায়ণী

যা কেউ জানে না তা তোমারই বা জানবার কী

এত দরকার বলো তো ? আগে-ভাগে অমঙ্গলের কথা মনে-মনে ঠাওরাবার বিদ্যেটা ছাড়ো।

দেবদত্ত

আমি ছাড়্‌তে চাইলেও সে ছাড়ে না-যে। রাজা চ'ল্‌লেন কাশ্মীরে।

নারায়ণী

একটি রাণী গেচে, আরেকটি রাণী আনতে চান বুঝি ?

দেবদত্ত

কিছু না। নিজের উপর ধিক্কার হ'য়েচে তাই অন্য একজনের কান ম'ল্‌তে পার্‌লে আরাম পাবেন। যে-আগুন অন্তরে জ্ব'লেচে তাই নিয়ে পরের ঘরে অগ্নিকাণ্ড ক'র্‌তে বেরবেন, অতএব প্রিয়ে—

নারায়ণী

এর মধ্যে তোমার আবার অতএবটা কোথায় ?

দেবদত্ত

অতএব আমাকে বিদায় নিতে হ'চ্চে। সময় বেশি নেই ; তোমার পক্ষের ভূমিকাটা যথোচিত শীঘ্র সেরে নাও।

নারায়ণী

আমার ভূমিকা কিসের !

দেবদত্ত

যথা, পড়ো ঐখানে আছাড় খেয়ে, বলো হা হতোঽস্মি, হা দগ্ধোঽস্মি !

নারায়ণী

মিছে ব'কো না, সত্যি ক'রে বলো, কোথা যাবে ?

দেবদত্ত

রাজার সঙ্গে কাশ্মীরে।

নারায়ণী

হঠাৎ দ্রোণাচার্য্য হ'লে নাকি ? পুরোহিতের পদ পেয়েছিলে সেটা এর চেয়ে মানাতো তোমাকে।

দেবদত্ত

ব্রাহ্মণী, সমস্তই খেলা। নাটের গুরু যিনি তিনি একই মানুষকে কত সাজেই সাজান্। পালা যেখানে শেষ হবে সেখানে সকল নটেরই মুখোষ ঘুচে বেরবে এক চেহারা। প্রেয়সী, আপাতত তোমার স্বুরু হবে বিরহিণীর পালা। পথিকবধূর আসর ভালো ক'রেই জমাতে পার্‌বে। এসেচে ফাল্গুন মাস, মলয় সমীরণ প্রস্তুত আছে।

নারায়ণী

তাহ'লে তোমার যাত্রার আয়োজন ঠিক ক'রে দিই।

দেবদত্ত

এত তাড়াতাড়ি! পায়ে ধরা, নিষেধ করা, অশ্রুবিগলিত কজ্জল-রেখায় গণ্ডযুগলে কালিমা বিস্তার করা প্রভৃতি উপসর্গ ডিঙিয়ে একেবারেই তৃতীয় অঙ্ক থেকে সুরু!

নারায়ণী

নিষেধ ক'র্‌তে পার্‌লুম না। জানি, সময় এসেচে। যাও তোমার কাজে। স্পর্দ্ধা ক'রে অনাবশ্যক দুঃসাহসিকতা ক'রো না, এই তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মহারাণীকে কি ফিরিয়ে আনবে?

দেবদত্ত

কোথায় ফিরিয়ে আনবো? নির্ব্বাসিত লক্ষ্মীকে কি ভাঙা ঐশ্বর্য্যের উচ্ছিষ্টের মধ্যে ফেরানো চলে? দুর্ভাগা জালন্ধরের প্রাঙ্গণে তাঁর যাওয়া এবং আসার পদচিহ্ন রইলো, সেই আমাদের যথেষ্ট।

৩

কাশ্মীর

১

সর্ব্বনাশ! বলো কি!

২

চলো, আর দেরি নয়।

১

ঠিক জানো তো?

২

তরাইয়ে গিয়েছিলুম ভালুকের চামড়া বেচ্‌তে—স্বচক্ষে দেখে এলুম জালন্ধরের সৈন্য। আর দেখ্‌লুম ধনদত্তকে, চন্দ্রসেনের দূত। দুই পক্ষে বোঝা-পড়া চ'ল্‌চে।

১

ওদের পথ আগ্‌লানো হবে না?

২

কে আগ্‌লাবে? খুড়ো মহারাজ নিজের পথ

খোলসা ক'র্‌চেন। এবার আমরা প্রজারা মিলে যে-দিন যুবরাজকে রাজা ক'র্‌তে দাঁড়িয়েচি—এমনি অদৃষ্ট—ঠিক সেই-দিনেই এসে প'ড়লো বিদেশী দস্যু। খুড়ো রাজা এবার কাশ্মীরের রাজছত্রের উপর জালন্ধরের ছত্র চড়িয়ে সিংহাসনে নিজের অধিকার পাকা ক'রে নিতে চেষ্টা ক'র্‌চেন।

১

কিন্তু দেখো বলভদ্র, এ-সংবাদ এখন প্রচার ক'রে অভিষেক ভেঙে দিয়ো না। এখানকার অনুষ্ঠান চ'ল্‌তে থাক্—আজকের মধ্যেই সমাধা হ'য়ে যাবে। ইতিমধ্যে আমরা যা ক'র্‌তে পারি করি গে। রণজিৎকে পাঠাও পত্তনে। আর জঠিয়াতে খবর দাও কাঠুরিয়া পাড়ায়—আমি চ'ল্‌লেম রঙ্গীপুরে। ঘোড়া যার যতগুলো পাওয়া যায় ধ'রে আনা চাই। পাঁচ-মুড়ির মহাজনদের গমের গোলা আটক ক'র্‌তে হবে—অন্তত দু-মাসের যুদ্ধের খোরাক দরকার।

২

এবার আমরা মরি আর বাঁচি, ঐ-পিশাচের অভি-প্রায় কিছুতেই সিদ্ধ হ'তে দেবো না। কুমারের অভিষেক আজ সম্পন্ন হওয়াই চাই। তা'র পর থেকেই

চন্দ্রসেনকে রাজ-বিদ্রোহী ব'লে গণ্য ক'র্‌বো। ওরে, তোরা তোরণে দেবদারু শাখায় মালাগুলো শীঘ্র খাটিয়ে দে। ভেরীওয়ালাকে বল্ না বাজিয়ে দিতে ভেরী।

২

সবাই এসে জড়ো হোক্। এই-যে মহীপাল— তোমাকে অত্যন্ত দরকার।

মহীপাল

কেন, কী হ'য়েচে ?

২

সে-কথা এখানে বলা চ'ল্‌বে না। চলো ঐ দিকে। দেরি ক'রো না।

[সকলের প্রস্থান।

আর একদল

১

ব্যাপারখানা কী ভাই !

২

আকাশ থেকে প'ড়্‌লে নাকি ?

১

সেই রকমই তো বটে। দুঃখের কথাটা বলি।

জানো তো পেটের দায়ে একদিন ঢুকেছিলুম খুড়ো-রাজার প্রহরীর দলে। খুব মোটা মাইনে নইলে ওঁর কাজে লোক আস্‌তে চায় না। স্ত্রীর গায়ে গহনা চ'ড়লো—কিন্তু লজ্জায় সে ইঁদারায় জল আন্‌তে যাওয়া বন্ধ ক'র্‌লে। আমাদের পাড়ায় থাকে কুন্দন; সকলের নামে সে ছড়া কাটে। সে আমার নাম দিলে খুড়ো গণেশের খুড়তুতো ইঁদুর। শুনে দেশসুদ্ধ লোক খুব হাস্‌লে, আমি ছাড়া।

৩

বাহবা, ঠিক নামটা বের ক'রেচে তোদের কুন্দন। দেশে খুড়তুতো ইঁদুরের বাড়াবাড়ি হ'তে চ'ল্‌লো। ঘরের ভিত্‌ পর্য্যন্ত ফুটো ক'রে দিলে রে, দাঁত বসাচ্চে সব তাতেই, এইবার ওদের গর্ত্তে লাগাবো আগুন। তা'র পরে বুদ্ধু, পিঠে গণেশঠাকুরের শুঁড়-বুলোনি সইলো না বুঝি?

১

অনেকদিন অনেক সহ্য ক'র্‌লুম। শেষকালে যেদিন খুড়োরাজা খুসি হ'য়ে আমাকে প্রহরীশালার সর্দ্দার ক'রে দিলে—সেইদিন পথের মধ্যে দেখা আমার ছোটো শালীর সঙ্গে। জানো তাকে—

২

জানি বই কি। ঐ তোদের রূপমন্তী, খাসা মেয়ে রে! তোদের ছড়া-কাটিয়ে তাকেই তো বলে মৃত্যু-শেল।

১

সে আমাকে দেখে বাঁ পা দিয়ে মাটিতে এক লাথি মার্‌লে—ধুলো উড়িয়ে দিলে,—পায়ের মল ঝম্ ঝম্ ক'রে উঠ্‌লো,—মুখ বাঁকিয়ে চ'লে গেলো। আর সইলো না।

৩

হা হা হা হা! রাঙা পায়ের একঘায়ে ইঁদুরের ল্যাজ গেলো কাটা!

১

দিলেম ফেলে আমার পাগ্‌ড়ি প্রহরীশালার দ্বারে, —চ'লে গেলেম উত্তরে মালখণ্ডে—গ্রীষ্মভোর ছাগল চরাই—শীতকালে রাজধানীতে নিয়ে আসি, কম্বল বিক্রি করি। পণ ক'রেচি যখন হাতে কিছু টাকা হবে, পাগ্‌ড়িতে লাগাবো সোনার পাড়—যাবো আমার শ্যালীর বাড়ীতে, সেই বাঁ পায়ের লাথিটা সে ফিরিয়ে নেবে, তবে অন্য কথা। এই কথাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে

আস্‌ছিলেম ছাগলের পাল নিয়ে, যাচ্ছিলেম রাজধানীর দিকে। পথের মধ্যে একদল লোক ছাগলসুদ্ধ আমাকে হৈঃ হৈঃ শব্দে খেদিয়ে নিয়ে এলো এইখানে—ব'ল্‌লে এই আমাদের রাজধানী এইখানে—এই উদয়পুরে।

২

মুর্খু, মনে রাখিস্‌, আজ থেকে এর নাম উদয়পুর নয়, কুমারপুর।

১

মনে রাখা শক্ত হবে ভাই, এখানে আমার দাদা-শ্বশুরের বাড়ি—চিরদিন জানি—

৩

ভাব্‌না কী, তোর দাদাশ্বশুরের নাম ব'দ্‌লে দেবো।

১

তা যেন দিলে, কিন্তু আমার ছাগলের মহাজন থাকে সেইখানটাতে যাকে রাজধানী ব'লে জানতুম। সে-লোকটার কাছে দেনাও আছে পাওনাও আছে। নইলে তারো নাম বদল ক'রে দিলে খুসি হ'তুম।

২

আচ্ছা বেশ, তোর দেনাটা মাপ ক'রে দেওয়া গেল।

১

আর পাওনাটা ?

২

সেটা পরে দেখা যাবে—সময় মতো।

১

পেটের তাগিদ সময় মানবে না, দাদা। তা যাই হোক্—তোদের মুখের কথায় রাজধানী তৈরি হয় না তো ভাই—সেরকম চেহারা দেখ্‌চিনে।

৩

সবই কি চোখে দেখ্‌তে হয় ? মনে-মনে দেখ্‌।

১

কিন্তু ছাগলের দামটা মনে-মনে পেলে আমার চ'ল্‌বে না। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলো, দাদা!

৩

তবে শোন্, কুমার এলেন তীর্থ থেকে, তবু খুড়ো মহারাজ সিংহাসন আঁকড়েই রইলেন। দেখ্‌লুম টানাটানি ক'র্‌তে গেলে রক্তারক্তি হবে। ঠিক ক'রেচি এখানেই যুবরাজের রাজধানী বসিয়ে তাঁকে রাজা ক'র্‌বো। আজই অভিষেক।

১

এই আখরোটের বনে ?

২

কোথাকার গোঁয়ার এটা ? রাজা যেখানেই ব'স্‌বেন সিংহাসন সেইখানেই। আর তোকে যদি ইন্দ্রের আসনেও বসাই তা'র তলা থেকে ছাগল ডাক্‌তে থাক্‌বে রে !

১

না ডাক্‌লেও সুখ হবে না, ভাই, মন কেমন ক'র্‌বে। কিন্তু একটা কথা বুঝ্‌তে পার্‌চিনে। ছিলেন এক রাজা, হ'লেন দুই রাজা, ভার সইবে ? এক ঘোড়ার দুই সওয়ার, ল্যাজের দিকে লাগাম টান্‌বে একজন, মুখের দিকে আর একজন, জন্তুটা চ'ল্‌বে কোন্ রাস্তায় ?

২

ওরে, জন্তুটার চেয়ে মুস্কিল হবে সওয়ারের—যিনি থাক্‌বেন ল্যাজের দিকে তাঁকে আপনিই খ'সে প'ড়্‌তে হবে। বুঝ্‌তে পেরেচিস্ ?

১

অনেকখানি বোঝা বাকি আছে। ল্যাজার মানুষটা খ'সে পড়্‌বার আগে খাজনা দেবো কাকে ?

৩

খাজনা দিতে হবে মহারাজ কুমারসেনকে।

১

তা'র পরে ?

৩

তা'র পরে আর কিছুই নেই।

১

খুড়ো মহারাজ তো সিংহাসনে ব'সে উপোষ কর্‌বার ব্রত নেন্‌নি। যখন ক্ষিদে চ'ড়ে যাবে তখন ?

২

সে-কথা খুড়ো মহারাজ চিন্তা ক'র্‌বেন, আমরা সবাই পণ ক'রেচি খাজনা দেবো মহারাজ কুমারসেনকে, আর কাউকে নয়।

১

ঠিক ব'ল্‌চো, দাদা, সবাই পণ ক'রেচো ?

২

হাঁ সবাই।

১

বরাবর দেখে আস্‌চি তোমরা মোড়লরা পিছন থেকে চেঁচিয়ে ব'লো, বাহবা, আর সাম্‌নে থেকে মাথায়

বাড়ি পড়ে আমাদেরই। ঠিক ব'ল্‌চো, সবাই খাজনা দেবে কুমার মহারাজকে, কেউ পিছবে না?

৩

কেউ না, কেউ না। আজ মহারাজের পা ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ ক'র্‌বো।

৩

এ কথা ভালো। মার তো কপালে লেখাই আছে। একলা খাই সেইটেই দুঃখ। দেশ জুড়ে মারের ভোজ ব'সে যায় যদি, পাত্‌ পাড়্‌তে ভয় করিনে।

২

এই রইলো কথা?

১

হাঁ রইলো।

৩

পিছবি নে?

১

পিছবার রাস্তাটা তোমরাই খোলসা রাখো, সে রাস্তা আমরা খুঁজেই পাইনে।

৩

ওরে বোকা, ম'র্‌তে পারিনে, তা নয়, কিন্তু আমরা ম'লে তোদের দশা কী হবে।

১

আমাদের অন্ত্যেষ্টি সংকারটা বন্ধ থাক্‌বে।

একদল স্ত্রীলোকের প্রবেশ

প্রথমা

রাজার অভিষেকের সময় হ'লো ?

২

না, এখনো দেরি আছে। তোমরা প্রস্তুত আছ তো ?

প্রথমা

আমাদের জন্যে ভেবো না গো, ভেবো না। তোমাদের পুরুষের মধ্যেই দেখি কেউ বা এগোন্ কেউ বা পিছোন্। কেউ ব'ল্‌চেন সময় বুঝে কাজ, কেউ ব'লচেন কাজ বুঝে সময়। মাঝের থেকে সময় যাচ্চে চ'লে।

দ্বিতীয়া

দেখে এলেম তোমাদের ন্যায়বাগীশ এখনো ব'সে তর্ক ক'র্‌চেন যিনি রাজা তিনি সিংহাসনে বসেন, না

যিনি সিংহাসনে বসেন তিনিই রাজা। এই নিয়ে দুই পক্ষে মাথা ভাঙাভাঙি চ'ল্‌চে আমাদের পাড়ায়। মেয়েরা কাল সমস্ত রাত ধ'রে সাজিয়েচে মাঙ্গল্যের ডালা।

তৃতীয়া

ভোর থেকে যে-যার গ্রাম থেকে সব বেরিয়ে প'ড়লো।

১

আর লজ্জা দিয়ো না আমাদের। এ কথা মেনে নিচ্চি মেয়েদের মতো পুরুষ মেলে না। তোমাদের গানের দল আছে তো?

দ্বিতীয়া

হাঁ, তা'রা এলো ব'লে।

২

তোমাদের উমিচাঁদের মেয়ে?

তৃতীয়া

সেই তো সব দল ডেকে আনচে।

২

নন্দপল্লীর উপযুক্ত মেয়ে বটে! সেদিন বিতস্তার ঘাটে আমাদের করমচাঁদ গিয়েছিলেন তাকে গোটাদুয়েক মিঠে কথা ব'ল্‌তে। কঙ্কণের এক ঘা খেয়েই মুখ বন্ধ।

প্রথমা

জানো না বুঝি, সে ব'লেচে বেত্রবতী নাম নেবে—কুমারমহারাজের সিংহাসনের পশ্চাতে থাকবে তা'র পরিচারিকা হ'য়ে।

১

দাদা, তা হ'লে আমি ছাগল-চরানোর ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে রাজার ছত্রধর হবো।

২

ওরে বুদ্ধু, এই খানেক আগেই তোকে দো-মনা দেখেচি, এক মুহূর্ত্তে রাজভক্তি ভরপূর হ'য়ে উঠ্‌লো কিসে?

১

এক আগুন থেকে আর এক আগুন জ্বলে।

৩

তুই তো ছাগল চরাতে গিয়েছিলি, উত্তর খণ্ডের খবর কিছু এনেচিস?

১

কাউকে যদি না বলো তো বলি।

৩

ভয় কিসের। ব'লে ফেল্ না।

১

ব'ল্‌লে না প্রত্যয় যাবে স্বয়ং রাণী সুমিত্রাকে দেখেচি ভৈরবীবেশে চ'লেচেন ধ্রুবতীর্থে।

২

পাগল রে।

প্রথমা

না গো—উনি মিথ্যা ব'ল্‌চেন না। আমিও শুনেচি বটে। কাউকে ব'ল্‌তে সাহস করিনি।

৩

কার কাছে শুন্‌লে ?

প্রথমা

ঐ-যে আমার ভাসুরঝি মন্দাকিনী। তীর্থ ক'রে ফিরে আস্‌ছিলো। পথে দেখা। রাজকুমারী চ'লেচেন মার্ত্তণ্ডদেবের উপাসিকার দীক্ষা নিতে।

২

বিশ্বাস করি কী ক'রে ? বুদ্ধু, তোর সঙ্গে কথা হ'লো কিছু ?

১

প্রণাম ক'রে ব'ল্‌লুম, তুমি আমাদের রাজকুমারী সুমিত্রা। তিনি ব'ল্‌লেন, আমার নাম তপতী।

জানিস্ তো সেই অপরূপ রূপ! সেই লাবণ্য যেন আগুনে স্নান ক'রে এলো। ব'ল্‌লেম, দেবী, চরণের সেবক হ'য়ে যাই সঙ্গে। তিনি নীরবে তর্জ্জনী তুলে ফিরে যেতে ইঙ্গিত ক'র্‌লেন।

৩

দুর্গমতীর্থে রাজকুমারী একলা চ'লেচেন, তুই এখানে এসে রাজবাড়িতে জানালি নে?

১

তুই একজনকে জানাতে গিয়েছিলেম—আমাকে মারে আর কি। বলে, আমি নেশা ক'রেচি।

আর একজনের প্রবেশ

৪

কিছুতে রাজি হ'লো না।

২

কার কথা ব'ল্‌চো?

৪

আমাদের সভাকবি দর্দ্দুর। খুড়োমহারাজের আশ্রয় ছাড়তে সাহস ক'র্‌লো না। আজ অভিষেকে কোনো রকমের একটা সভাকবি চাই তো।

৩

চাই বই কি। আজকের মতো রীতরক্ষা ক'রে তা'র পরে সংক্ষেপে বিদায় ক'র্‌লেই হবে।

৪

জোগাড় ক'রেচি একটি। মন্নু তাকে নিয়ে আসচে। বিদেশী, যাচ্চে ধ্রুবতীর্থে—সঙ্গে নারী আছে।

৩

এর থেকেই ঠাওরালে সে কবি?

৪

দেখ্‌লেম, গাছতলায় ব'সে মেয়েটি গান গাচ্চে আর সে বাজাচ্চে একতারা। মুখ দেখেই সন্দেহ হ'লো লোকটা আর কিছুই না পারুক্‌, গান বানাতে পারে। সিধে গিয়ে ব'ল্‌লুম, তুমি কবি, চলো, রাজার অভিষেক। প্রথমটা কিছুতেই মানতে রাজি নয়। ভাবলে তাকে পাগল ব'ল্‌লুম, না বোকা ব'ল্‌লুম। সঙ্গের মেয়েটি ব'ল্‌লে, হাঁ, ইনি কবি বই কি, নিশ্চয় কবি, অভিষেকে যেতে হবেই তো। অমনি মানুষটা জল হ'য়ে গেলো—আর "না" বল্‌বার জো রইলো না।

৩

"না" বল্‌বার মতো মেয়েটি নয় বোধ করি।

৪

একেবারেই না। দেখ্‌লেম দিব্যি বশ মেনেচে। মেয়েটি যদি ব'ল্‌তো, চলো, লড়াই ক'র্‌বে, তবে তখনি ছুটতো লড়াই ক'র্‌তে, কবিতা লেখা তো সামান্য কথা।

২

শুনে বুঝ্‌চি, লোকটি কবি। মনে তো আছে আমাদের ধরণীদাস! গৌরী-তরাইয়ের নথনী বুন্‌তো শাল, ধরণী আস্তে আস্তে দাঁড়াতো তা'র আঙিনার কোণে। আর সে দিত তা'র কুণ্ডল ঝুলিয়ে ঝঙ্কার— তারি চোটে ধরণী সাত খাতা জুড়ে ছড়া লিখেচে। ক্ষেতুলাল, তুই ধ'রেচিস্ ঠিক—লোকটা কবি!

৪

হোক্, বা না হোক্ চেহারায় মানাবে। ঐ যে আসচে।

মন্নুর সঙ্গে নরেশ ও বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা

(নরেশের প্রতি) কবি নরোত্তম, এঁদের বঞ্চিত ক'রো না। তোমাকে গান গাইতে ব'ল্‌তে সাহস

পাইনে। কিন্তু আমি তো তোমারি শিষ্যা, যথাসময়ে আমাকে অনুমতি ক'রো—আমি গাইবো।

নরেশ

তোমার ভক্তিতে আমি প্রীত। ভালো, অনুমতি ক'র্‌চি, গাও তুমি।

বিপাশা

সে কি প্রভু, এখনি? এখনো তো সময় হয়নি!

নরেশ

এতদিনেও আমার কাছে এ শিক্ষা হ'লো না, যে, গানের অসময় নেই?

১

কবি অন্যায় বলেন নি। ঐ দেখো না লোক জড়ো হ'য়েচে। সময় হ'লো।

বিপাশা

গান

দিনের পরে দিন-যে গেল আঁধার ঘরে,
তোমার আসনখানি দেখে মন-যে কেমন করে।
ওগো বঁধু, ফুলের সাজি
মঞ্জরীতে ভ'র্‌লো আজি,
ব্যথার হারে গাঁথবো তা'রে রাখ্‌বো চরণ 'পরে॥

পায়ের ধ্বনি গণি গণি রাতের তারা জাগে।
উত্তরীয়ের হাওয়া এসে ফুলের বনে লাগে।
ফাগুন বেলার বুকের মাঝে
পথ-চাওয়া সুর কেঁদে বাজে,
প্রাণের কথা ভাষা হারায় চোখের জলে ঝরে॥

১

হায়, হায়, খাঁটি কবি বটেরে! ছেড়ে দেওয়া হবে না। দাদাশ্বশুরের আটচালার এককোণে জায়গা ক'রে দেবো।

২

কবি, রচনা তোমারি বটে তো? ভণিতা নেই কেন? আমাদের বংশীলাল খুব লম্বা ক'রেই ভণিতা লাগায়।

নরেশ

ভণিতার সম্পর্ক রাখিনে। আমি জানি গান যে-গায় গান তারি। গানটা আমার, কি তোমার, এই অত্যন্ত বাজে প্রশ্ন যদি না ভুলিয়ে দিল তাহ'লে সে গান গানই নয়।

৩

কিন্তু দেখো কবি, আমার কেমন মনে হ'চ্চে এ গান আমি পূর্ব্বে শুনেচি এই কাশ্মীরেই।

নরেশ

বড়ো খুসি হ'লুম এ কথা শুনে। তুমি রসিক লোক। ভালো গান শুনলেই মনে হয় এ গান আগেই শুনেচি।

৩

মনে হ'চ্চে আমাদের কবি শশাঙ্ক যেন ঐ রকমের একটা—

নরেশ

কিছুই অসম্ভব নয়, কোনো কোনো কবি থাকেন যাঁর রচনা ঠিক অন্য লোকের রচনার মতোই হয়।

৩

কবি, ইচ্ছে ক'রচে, তোমাকে একটা মালা দিই।

নরেশ

মালা আমি নিইনে। আমার গান যাঁর কণ্ঠে, আমার মালাও তাঁরি কণ্ঠে পড়ে।

৪

সে তো ভালো কথা। উনি মালা পরার যোগ্য

বটেন। হাঁ গা, তোমাদের ডালিতে তো মালা অনেক আছে, একখানা দাও না ওঁকে প'রিয়ে দিই।

প্রথমা

হাঁ, দিলাম ব'লে!

৪

ভালোমানুষের ঝি, দিলে দোষ কী!

দ্বিতীয়া

তোমরা দোষ দেখ্‌তে পাবে কেন? পথে ঘাটে মালা পরিয়ে বেড়ানো তোমাদের স্বভাব-যে!

৩

মাসি, রাগ করো কেন?

দ্বিতীয়া

আর মাসি মাসি ক'র্‌তে হবে না!

৩

আচ্ছা, ছাড়লেম মাসি বলা, যা ব'ল্‌লে খুসি হও তাই ব'ল্‌বো। আপাতত একখানা মালা দাও না। ওঁকে পরিয়ে দিই।

তৃতীয়া

তোমরা কি লজ্জার মাথা খেয়ে ব'সেচো?

কোথাকার কে তা'র ঠিক নেই, রাজার অভিষেকের মালা দিতে হবে! এত সস্তা নয় গো!

১

ও-কথা ব'লো না, দিদি-শাশুড়ি, রাজা থাক্‌লে স্বয়ং ওকে মালা দিতেন।

দ্বিতীয়া

ভরততলীর লোক, তোমাদের ব্যাভারটা কী রকম গো! ওকে দিদিশাশুড়ি বলো কোন্ সম্পর্কে? ও-আমার বোনঝি।

১

মাসি ব'ল্‌তে সাহস হ'লো না। ভাবলুম দাদাশ্বশুরের গ্রামে থাকে, ঐ সম্পর্কের নামটা বেমানান হবে না;

প্রথমা

ঐ-যে রাজা আস্‌চেন শিবির থেকে। এখনো তো সময় হয় নি। এরা সব গান গেয়ে উৎপাত ক'রে ওঁকে বের ক'রে আনলে।

সকলে

জয়, মহারাজ কুমারসেনের জয়!

কুমারসেনের প্রবেশ

কুমার

শীঘ্র আমার অশ্ব প্রস্তুত করো।

৩

কবি, ধরো ধরো একটা গান ধরো শীগ্‌গির।

বিপাশা

গান

তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর, পূর্ণ করো
ঐ-যে দেখি বসুন্ধরা কাঁপলো থরো থরো।
বাজলো তূর্য্য আকাশ-পথে,
সূর্য্য আসেন অগ্নি-রথে,
এই প্রভাতে দখিন হাতে বিজয়-খড়্গ ধরো।
ধর্ম্ম তোমার সহায়, তোমার সহায় বিশ্ববাণী।
অমর বীর্য্য সহায় তোমার, সহায় বজ্রপাণি।
দুর্গম পথ সগৌরবে
তোমার চরণ চিহ্ন লবে,
চিত্তে অভয় বর্ম্ম তোমার, বক্ষে তাহাই পরো॥

(বিপাশাকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে)

কুমারসেন

হঠাৎ এখানে এলে-যে।

বিপাশা

ছুটি পেয়েচি যুবরাজ।

কুমারসেন

সুমিত্রা?

বিপাশা

সে-বন্দিনীও ছুটি পেয়েচে।

কুমারসেন

মৃত্যু?

বিপাশা

না, নূতন প্রাণ।

কুমারসেন

অর্থ কী, বুঝিয়ে দাও।

বিপাশা

জালন্ধর ছেড়েচেন তিনি। গেচেন ধ্রুবতীর্থে—উপাসিকার দীক্ষা নেবেন।

কুমারসেন

তোমার কথাটাকে এখনো মনের মধ্যে ঠিক নিতে পার্‌চিনে।

বিপাশা

যুবরাজ, সুমিত্রাকে তো চেনো। সূর্য্যের তপস্যা

সেই জ্যোতির্ম্ময়ী ছাড়া কে গ্রহণ ক'র্‌তে পারে আজকের দিনে? আলোকের দূতী যারা, ভোগের ভাণ্ডারে তাদের বন্ধন রুদ্রদেব সহ্য ক'র্‌তে পারেন না।

কুমারসেন

আর জালন্ধররাজ বুঝি শৃঙ্খল হাতে নিয়ে ছুটেচেন।

বিপাশা

মাটির বাঁধ দিয়ে নদীকে বেঁধে তা'র স্রোতকে রাজভাণ্ডারে জমা করবার জন্যে। তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করো আমার ঐ পথের সঙ্গীকে।

কুমারসেন

তোমার পথের সঙ্গী?

বিপাশা

হাঁ যুবরাজ, আমার পথের সঙ্গী। চুপ ক'রে রইলে! এর থেকে বুঝচি তুমি বুঝেচো। এর উপরে কথা চলে না।

কুমারসেন

এতদিনে বন্ধন গ্রহণ ক'র্‌লে, বিপাশা?

বিপাশা

বিপাশা সিন্ধুনদীতে মিলেচে, সে মুক্ত-ধারার মিলন;

কুমারসেন

ওঁর নামটি বলো।

বিপাশা

ওঁর নাম নরেশ। রাজা বিক্রমের বৈমাত্র্য ভাই। ডেকে আন্‌চি।

কুমারসেন

নমস্কার, রাজকুমার!

নরেশ

নমস্কার!

কুমারসেন

তোমার মতো অতিথিকে পেয়ে আমার আজকের দিন সার্থক।

নরেশ

আমি আমার মহারাণীর অনুবর্ত্তী—তীর্থ-যাত্রী আমি, পথের অতিথি। তোমার দ্বারে আজ যে-অতিথি অনাহূত এসেচেন, তাঁর সংবাদ পেয়েচো? প্রস্তুত হ'য়েচো তো?

কুমারসেন

এই মাত্র সংবাদ পেয়েচি। আয়োজন নেই, কিন্তু আহ্বান ক'র্‌তে হবে। বিশেষ ক'রে আমারই সঙ্গে

তাঁর যুদ্ধের কারণ কী ঘটেচে তা এখনো পর্য্যন্ত বুঝতেই পারিনি।

নরেশ

কারণের প্রয়োজন হয় না। অন্ধ বিদ্বেষ অন্ধ ঈর্ষা বাইরে থেকে পথ খোঁজে না—স্বভাবের ভিতরেই তা'র আশ্রয়। তোমার মর্য্যাদা উনি সহ্য ক'র্‌তে পারেন না, তা'র অহৈতুক উত্তেজনা ওঁর দীনতার মধ্যে। এ-যে বিধাতার অভিশাপ। তা'র উপরে উনি মনে-মনে সন্দেহ করেন মহারাণী সুমিত্রা তোমার প্রশ্রয় পেয়েচেন বা তোমার প্রশ্রয় প্রার্থনা ক'র্‌তে এসেচেন।

কুমারসেন

এতদিনেও কি জানেন না সুমিত্রার পক্ষে তা অসম্ভব।

নরেশ

জানবার শক্তি যদি থাকতো তাহ'লে হারাবার দুর্ভাগ্য তা'র ঘট্‌তো না।

ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ

পুরোহিত

মহারাজ, অভিষেকের কাজ এখনি আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। মনে হ'চ্চে বিলম্বে বিঘ্ন হ'তে পারে। নানা-প্রকার জনশ্রুতি শোনা যাচ্চে।

কুমারসেন

অভিষেকের কাজ সংক্ষিপ্ত করো। বিলম্ব সইবে না।

পুরোহিত

চলো তবে মহারাজ, ঐ অশ্বত্থ-বেদিকায়। সকলে জয়ধ্বনি করো।

তুরী ভেরী শঙ্খধ্বনি

সকলে

জয় মহারাজাধিরাজ কাশ্মীরাধিপতির জয়!

কুমারসেন

বাহিরে ঐ কিসের কোলাহল?

অনুচরদের প্রবেশ

অনুচর

খুড়ো মহারাজ হঠাৎ উপস্থিত। প্রহরীরা ব'লচে প্রাণ থাক্‌তে তাঁকে এখানে প্রবেশ ক'র্‌তে দেবো না। তা'রা লড়াই ক'রে ম'র্‌তে প্রস্তুত। আদেশ করো, মহারাজ।

কুমারসেন

শান্ত করো প্রহরীদের। খুড়ো মহারাজকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে এসো।

[অনুচরদের প্রস্থান।

বিপাশা

আমরা তবে প্রচ্ছন্ন হই।

[নরেশ ও বিপাশার প্রস্থান।

চন্দ্রসেনের প্রবেশ

একদল

কোথায় চ'লেচো, চন্দ্রসেন? পাষণ্ড, কপট! কোথায় যাও বিশ্বাসঘাতক! ওকে বন্দী করো!

কুমারসেন

থামো তোমরা! এ-কেমন বুদ্ধি তোমাদের? উনি এসেচেন বিশ্বাস ক'রে আমার কাছে।

চন্দ্রসেন

কিছু ভয় নেই, বৎস, শুধু বিশ্বাসের উপর ভর ক'রে আসিনি। ওদের যদি অপঘাত মৃত্যুর ইচ্ছা থাকে নিরাশ ক'র্‌বো না।

কুমারসেন

প্রণাম, পিতৃব্যদেব। আমার অভিষেক-মুহূর্ত্ত তোমার সমাগমে সার্থক হ'লো। আমাকে আশীর্ব্বাদ করো।

চন্দ্রসেন

সে পরে হবে। সময় একটুও নেই। কেন এসেচি শোনো। সহসা জালন্ধররাজ সসৈন্যে কাশ্মীরে উপস্থিত।

কুমারসেন

শুনেচি সে সংবাদ। অভিষেকের কাজ সত্বর সমাধা ক'রবো।

চন্দ্রসেন

থাক্ এখন অভিষেক। অবিলম্বে চ'লো তা'র কাছে আত্মসমর্পণ ক'র্‌বে।

কুমারসেন

আত্মসমর্পণ! যুদ্ধ নয়?

চন্দ্রসেন

সৈন্য কোথায় তোমার?

কুমারসেন

কেন? রাজধানীতে সৈন্যের অভাব নেই।

চন্দ্রসেন

সে তো এখনো তোমার নয়।

. কুমারসেন

কিন্তু কাশ্মীরের তো বটে!

চন্দ্রসেন

বিক্রম তো কাশ্মীর চান না, তোমাকেই চান।

কুমারসেন

আমার মান অপমান কি কাশ্মীরের নয়?

চন্দ্রসেন

কী বলো তুমি! এ তো সামান্য আত্মীয়-কলহ। দাও তাঁর কাছে ধরা, চাও তাঁর স্নেহ ও ক্ষমা, হাসিমুখে সমস্ত নিষ্পত্তি হ'য়ে যাবে।

কুমারসেন

খুড়ো মহারাজ, তর্ক কর্‌বার সময় নেই, শেষবার জিজ্ঞাসা করি—রাজধানী থেকে সৈন্য পাবো না?

চন্দ্রসেন

রাজধানী! বিদ্রূপ ক'র্‌চো? শুনেচি ঐ আখরোট বনেই কাশ্মীরের রাজধানী। তোমার আদেশ এইখান থেকেই ঘোষণা ক'রো। আমাকে তো কোনো প্রয়োজন নেই! আমি বিদায় হই!

[প্রস্থান

সকলে

ধিক্ ধিক্। নিপাত যাও! কোটি জন্ম তোমার

নরক-বাস হোক্। সিংহাসনের কীট, সিংহাসনকে জীর্ণ ক'রে তা'র ধূলির মধ্যে তোমার বিলুপ্তি ঘটুক্।

কুমারসেন

স্তব্ধ হও! শোনো। জালন্ধর কাশ্মীর আক্রমণে এসেচেন, আমাকে একলা ল'ড়্‌তে হবে।

সকলে

মহারাজ, ন্যায় তোমার পক্ষে, ধর্ম্ম তোমার পক্ষে, সমস্ত কাশ্মীরের হৃদয় তোমার পক্ষে। জয় মহারাজা কুমারসেনের জয়! ধিক্ ধিক্ চন্দ্রসেনকে শত শত শত ধিক্!

কুমারসেন

চুপ করো, বৃথা উত্তেজনায় বল ক্ষয় ক'রো না। এখনি যাও সৈন্য সংগ্রহ করো গে।

সকলে

আর অভিষেক?

কুমারসেন

নাই বা হ'লো অভিষেক।

সকলে

সে হবে না, মহারাজ, সে হবে না। চন্দ্রসেনের চক্রান্ত শেষে সফল হবে! এ কিছুতেই পার্‌বো না

সইতে। আমরা আছি, সৈন্য-সংগ্রহের আয়োজনে এখনি চ'ল্‌লুম। কিন্তু উৎসব চলুক, অনুষ্ঠান শেষ হোক্‌!

কুমারসেন

ভয় নেই—মন্দিরে দেবসাক্ষী ক'রে তীর্থোদকে এক মুহূর্ত্তে আমার অভিষেক হ'য়ে যাবে। যদি ফিরে আসি উৎসব সম্পূর্ণ ক'র্‌বো। কিন্তু তোমরা যাও! আর বিলম্ব নয়।

সকলে

জয় মহারাজ কুমারসেনের! ধিক্‌ চন্দ্রসেন! ধিক্‌, ধিক্‌, ধিক্‌!

[সকলের প্রস্থান

নরেশ ও বিপাশার প্রবেশ

নরেশ

আমার রক্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌চে। এ অন্যায় সহ্য করাই অন্যায়—জালন্ধরের এই অক্ষয় কলঙ্ক কেমন ক'রে ব্যাপ্ত হ'তে দিই! মনে ক'র্‌চি কুমারসেনের সঙ্গে যোগ দেবো।

বিপাশা

না, রাজকুমার, তাতে ভালো হবে না।

নরেশ

কেন ভালো হবে না?

বিপাশা

এখানকার লোকেরা তোমাকে বিশ্বাস ক'র্‌বে না।

নরেশ

তবে আমাদের রাজাকে নিরস্ত ক'র্‌তে যাই?

বিপাশা

তিনিও তোমাকে বিশ্বাস ক'র্‌বেন না।

নরেশ

তবে কি আমাকে কোনো প্রয়োজন নেই?

বিপাশা

আছে প্রয়োজন। সুমিত্রার প্রতি দ্বিতীয়বার কেউ হস্তক্ষেপ ক'র্‌তে যেন না পারে আমাদের দুজনকে সেই ভার নিতে হবে।

একদল লোকের প্রবেশ

১

কৈ রে ভাই, অভিষেকের তো সাড়া-শব্দ নেই।

১

(নরেশকে) ওগো মশায়, আজ মহারাজ কুমার-সেনের অভিষেকের কথা—তা'র কী হ'লো ? আমরা পাঁচদিনের রাস্তা থেকে আস্‌চি।

নরেশ

অভিষেকের কথা ভাব্‌বার সময় নেই, মহারাজ বিক্রম এসেচেন কাশ্মীর আক্রমণ ক'র্‌তে।

৩

ওরে ভাই, তবে তো কথাটা সত্য, মথুর খোঁড়া ব'লেছিলো বটে, বিশ্বাস করিনি।

৪

তাই বটে! মহাজনগুলো সর্ব্বাগ্রে খবর পেয়েচে হঠাৎ তাই ব্যবসা গুটিয়ে নিতে ব'সেচে।

নরেশ

দৌড়ে যাও—সৈন্য সংগ্রহ করো গে—দেরি ক'রো না।

৩

কথাটা র'টে গেচে। এখন সব্বাইকে একত্র ক'রতে হবে। চল্‌ চল্‌, শীগ্‌গির চল্‌।

[সকলের প্রস্থান

আর একদল

১

আয় আয় কে তোরা লড়্‌বি আয়।

২

রাজি আছি—খুড়োরাজার দাড়িতে মশাল ধ'রিয়ে দেবো।

৩

খুড়োরাজাকে গুঁড়ো ক'রে দিতে হবে।

১

চল্‌ তা'র মুণ্ডুখানা খ'সিয়ে তাকে মুড়ো ক'রে দিইগে।

৪

এ সব হ'লো পরের কথা, আপাতত ল'ড়্‌তে চল্‌
—ধর্‌ গান্‌—

সকলে

যমের দুয়ার্‌ খোলা পেয়ে
ছুটেচে সব ছেলে মেয়ে
হরি বোল্‌, হরি বোল!

রাজ্য জুড়ে মস্ত খেলা,
মরণ বাঁচন অবহেলা,
সবাই মিলে প্রাণটা দিলে
সুখ আছে কি মরার চেয়ে—
হরি বোল্, হরি বোল!
বেজেচে ঢোল, বেজেচে ঢাক,
ঘরে ঘরে প'ড়েচে ডাক,
কাজ কর্ম্ম চুলোতে যাক্,
কেজো লোক সব আয়রে ধেয়ে—
হরি বোল্, হরি বোল!
রাজা প্রজা হবে জড়ো
থাক্‌বে না কেউ ছোটো বড়ো,
স্রোতের মুখে ভাস্‌বে সুখে
বৈতরণীর নদী বেয়ে।
হরি বোল্, হরি বোল!

আর একদলের প্রবেশ

১

কোথায়, মহারাজ কুমারসেন কোথায়?

২

তিনি মন্দিরে গেচেন প্রণাম ক'র্‌তে।

১

যা, যা, দৌড়ে যা, জালন্ধরের সৈন্য অন্ধ মুনির মাঠ পর্য্যন্ত এসেচে, পালানো ছাড়া এখন আর উপায় নেই।

[একজনের প্রস্থান

২

এইমাত্র-যে খুড়ো মহারাজ এসেছিলেন!

১

চাতুরী, চাতুরী। শত্রু পক্ষকে তিনি নিজে সন্ধান বাৎলিয়েচেন।

২

গ্রামে গ্রামে লোক গেচে সৈন্য জোগাড় ক'র্‌তে, কিন্তু সময় তো পাওয়া গেল না! এরা যুদ্ধ ক'র্‌তেও দিলে না রে!

৩

এ-যে বেড়া আগুন, কিছুই ক'র্‌তে পার্‌বো না, ম'র্‌বো শুধু! অসহ্য!

২

জালন্ধরের পাপিষ্ঠরা এ'কেই বলে যুদ্ধ করা! এ-তো মানুষ খুন-করা!

৩

চলো, ভাই, যুবরাজকে লুকিয়ে রাখ্‌তে হবে শম্ভু-প্রস্থের বনে;

আরেক দল

১

নাগ-পত্তন জ্বালিয়ে দিয়েচে রে, জ্বালিয়ে দিয়েচে।

২

বলিস্‌ কী!

৩

হাঁ, সেখানকার মানুষগুলো শেষ পর্য্যন্ত চেঁচিয়ে গলা ভেঙেচে—জয় মহারাজ কুমারসেনের জয়।

২

এর পিছনে আছে খুড়োরাজা। নাগ-পত্তন ওকে কিছুতেই মানেনি কি না, এবার তারি শোধ নিলে বিদেশীকে দিয়ে।

৩

তা হ'লে অনেক পত্তনেরই লীলা সাঙ্গ হবে।

১

খুড়োরাজার সব চেয়ে রাগ তাদের উপর, যারা ভিতরে ভিতরে জ্ব'ল্‌চে, মুখে কিছু ব'ল্‌চে না, যারা খাজনা দেয়,—এক পয়সা প্রণামী দেয় না, যারা হুকুম মানে, নেয় না পায়ের ধুলো।

২

অর্থাৎ তোমাদের পাড়াটি।

১

হাঁ আমাদের পাড়া। তা আমরা ওদের ফৌজের কাজ অনেক সংক্ষেপ ক'রেচি। নিজেরাই দিয়েচি আগুন লাগিয়ে, এক কণা গম-যব কোথাও বাকি রাখিনি। ওদের চল্‌বার রাস্তা খুব চওড়া হ'য়ে গেচে, কিন্তু পাত পেড়ে বস্‌বার জায়গা এক ছটাক নেই।

২

তোদের কী হবে ?

১

আমাদের হবে বানপ্রস্থ্য।

একজনের প্রবেশ

১

ওরে ভাই, বিক্রমরাজা একেবারে মারমূর্ত্তি—ওকে

কিসে যেন জ্বালা ধ'রিয়ে দিয়েচে। দয়া-ধর্ম্ম কিছুই মানচে না, সব মরুভূমি ক'রে দিলে। হিংসার নেশায় ওর আর হুস্ নেই। কিন্তু এবার খুড়ো রাজারও মাথা ঘুরিয়ে দিয়েচে।

২

কী হ'য়েচে, কী হ'য়েচে!

১

হুকুম হ'য়েচে সুমিত্রা মহারাণীকে এনে দেওয়া চাই। ওদিকে মহারাণী দীক্ষা নিয়ে মার্ত্তণ্ডদেবের উপাসিকা হ'য়েচেন—গায়ে হাত দেওয়া চলে না।

২

খুড়ো রাজা কি ওটুকু মান্‌বে ?

১

ওর ধর্ম্ম নেই বলেই ভয় আছে বেশি।

২

কিন্তু জালন্ধরের রাজা সৈন্য নিয়ে তীর্থ পর্য্যন্ত যদি চড়াও করে ?

১

সে-কথা রাজা বিক্রমের মনে উঠেছিলো—কিন্তু হিসেব ক'রে দেখ্‌লেন, দেবতার কৃপায় পথের মধ্যেই

সবশুদ্ধ মোক্ষ লাভ হবে, শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছতেই হবে না।

২

কেন বলো তো।

১

ওদিকে যাস্‌নি বুঝি কখনো? দুর্গম পথ, পাঁচজন লোক থাকলেই পাঁচ-মুহূর্ত্তে পাঁচশো লোককে কেবল ঢেলা মেরে মেরে পঞ্চত্ব পাইয়ে দিতে পারে।

৩

কিন্তু দাদা, মনে একটা বড়ো খট্‌কা বাধ্‌চে— রাজকুমারী তাঁর স্বামীর ঘর ছেড়ে—

১

পঞ্চু বাঁদর, থাম্ ব'ল্‌চি, মুখ বন্ধ কর্, নইলে ম'র্‌বি, নিতান্তই ম'র্‌বি হতভাগা। সাধ্বী পুণ্যবতী, স্বয়ং সবিতা-দেব তাঁকে ডেকে নিয়েচেন—যে-সে স্ত্রীলোক পেয়েচিস্, যে, পাপমুখে তা'র বিচার ক'র্‌বি?

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত

শোনো, শোনো, তোমাদের মধ্যে কুন্তীপুরের মানুষ কেউ আছ?

১

কেন বলো তো ?

দেবদত্ত

চন্দ্রসেনের সঙ্গে বিক্রম মহারাজের পরামর্শ হ'য়েচে, সেখানে সৈন্য পাঠাবেন উৎপাত কর্‌বার জন্যে।

২

কেন, বেছে বেছে সেখানেই উৎপাত করা কেন ? আমরা অন্য পাড়ায় থাকি, আমরা উৎপাতের যোগ্যই নই না কি ? পরিচয় পাবেন শীগ্‌গির।

দেবদত্ত

কুন্তীপুরের কামারদের কাছ থেকে কুমারসেন সৈন্য সংগ্রহ ক'র্‌তে পার্‌বেন এই ভয়ে আগে থাক্‌তেই তাদের সর্ব্বনাশের চেষ্টা হ'চ্চে। এই বেলা দৌড়ে যাও তা'রা যেন একটুও বিলম্ব না ক'রে বেরিয়ে চ'লে আসে।

২

আপনি কে হন্‌ মশায় ? বিদেশী ব'লে বোধ হ'চ্চে।

দেবদত্ত

হাঁ বিদেশী।

৩

জালন্ধরের মানুষ ?

দেবদত্ত

ঠিক ঠাউরেচো।

১

তোমার এতটা ধর্ম্মবুদ্ধি হ'লো কেমন ক'রে ?

দেবদত্ত

বিধাতার আশ্চর্য্য মহিমায় কদাচিৎ এমনতরো ঘটে। তোমাদের কাশ্মীরে চন্দ্রসেন যে-বংশে জন্মেচেন সে-বংশেও ভদ্রমানুষ জন্মায় দেখেচি।

২

বেশ ব'লেচেন, ঠাকুর, বেশ ব'লেচেন। ব্রাহ্মণ তো ?

দেবদত্ত

হাঁ ব্রাহ্মণ।

সকলে

প্রণাম হই।

২

নিজের রাজার বিরুদ্ধে আপনি—

দেবদত্ত

রাজার বিরুদ্ধে বলো এ'কে কোন্ বুদ্ধিতে ?

আমার রাজার পাপ যতটা নিবারণ ক'র্‌বো আমার রাজভক্তি ততটাই সার্থক হবে।

৩

কিন্তু বিপদ আছে তো ঠাকুর, রাজা যদি—

দেবদত্ত

রাজার হ'য়ে আজ যারা অন্যায় ক'র্‌চে বিপদের আশঙ্কা আমার চেয়ে তাদের তো কম নয়। অধর্ম্ম যদি সাহস দিতে পারে, ধর্ম্ম কি ভীরু হবে?

২

খুব বড়ো কথা ব'ল্‌লে, ঠাকুর। দাও, আর একবার পায়ের ধুলো দাও!

দেবদত্ত

যুবরাজ কুমারসেন এখান থেকে পালাতে পেরেছেন?

১

ঠাকুর মাপ করো—ঐটে পার্‌বো না—যুবরাজের কথা তোমার সঙ্গেও চ'লবে না।

দেবদত্ত

কিছু ব'ল্‌তে হবে না, আমি জানতে চাই, তিনি নিরাপদ তো?

১

আপদ-বিপদের কথা কে ব'ল্‌তে পারে? তবে কিনা আমাদের চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

৩

দেখো দেখো, ঐ পশ্চিম পাহাড়ে। বোধ হ'চ্চে অচলেশ্বরের কাছে ওরা আগুন লাগিয়েচে। বনটা সুদ্ধ জ্ব'লে উঠেচে! অকারণ সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে এলো কেন এরা! ক্ষিধে পেলে বাঘে খায়, ভয় পেলে সাপে তাড়া ক'রে ক'রে আসে, এদের-যে নিষ্কাম পাপ, অহৈতুকী হিংসা! এরা কোন্ জাতের মানুষ, ঠাকুর?

দেবদত্ত

দৈত্য, দৈত্য। দেবতার 'পরে এদের বিশুদ্ধ বিদ্বেষ! ওরে উন্মত্ত, দুর্ব্বৃত্ত, অন্ধ, তোমার মহাপাতক তোমাকে মহাপতনে নিয়ে চল্‌লো—আজ কে তোমাকে বাঁচাতে পারে! ধিক্ তোমার বন্ধুদের!

৪

ধ্রুবতীর্থ, মার্ত্তণ্ড-মন্দির

তীর্থযাত্রী

১

ভার্গব ঠাকুর, আমাদের তীর্থের কাজ শেষ হ'লো—এবার দেবী তপতীকে দেখে গেলেই আমাদের তীর্থ-দর্শন সার্থক হয়।

২

আজ তিন দিন থেকে তাঁর দেখা পাওয়ার চেষ্টা ক'র্‌চি। দর্শন মিল্‌লো না।

ভার্গব

দেবী মুক্তি-ব্রত নিয়েচেন—তিন দিন তিনি যোগে ছিলেন। আজ তাঁর ব্রত পূর্ণ হ'লো। আজ ভগবান সূর্য্য উত্তরায়ণে প্রবৃত্ত হবেন। এখন তোমরা যাও—সময় হ'লে সংবাদ দেবো।

১

কিন্তু ভার্গব ঠাকুর, শুনেচো কি, জালন্ধররাজ সকলের সাম্‌নে প্রতিজ্ঞা ক'রেচেন দেবী তপতীকে

বন্দিনী ক'রে নিয়ে যাবেন—মহিষীর পদ কেড়ে নিয়ে রাখ্‌বেন তাঁকে দাসীর পদে ?

ভার্গব

পাপিষ্ঠ চন্দ্রসেন কি এও সহ্য ক'র্‌বে ? দেবতার হাত থেকে দেবতার ধন দেবে কেড়ে নিতে ?

২

কিন্তু দেবতা স্বয়ং আছেন কী ক'র্‌তে ? এত বড়ো পাপ ঘ'ট্‌বেই বা কেন ?

ভার্গব

বিশ্বাস তো আর টিঁকিয়ে রাখ্‌তে পারিনে, শম্ভু। যদি তিনি জেগেই থাক্‌তেন আজ তবে কাশ্মীরের এ-দশা হ'তো ? চন্দ্রসেনের মাথায় বজ্র ভেঙে প'ড়্‌তো না !

১

দেবতা অনেক স'য়ে থাকেন তা এবার দেখা গেল কিন্তু মানুষের আর তো সয় না। এর পরে আর বেঁচে থাকা কিসের জন্যে ? আসুক না বিক্রম, আমাদের কাজটা সারি, তা'র পরে দেবতার কাজ আরম্ভ হবে।

[ভার্গব ও তীর্থযাত্রীদের প্রস্থান

বিপাশা, পুরোহিত, মন্দিরের সেবকগণ

সূর্য্যোদয়কালে বেদ-মন্ত্রে স্তব

উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ॥
অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তিভিঃ
সূরায় বিশ্বচক্ষসে।

পদ্মের অর্ঘ্য হাতে সুমিত্রার প্রবেশ

বিপাশার গান

জাগো জাগো
আলস-শয়ন-বিলগ্ন।
জাগো জাগো
তামস-গহন-নিমগ্ন ॥
ধৌত করুক্ করুণারুণ বৃষ্টি
সুপ্তি-জড়িত যত আবিল দৃষ্টি ;
জাগো, জাগো
দুঃখভারনত উদ্যম-ভগ্ন ॥
জ্যোতিঃসম্পদ ভরি দিক্ চিত্ত
ধন-প্রলোভন-নাশন বিত্ত,
জাগো, জাগো
পুণ্য-বসন পর' লজ্জিত নগ্ন ॥

ভার্গবের প্রবেশ

ভার্গব

মা !

সুমিত্রা

কী বৎস ভার্গব !

ভার্গব

কিছুদিন থেকে এই দুর্গম তীর্থের পথে নানাবিধ লোকের যাতায়াত লক্ষ্য ক'র্‌চি। তা'রা পুণ্যকামী নয়।

সুমিত্রা

দোষ নেই, ভয়ও নেই।

ভার্গব

বোধ হয় যেন তা'রা বিদেশী।

সুমিত্রা

ভগবান সূর্য্যের উদয়-দিগন্ত দেশে দেশে। তাঁর দেশে বিদেশী কে আছে ?

ভার্গব

অপরাধ নিয়ো না, দেবি, আমরা কিন্তু কিছুদিন থেকে এখানে বিদেশীদের পথরোধ ক'রেচি।

সুমিত্রা

তা হ'লে আমারও এখানে পথরুদ্ধ হ'লো।

ভার্গব

ক্ষমা করো, দেবি। তোমাকে বিপদ হ'তে রক্ষা ক'র্‌বো আমরা, এমন চিন্তা করা আমাদের স্পর্দ্ধা, এ আমাদের মোহ। দুর্ব্বল বুদ্ধির অপরাধ নিয়ো না, যাত্রীদের কোনো বাধা ঘ'ট্‌বে না।

শিখরিণীর প্রবেশ

শিখরিণী

মা, তপতী।

সুমিত্রা

কী শিখরিণী, তুমি-যে এখানে?

শিখরিণী

আমার স্বামীকে ওরা মেরে ফেলেচে।

সুমিত্রা

সে কী কথা! তিনি-যে সাধুপুরুষ ছিলেন, তাঁকে মার্‌লে কেন?

শিখরিণী

যুবরাজ কোথায়, সেই সংবাদ তাঁর কাছ থেকে

ওরা বের ক'র্‌তে চেষ্টা ক'রেছিলো। দেশে সবাই তাঁকে সত্যবাদী ব'লে জান্‌তো ব'লেই তাঁর এই বিপদ ঘ'ট্‌লো। দেবি, আমি কিছুতেই সান্ত্বনা পাচ্চিনে, আমাকে বুঝিয়ে বলো, সংসারে যাঁরা ধর্ম্মকে প্রাণপণে মানেন, ধর্ম্ম কেন তাঁদেরই এত দুঃখ দিয়ে মারেন।

সুমিত্রা

যাঁরা ম'র্‌তে পেরেচেন তাঁরাই এ কথার তত্ত্ব জানেন। মৃত্যু দিয়ে যাঁরা সত্যকে পান তাঁদের জন্যে শোক ক'রো না।

শিখরিণী

শোক ক'র্‌বো না, মা, তিনি আমার মৃত্যুর ভয় ঘুচিয়ে দিয়ে গেচেন, আমাকে এই তাঁর শেষ দান। গ্রামের লোকেরা আমাকে ব'লেচে অভাগিনী; কী বুঝ্‌বে তা'রা! তিনি আমার স্বামী ছিলেন এই আমার পরম সৌভাগ্য।

সুমিত্রা

যারা তাঁকে মেরেচে, মৃত্যুর দ্বারা তাদের তিনি জয় ক'রেচেন, সে-কথা তা'রা কোনোদিন বুঝ্‌বে না এইটেই সকলের চেয়ে শোকের কথা! কিন্তু বৎসে, তুমি এখানে এসেচো কেন?

শিখরিণী

এখানে তোমার চরণতলে যদি আশ্রয় নিতে পার্‌তুম তাহ'লে বেঁচে যেতুম। কিন্তু মা, সংসারের আলো নিব্‌লে তবুও সংসার থাকে। আমার মেয়েটি আছে—অমন পিতার কোল হারিয়েচে, তা'র কল্যাণের জন্যেই সেই অন্ধ কারায় আমাকে থাক্‌তে হবে। তা'রই জন্যে তোমার কাছে এসেচি।

সুমিত্রা

বলো, আমাকে কী ক'র্‌তে হবে?

শিখরিণী

এই অলঙ্কারগুলি এনেচি দেবমন্দিরে রক্ষা কর্‌বার জন্যে। আমার মায়ের কাছ থেকে আমি পেয়েচি, আমার কন্যার জন্যে রাখ্‌বো। যে-পরিবারের 'পরে চন্দ্রসেনের বিদ্বেষ, জালন্ধরের সৈন্য দিয়ে তাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করাচ্চেন। এই লও মা, তোমার স্পর্শ লাভ করুক—আমার মেয়ের দেহ পবিত্র হবে।

কুঞ্জলালের প্রবেশ

কুঞ্জলাল

আজ বাহিরের কোথাও আমাদের দুঃখের পরিত্রাণ

নেই, দেবী, কিন্তু মনে হয় যেন অন্তরে অন্তরে তুমি সেই দুঃখকে নাশ ক'র্‌তে পারো, তাই এসেচি।

সুমিত্রা

বলো বৎস, তোমার কী বল্‌বার আছে।

কুঞ্জলাল

যে-নগরীতে তোমার মাতামহীর জন্মভূমি সেই উদয়পুর এতদিন চন্দ্রসেনকে অস্বীকার ক'রে স্বতন্ত্র ছিল। তিনি যখনই সৈন্য নিয়ে উৎপাত ক'র্‌তে এসেচেন প্রজারা সমস্ত পুরী উজাড় ক'রে চ'লে গেচে। এবার সেইখানেই যুবরাজের রাজধানী স্থাপন ক'রে তাঁর অভিষেকের আয়োজন হ'য়েছিলো, বাধা প'ড়্‌লো। রাজা বিক্রমের সৈন্য উদয়পুর বেষ্টন ক'রেচে। প্রজাদের বেরিয়ে যাবার পথ রুদ্ধ।

ভার্গব

কুঞ্জলাল, এ কী বুদ্ধি তোর! কত বড়ো দুঃখ ওঁকে দিলি দেখ্‌ তো। কেন এ-সব সংবাদ এই শান্তিতীর্থে?

কুঞ্জলাল

মা, কেন এমন স্তব্ধ হ'য়ে আকাশে তাকিয়ে রইলে? চিন্তার কথা কিছুই নেই—মৃত্যুর পথ খোলা আছে—কোনো অপমান সেখানে পৌঁছয় না। দাও স্বহস্তে

আজকে পূজার নির্ম্মাল্য, নিয়ে যাই তাদের কাছে—আর দাও তোমার হাতের লিখন একখানি, একটি আশীর্ব্বাদ—তাদের সব দুঃখ শুভ্র হ'য়ে যাবে।

[সকলের প্রস্থান

নরেশের প্রবেশ

নরেশ

বিপাশা, আমার কী মনে হ'চ্চে ব'ল্‌বো ?

বিপাশা

বলো তো !

নরেশ

এইখানে এসে আমাদের প্রেম পরিপূর্ণ হ'য়েচে। আশ্চর্য্যের কথা শুন্‌বে ?

বিপাশা

কী বলো।

নরেশ

আজ মন তোমার গান শোন্‌বারও অপেক্ষা করে না—সকল ধ্বনি এখানে আলোক হ'য়ে উঠেচে—প্রত্যক্ষ আমার অন্তরে প্রবেশ করে। তুমি কি তাই অনুভব করো না ?

বিপাশা

প্রিয়তম, তোমার আনন্দে আজ আমি আনন্দিত, তা'র চেয়ে বেশি কিছু ব'ল্‌তে পারি নে।

নরেশ

আজ আলোকের মধ্যে তোমাকে দেখ্‌লুম আলোক-রূপে, আর সেই সঙ্গে আমাকেও। আর কোনো ক্ষোভ নেই আমার।

সুমিত্রার প্রবেশ

সুমিত্রা

কুমার এসেচেন, শীঘ্র তাঁকে ডেকে আনো, বিপাশা।

[নরেশ ও বিপাশার প্রস্থান

কুমারের প্রবেশ

কুমার

রাজত্বের পথ অতিক্রম ক'রে এই তীর্থেই শেষে আস্‌তে হ'লো, বোন।

সুমিত্রা

অন্যত্র তোমাকে অনেক প্রয়োজন আছে। শেষ যদি না হ'য়ে থাকে, এখানে এলে কেন?

কুমার

তোমাকে রক্ষা কর্‌বার জন্যে।

সুমিত্রা

কার হাত থেকে ?

কুমার

বিক্রম মহারাজ জ্বালামুখী দেবীর শপথ নিয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রেচেন, যে-ক'রে হোক্ এখান থেকে তোমাকে সরাবেন। তীর্থের পথে সৈন্যবাহিনী আসা অসম্ভব তাই একে একে ক্রমে ক্রমে তাঁর লোক নিয়ে চারিদিক পূর্ণ ক'রে তুল্‌চেন।

সুমিত্রা

আমাকে তিনি চান ?

কুমার

হাঁ।

সুমিত্রা

আর কী চান ?

কুমার

আর তিনি চান আমাকে।

সুমিত্রা

কেন, তোমার সঙ্গে তাঁর কিসের বিরোধ ?

কুমার

আমার সঙ্গে বিরোধের স্পষ্ট কারণ যদি থাকতো তাহ'লে সে-কারণ দূর ক'র্‌লেই বিপদ কাটতো। কারণ তাঁর অন্ধপ্রকৃতির মধ্যে, সেই জন্যে এত দুর্নিবার, এত ভয়ঙ্কর।

সুমিত্রা

আমি যদি যাই তিনি কি তোমাকে মুক্তি দেবেন?

কুমার

তুমি ক্ষুণ্ণ ক'রেচো তাঁর অহঙ্কার, তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে তাকে শান্ত ক'র্‌বেন। আমার মধ্যে তিনি তাঁর বিপরীত কিছু অনুভব করেন হয়তো, কিছুতেই সহ্য ক'র্‌তে পারেন না। কিন্তু তুমি কী ক'রে যাবে তাঁর কাছে? তুমি-যে দেবতার। রাজ্যের কথা আর আমি ভাবিনে কিন্তু কাশ্মীরের দেবতার অপমান ঘ'টতে দিতে পার্‌বো না।

সুমিত্রা

কী ক'র্‌বে তুমি?

কুমার

কিছু না পারি তো ম'র্‌বো। পাপকে ঠেকাবার জন্যে কিছু না করাই তো পাপ।

(নেপথ্যে)

মহারাণী !

সুমিত্রা

এ কি, এ-যে দেবদত্ত ঠাকুর !

দেবদত্ত

কয়েকদিন থেকে দর্শনের চেষ্টা ক'রেছিলুম—আমার চেহারা দেখে তোমার অনুচরদের মনে সংশয় ঘোচে না। অশোক-বনে হনুমানকে দেখে রাক্ষসরা যে-রকম সন্দিগ্ধ হ'য়েছিলো এদের সেই দশা। আজ এই মাত্র হঠাৎ কেন এরা প্রসন্ন হ'লো জানিনে। ছাড়া পেয়েই দেখা ক'র্‌তে এসেচি। একটা নিবেদন আছে—শুন্‌তেই হবে আমার কথা।

সুমিত্রা

বলো।

দেবদত্ত

আর সহ্য হয় না, মহারাণী ! গ্রাম থেকে গ্রামে, নগর থেকে নগরে, অগ্নিকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, রক্তপাত, নারী-নির্য্যাতন। পাপের নেশা জালন্ধরের সমস্ত সৈন্যকেই পেয়েচে—থাম্‌তে পার্‌চে না, মাত্রা কেবলি

বেড়ে চ'লেচে। আমি মহারাজকে গিয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেম, ব'লেছিলেম, অহরহ যমরাজের কাছে প্রার্থনা ক'র্‌চি তিনি তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যান। রাজা আমাকে কারারুদ্ধ ক'রেছিলেন—প্রহরী দয়া ক'রে ছেড়ে দিলে। আজ মহারাজকে কেউ নিষেধ ক'র্‌তে পার্‌বে না একমাত্র তুমি ছাড়া।

কুমার

ঠাকুর, এমন কথা কী ক'রে ব'ল্‌চো, সুমিত্রা যাবেন তাঁর কাছে? এ-মন্দির থেকে ওঁর তো ফের্‌বার পথ নেই। এতে স্বর্গে মর্ত্ত্যে ধিক্কার উঠ্‌বে-যে।

দেবদত্ত

আমি জানি বড়োই কঠিন ব্যাপার, এও জানি রাজা এখন প্রকৃতিস্থ নন। তবু ব'ল্‌চি দেবী সুমিত্রা, আজ তুমি সকল মান অপমান সুখ দুঃখের অতীত,—তুমি পবিত্র, পাপ তোমার কাছে কুণ্ঠিত হবে, তুমি এই বীভৎসের মধ্যে নির্ব্বিকার চিত্তে নাম্‌তে পারো।

কুমার

সুমিত্রার কী ঘ'টতে পারে না পারে সে কথা ভাববার সময় আজ নেই—কিন্তু সুমিত্রা কাশ্মীরের দেবতাকে অপমান ক'রে এখান থেকে চ'লে যাবে সে

আমি ঘ'টতে দেবো না। দেবতার ধন হরণ ক'রে তাকে মানুষের ভোগের ভাণ্ডারে নিয়ে যাবে আমাদের বংশের কন্যা।

সুমিত্রা

ভাই কুমার, তাঁকে এইখানে আহ্বান ক'রে আনবো।

কুমার

এইখানে? এই দেবালয়ে?

সুমিত্রা

আসুন এখানেই, নইলে তাঁর মুক্তি কিছুতেই হবে না। আমার এই শেষ কাজ, তাঁকে বাঁচাতে হবে— তাঁর মোহগ্রন্থি ছিন্ন ক'রে দিয়ে চ'লে যাবো।

দেবদত্ত

এ কিন্তু বড়ো সঙ্কটের কথা, মহারাণী। অনেক পাপ সে ক'রেচে, অবশেষে দুর্ব্বৃত্ত যদি দেবালয়ে এসে দেবতার অসম্মান করে, পুণ্যতীর্থে যদি কলুষ আনে?

সুমিত্রা

ভয় নেই, ঠাকুর, কোনো ভয় নেই। আমার প্রভু আমার হিরণ্যদ্যুতি, সকল সঙ্কট দগ্ধ ক'র্‌বেন, নিঃশেষে ভস্ম ক'র্‌বেন। সেই রুদ্র আমাকে গ্রহণ ক'রেচেন—

তাঁর কাছ থেকে আমাকে ছিন্ন ক'রে নিতে পারে এমন শক্তি কারো নেই। কুমার, তোমার সঙ্গে শঙ্কর আছে?

কুমার

ঐ-যে সে প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে।

সুমিত্রা

শঙ্কর!

শঙ্কর

কী দিদি! কী দেবী!

সুমিত্রা

তুমি আমার দূত হ'য়ে যাও মহারাজ বিক্রমের কাছে।—

শঙ্কর

এখনি যাবো। বলো কী জানাতে হবে।

নরেশ

দেবী, শঙ্করকে নয়, আমাকে পাঠিয়ে দাও, রাজা যদি অপমান করে বৃদ্ধ সইতে পার্‌বে না।

সুমিত্রা

না রাজকুমার, এই আমার শেষ আমন্ত্রণ—আমার চির-বন্ধু ছাড়া কার হাত দিয়ে পাঠাবো! শঙ্কর, শিশুকালে তোমার কোলে একদিন আমাকে গ্রহণ

ক'রেচো। মৃত্যুর সময় পিতা তাঁর শেষ অভিবাদন দিয়েছিলেন তোমাকেই। আজ সেই তোমার সুমিত্রার বাণী নিয়ে তোমাকেই যেতে হবে—হয়তো অপমানের মুখে। শান্ত হ'য়ে সহিষ্ণু হ'য়ে ব'লো মহারাজকে, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধের চরম পরিণামের জন্যে মন্দিরে দেবতার চরণ-প্রান্তে সুমিত্রা অপেক্ষা ক'র্‌বে। আর তোমার পরম স্নেহের ধন কুমার, ঐ কুমারের জন্যে ভেবো না। তিনি মৃত্যুকে ভয় করেন না। সেই বন্ধু, সেই বিশ্ববিচারক ধর্ম্মরাজ রইলেন তাঁর সহায়।

শঙ্কর

দিদি, বৃদ্ধের একটি কথা শোনো, জানি কুমারের সৈন্যসামন্ত নেই—জানি চন্দ্রসেন ওঁর বিরুদ্ধে—তবু যে-কয়জন আমরা আছি ওঁর সহচর, তাদের নিয়ে ওঁকে যুদ্ধক্ষেত্রেই যেতে হবে। সেখানে তাঁর জন্মভূমি তাঁকে পুণ্যক্রোড়ে গ্রহণ ক'র্‌বেন।

দেবদত্ত

দেশের দুঃখ তাতে আরো আলোড়িত হ'য়ে উঠবে, শঙ্কর। উন্মত্তের মত্ততাগ্নিতে আর ইন্ধন দিয়ো না।

কুমার

শঙ্কর, যাও তুমি, মহারাজকে ডেকে নিয়ে এসো।

গে। অতিথি তিনি, অতিথির মতো তাঁকে সংকৃত ক'র্‌বো।

শঙ্কর

হে রুদ্র, হে হিরণ্যপাণি, আজ তোমার জ্যোতিতে আবরণ কেন? তোমার সেবকদের লজ্জা নিবারণ করো। দীপ্যমান তেজে এসো বাহির হ'য়ে—তোমার অগ্নিকেতু উদ্‌ঘাটিত ক'রে দাও। নমস্কার তোমাকে, নমস্কার তোমাকে, বারবার তোমাকে নমস্কার।

[প্রস্থান

দেবদত্ত

আমিও শঙ্করের সঙ্গে যাই। ওর কোনো অহিত না হয় সে আমাকে দেখ্‌তে হবে।

[প্রস্থান

ভার্গব

মহারাজ বিক্রম অনতিদূরে, এই শুনি জনশ্রুতি। আদেশ করো সমস্ত দ্বার রুদ্ধ ক'রে দিই।

সুমিত্রা

খুলে দাও, খুলে দাও, সমস্ত দ্বার খুলে দাও,

আসবার দ্বার এবং যাবার দ্বার। যাও যাও, ভার্গব, তাঁকে আমন্ত্রণ ক'রে আনো।

ভার্গব

তাঁর প্রতিজ্ঞা, দেবতার কাছ থেকে তিনি তোমাকে কেড়ে নিয়ে যাবেন। আমি এ-মন্দিরের পুরোহিত, আমার কর্ত্তব্য ক'র্‌তে হবে তো।

সুমিত্রা

তোমার কর্ত্তব্যই করো। দেবতার পথ রোধ ক'রো না—যে-পথ দিয়ে রাজার সৈন্য আসবে সেই পথ দিয়েই আমার দেবতা আমাকে উদ্ধার ক'রতে আসবেন। যাও তুমি এখনি, মন্দিরের সিংহদ্বার খুলে দাও।

[ভার্গবের প্রস্থান

কুমার

এইবার বলো, কী তোমার সঙ্কল্প।

সুমিত্রা

রুদ্রের কাছে বহুদিন পূর্ব্বে আত্মনিবেদন ক'রেছিলুম। ব্যাঘাত ঘ'টেছিলো, সংসার আমাকে অশুচি ক'রেচে। তপস্যা ক'রেচি, আমার দেহ মন শুদ্ধ হ'য়েচে। আজ আমার সেই অনেকদিনের

সঙ্কল্প সম্পূর্ণ হবে। তাঁর পরম তেজে আমার তেজ মিলিয়ে দেবো।

কুমার

আমার মোহ দূর হোক্, সুমিত্রা, মোহ দূর হোক্! তোমাকে যেন নিবৃত্ত না করি।

সুমিত্রা

বিপাশা!

বিপাশা

বলো দেবি!

সুমিত্রা

আমার অগ্নিশয্যা অনেকদিন থেকেই প্রস্তুত হ'চ্চে, তুমি দেখেচো, বহুদুঃখের সেই আয়োজন। আজ সময় হ'য়েচে, আনন্দ করো, জ্বলুক্ শিখা, বিলম্ব ক'রো না।

বিপাশা

যে-আদেশ দেবি! (পায়ের কাছে মাথা রেখে প'ড়ে রইলো)

সুমিত্রা

ওঠ্ বিপাশা, এবার আমার শেষ পূজা করি। অর্ঘ্য প্রস্তুত আছে?

বিপাশা

আছে, দেবী।

পদ্মের অর্ঘ্য হাতে সুমিত্রা—

বিপাশা

গান

শুভ্র নব শঙ্খ তব গগন ভরি' বাজে,
ধ্বনিল শুভ জাগরণ গীত।
অরুণরুচি আসনে চরণ তব রাজে,
মম হৃদয়কমল বিকশিত।
গ্রহণ কর' তা'রে
তিমির পরপারে,
বিমলতর পুণ্যকরপরশ-হরষিত।

সুমিত্রা

অদ্যা দেবা উদিতা সূর্য্যস্য
নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ॥
পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিঃ।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

শেষ দৃশ্য

নেপথ্য থেকে চিতাগ্নির আভাস আস্‌চে—
সকলে বেদমন্ত্রসহ বেদী প্রদক্ষিণ—

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।
ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥
অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্॥
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম॥

নেপথ্যে বাদ্যোদ্যম

বিক্রম, দেবদত্ত, শঙ্করের প্রবেশ।

পরিশিষ্ট

মন্ত্রের অনুবাদ

১। কর্পূর ইব দগ্ধোঽপি শক্তিমান্ যো জনে জনে।
নমস্ত্ববার্য্যবীর্য্যায় তস্মৈ মকরকেতবে ॥

সুভাষিত রত্ন ভাণ্ডাগার।

কর্পূরের মতো দগ্ধ হইলেও যাঁহার শক্তি প্রত্যেক ব্যক্তিতে অনুভূত, যাঁহার প্রভাবকে কেহ নিবারণ করিতে পারে না, সেই মকরকেতুকে নমস্কার ॥

২। উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ॥

ঋগ্বেদ, ১. ৫০. ১।

অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ
সূরায় বিশ্বচক্ষসে ॥

ঋগ্বেদ, ১. ৫০. ২।

বিশ্ব দেখিতে পাইবে এই উদ্দেশ্যে রশ্মিসমূহ সমস্ত ভূতের জ্ঞাতা উজ্জ্বল সূর্য্যকে ঊর্দ্ধে বহন করিতেছে ॥

বিশ্বদ্রষ্টা সূর্য্যকে আসিতে দেখিয়া সেই নক্ষত্রগুলি রাত্রির সহিত চোরের মতো পলায়ন করিতেছে ॥

৩। বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্ ॥

ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।

ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥

ঈশোপনিষৎ, ১৮।

মহাবায়ুতে আমার প্রাণবায়ু এবং এই শরীর ভস্মে মিলিত হোক্ ॥ ওঁ, আপন কর্ত্তব্য স্মরণ করো, আপন কৃতকার্য্য স্মরণ করো ॥ হে অগ্নি, আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাও। হে দেব, তুমি আমাদের সকল কার্য্য জানো, তুমি আমাদের সমস্ত কুটিল পাপকে বিনাশ করো। তোমাকে আমরা বারংবার নমস্কার করি ॥

৪। অদ্যা দেবা উদিতা সূর্য্যস্য
নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ ॥

ঋগ্বেদ, ১. ১১৫. ৬।

অদ্য সূর্য্যের উদিত উজ্জ্বল কিরণসমূহ পাপ হইতে, নিন্দনীয় কর্ম্ম হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন ॥

৫। পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিঃ।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অথর্ব্ববেদ, ১৯. ৯. ১৪।

পৃথিবীলোক শান্তি আনয়ন করুক। অন্তরীক্ষ-লোক শান্তি আনয়ন করুক। দ্যুলোক শান্তি আনয়ন করুক।